সাপ্তাহিক
weeklybangladeshusa.com
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

বিজয়ের মাস ডিসেম্বর শুরু

ঢাকা : বছর ঘুরে আবারও এলো ডিসেম্বর মাস। বাঙালি *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

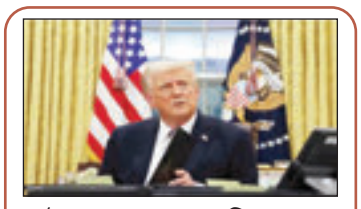

ট্রাম্পের নতুন পরিকল্পনা
প্রতিটি নবজাতকের জন্য ১০০০ ডলার

বাংলাদেশ ডেস্ক : নতুন কর-আইনের অধীনে *(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)*

Weekly Bangladesh | Vol. 28 • Issue 26 • Thursday, 04 December 2025 • ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, ১৩ জমাদিউস সানি ১৪৪৭

যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিনকার্ড-নাগরিকত্ব প্রদান বন্ধ ১৯ দেশের নাগরিকদের

অভিবাসনপ্রত্যাশীদের আশ্রয়-সংক্রান্ত সব সিদ্ধান্ত স্থগিত

দ্য গার্ডিয়ান : ওয়াশিংটন ডিসিতে ন্যাশনাল গার্ড সদস্যদের ওপর গুলিবর্ষণের ঘটনার জের ধরে যুক্তরাষ্ট্রে সব ধরনের আশ্রয় আবেদনের নিষ্পত্তি বন্ধের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। একজন শীর্ষস্থানীয় অভিবাসন কর্মকর্তা এ তথ্য জানিয়েছেন। 'মার্কিন নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা (ইউএসসিআইএস)' বিভাগের পরিচালক জোসেফ এডলো সামাজিক মাধ্যম এক্সে দেওয়া পোস্টে বলেন, যতক্ষণ না প্রত্যেক বিদেশি নাগরিককে (যাঁরা যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় প্রার্থী) সর্বোচ্চ পর্যায়ে যাচাইবাছাই করা যায়, ততক্ষণ আশ্রয় সংক্রান্ত সব সিদ্ধান্ত স্থগিত থাকবে। ঘোষণাটি এমন সময় এল, যখন ন্যাশনাল গার্ডের দুই সদস্যকে *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বাতিঘর বেগম খালেদা জিয়া

ডাঃ ওয়াজেদ খান : বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের তিনবারের প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপির চেয়ারপার্সন। কোটি কোটি মানুষের প্রাণপ্রিয় এই নেত্রী আজ জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক অসুস্থতা তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর মোহনায়। তিনি এখন নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত। তার অবস্থা মুমূর্ষ। তিনি আজ বড় বেশী অসহায়। অসুখ মানেই সুখ নেই। তার অসুখ নিয়ে উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় প্রহর কাটছে *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

সংসদ নির্বাচন ৮ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে

ঢাকা : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে অনুষ্ঠানে সবরকম প্রস্তুতি নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তারিখ নির্ধারণে ৭ ডিসেম্বর ইসি বৈঠকে বসবে। এক্ষেত্রে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির ৮ থেকে ১২ তারিখের মধ্যে *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

বিএনপি ও জামায়াতের ভোটের পার্থক্য ৪%

যুক্তরাষ্ট্রের আইআরআই জরিপ

ঢাকা : আমেরিকা-ভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের (আইআর-আই) সোমবার প্রকাশিত এক জরিপ অনুসারে, আগামী সপ্তাহে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে, *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

খালেদা জিয়ার অবস্থা সংকটাপন্ন

ঢাকা: বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শারীরিক *(বাকি অংশ ৩২ পাতায়)*

তারেক রহমানের ফেরা নিয়ে নানা আলোচনা

ঢাকা : বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার গুরুতর অসুস্থতার সময়ে তাঁর ছেলে তারেক রহমানের দেশে না ফেরা *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

পিলখানা ট্র্যাজেডি : ১৬ বছর পর তদন্তে মিলল চাঞ্চল্যকর তথ্য

ঢাকা : পিলখানা বিডিআর সদর দপ্তরে ২০০৯ সালের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের ১৬ বছর পর স্বাধীন তদন্ত কমিশন তাদের প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। রবিবার *(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)*

QUEENS SOCIAL ADULT DAY CARE CENTER INC.
OUR PERSONAL CARE PLAN
Bangla, Urdu, Hindi, Arabic
Fields Trips (Pick-up & Drop-off)
Halal Breakfast & Lunch
Diabetes Prevention Program
Help to apply for Medicaid/Food Stamp
ESL & Computer Class
Mahfuzul Haque
President & CEO
আমরা বাংলায় কথা বলি
148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435
Open 7 Days 9am-9pm
Phone: 718-647-4444, 646-591-6782
Fax: 347-694-8854 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

MORTGAGE MORTGAGE MORTGAGE
PURCHASE OR REFINANCE
Call Nasir Today
TO SEE IF YOU CAN GET PRE APPROVED
917-400-5728
Nasiruddin M Laskar
NMLS ID 1312055

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

FRESH FRESH FRESH FRESH
MADE WITH ONLY FRESH MILK
PACKED FRESH
VACUUM SEALED
REACHES YOU VERY FRESH
FRESH FRESH FRESH FRESH
Red Cow FULL CREAM MILK POWDER

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens • Charge Offs • Inquiries • Collections
Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us: 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

ALL COUNTY
হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
সকল সার্ভিস একই অফিসে
718-587-2266
LHSCA
PCA Training
Day Care
JAMAICA
JACKSON HEIGHTS
BROOKLYN
BRONX
LONG ISLAND

সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ
আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের
বিশেষ অনুদানে
(৭০% পর্যন্ত)
আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক
হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন
লাগিয়ে দিতে চাই
নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ডে স্টেটের অনুদানে বাসায়
অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
GREE MECHANICAL YONKERS
Gree Mechanical Yonkers
914-222-9477, 914-989-0089
1900 Central Park Ave,Yonkers NY 10710
তোফায়েল চৌধুরী

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে, আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

86-47 164th St, Jamaica, NY 11432
E F J TRAIN
BUS-Q65,Q8,Q83,Q110

সিকিউরিটি লাইসেন্স কোর্স-
-৮-ঘন্টা প্রি-ক্লাস
- 16-ঘন্টা OJT
- ৮-ঘন্টা বার্ষিক
- ফিংগারপ্রিন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট

Location: 86-47 164th Street. Suite-BG, Jamaica, NY 11432

OSHA কোর্স
কন্সট্রাকশন, জেনারেল ইন্ডাস্ট্রি, সেরিটাইস, ডিসেস্টার সাইট
-OSHA ১০-ঘন্টা
-OSHA ৩০-ঘন্টা

MN SAFETY CONSULTING
আমরা বিল্ডিং এর ভাইওলেশন অপসারণ করে থাকি।
ড্রাইভিং কোর্স
• 5-ঘন্টার প্রি-লাইসেন্সিং কোর্স
• 6-ঘন্টা প্রতিরক্ষামূলক ড্রাইভিং
NYC DOB Training
718-535-0336
আমরা নির্মাণ শিল্পের মান অনুসরণ, নিয়ম মেনে চলা এবং নিরাপদে কাজ করার জন্য নির্ভরযোগ্য প্রশিক্ষণ প্রদান করি-
OSHA · কর্মী ওয়ানেস্ট · ক্রেন্সার ট্রেনিং
SST · সিকিউরিটি লাইসেন্স · এরিয়াল ও বিজার লিফ্ট ট্রেনিং
অ্যাকফোল্ড · Fire Safety S-56 · মাইনর প্লাম্বিং ও ইলেকট্রিশিয়ান রিনিওয়াল ট্রেনিং
SST এবং কর্মী ওয়ানেস্ট
40-ঘন্টা SST
- 62-ঘন্টা SST
- 16/8-ঘন্টা SST পুনর্নবীকরণ
718-535-0336
www.mncnt.com
ACCREDITED IACET PROVIDER

GEHI & ASSOCIATES
Attorneys and Counselors at Law
জ্যাকসন হাইটস অফিস : 74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372
Tel: 718-263-5999
Naresh Gehi, Esq.
আমরা বাংলায় কথা বলি
Ms. Suryia Rahman
ফ্রি কনসালটেশন
তুলনামূলকভাবে কম ফি
সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
ইমিগ্রেশন
* পলিটিক্যাল এসাইলাম * ডিপোর্টেশন * কনস্যুলার প্রসেসিং * ফ্রড ওয়েভার * ফিয়ানসে ভিসা * বেটারড স্পাউজ * ম্যারিজ বেইজড ইমিগ্রেশন * ইমিগ্রেশন বন্ড এবং ডিটেনশন * এমপ্লয়মেন্ট বেইজড ইমিগ্রেশন * সিটিজেনশিপ * চাইল্ড কাস্টডি * চাইল্ড সাপোর্ট
পূর্বের ফলাফল ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা নয়।
ব্যাংক্র্যাপসি
* ঋণ নিয়ে সমস্যায় পড়া ক্লায়েন্টদের অনেক ক্ষেত্রে ঋণদাতাদের কোনো অর্থ পরিশোধ না করেই আমরা তাদেরকে সমস্যা থেকে বের করে এনেছি।
* ব্যাংক্রাপসি ফাইল করে আপনার ঋণভার থেকে মুক্ত হোন
* ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত সমস্যা
* কর্মক্ষেত্রে মজুরি ও ঘন্টার দাবী
Call :
718-263-5999
* আপনি কি গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করতে চান?
* আপনি কি ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন?
* আপনি কি ক্রেডিট কার্ড নিয়ে ঝামেলায় পড়েছেন?
* আপনি কি আপনার ঋণ পরিশোধে অসমর্থ?
* আপনার ব্যাংক একাউন্ট নিয়ে কি সমস্যা হয়েছে?
* ঋণদাতারা কি আপনাকে হয়রানি করছে?
E-Mail: info@gehilaw.com
web : www.gehilaw.com
74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372, Tel: 718-263-5999
173-29 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432, Tel : 718-764-6911
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY 11417 Tel: 718-577-0711

IZNA MEDICAL CARE PC
মেডিকেল অফিস
ডাঃ ইশতিয়াক হোসেন এম, ডি
ফ্যামেলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
ATTENDING PHYSICIAN, NORTHWELL HEALTH
আমাদের সেবা সমূহ ঃ
জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের কাছে
* শারীরিক চেক আপ
* শিশুরোগ চিকিৎসা
* সর্দি,জ্বর, ফ্লু চিকিৎসা
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* দুঃচিন্তা ও বিষন্নতার চিকিৎসা
* উচ্চ রক্ত চাপ
* ডায়াবেটিস
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* ল্যাব ও ভ্যাকসিন
অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন
718-880-2186
সোমবার থেকে শুক্রবার: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা।
শনিবার: দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টা।
87-02, 167th Street, Jamaica NY 11432
Email: iznamedicalcarepc@gmail.com

সাপ্তাহিক
বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

Dr. Mohammed Wazed A. Khan
President & Editor

Anwar Hossain Manju
Advisor, Editorial Board

Published by News Bangladesh Inc.

Vice-President
Mohammed Dinaj Khan
Florida Office
1610 NW 3rd Street,
Deerfield Beach, Fl. 33442

Corporate Office
86-47 164th Street, # BH
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-523-6299, 917-304-3912
weeklybangladesh@yahoo.com

সম্পাদকীয়

দেশবাসীর ব্যাকুলতাই খালেদা জিয়ার প্রতি সীমাহীন আস্থা

বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার যখন জীবন-সংকটাপন্ন, তখন দলমত নির্বিশেষে লাখো মানুষের দোয়া এবং শ্রদ্ধাই প্রমাণ করে যে, একজন রাজনীতিকের জীবদ্দশায় এ ধরনের সম্মান ইতিহাসে বিরল। এই গণ-অনুভূতি বাস্তব ও তাত্ত্বিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এতে বোঝা যায় যে, স্থিতিশীল উন্নয়নগত নৈরাশ্যের ঘন অন্ধকারের মধ্যেও সমাজের গভীরে এক ধরনের নৈতিক মূল্যবোধ বেঁচে আছে। দেশের জনগণ এখনো বিশ্বাস করে যে বাংলাদেশের বর্তমান সময়ে দেশ-জাতি ও দলের জন্য তাঁর মতো অভিভাবকের বড় প্রয়োজন। বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও রাজনীতিতে তাঁর উপস্থিতি আজ আর কেবল ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থের বিষয় নয়; বরং এটি বাংলাদেশের বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থেই জরুরি। তিনি এখন ক্ষমতার

প্রচলিত সমীকরণে কেবল বিকল্প নন, বরং রাষ্ট্রের জন্য এক অপরিহার্য নৈতিক রেফারেন্স। ব্যক্তিগত শোক, রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও শারীরিক ভঙ্গুরতার মাঝেও তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে আপোসহীন গণতান্ত্রিক অবস্থান ধরে রাখা যায় এবং বিরোধীকে রাজনৈতিক শত্রু ভাবলেও কখনো 'শত্রু-মানব' হিসেবে গণ্য না করে মানবিক মর্যাদা দেওয়া যায়। এমনকি তাঁর চরম শত্রুরাও কখনো তাঁর নামের আগে 'স্বৈরাচার' শব্দটি যুক্ত করতে পারেনি; যা তাঁর গণতান্ত্রিক নিষ্ঠার এক অবিসংবাদিত দলিল। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস আসলে ক্ষমতার পালাবদলের সরল কাহিনি নয়; এটি একটি পুনরুৎপাদিত ট্র্যাজেডি, যা বারবার ফিরে এসেছে স্বৈরশাসন, মানব পুঁজির কাঠামোগত অপচয় এবং স্থিতিশীল উন্নয়নগত নৈরাশ্যের রূপ। এই ট্র্যাজেডির কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন বেগম খালেদা জিয়া। তিনি তার ব্যক্তিগত শোক ও রাষ্ট্রীয় নিপীড়নে ক্ষতবিক্ষত একজন নিঃসঙ্গ মানুষ। তা সত্ত্বেও তিনি জাতীয় সার্বভৌমত্বের আপোসহীন প্রতীক ও ভঙ্গুর গণতন্ত্রের শেষ কার্যকর নৈতিক মেরুদন্ড। ব্যর্থ রাষ্ট্র ও বিশ্বাসঘাতক রাজনীতির ধ্বংসস্তূপ থেকে বারবার উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা তাকে বিশাল মানবে পরিণত করেছে। তাঁর লড়াই এখনো শেষ হয়নি। তা সত্ত্বেও তিনি মুক্তির স্পষ্ট প্রতীক। জিয়া-খালেদা অধ্যায়ের অবস্থান, বিশেষ করে বেগম জিয়ার আপোসহীন নেতৃত্বকে। বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক উত্থান কোনো সাধারণ ক্ষমতার পালাবদল নয়; বরং এটি গভীর ব্যক্তিগত আঘাত থেকে একজন স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সাবজেক্টে রূপান্তরিত হওয়ার দীর্ঘ প্রক্রিয়া। তিনি রাজনীতিতে অবতীর্ণ হয়েই আঘাত করেছিলেন স্বৈরাচারকে। তার আপসহীন নেতৃত্বেই পতন ঘটেছিল একনায়ক এরশাদের সেচ্ছাচারিতাকে। যখন ক্ষমতায় ছিলেন না তখনো তিনি চরম ঝুঁকি ও অসুস্থতা সত্ত্বেও দেশত্যাগ না করে তিনি জনগণের অর্জিত অসহায়ত্ব ও নৈরাশ্যকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। শেখ হাসিনার দ্বারা রাষ্ট্রীয় চরিত্রহননের মুখেও রাজনৈতিক শালীনতা বজায় রেখে প্রমাণ করেছেন যে, একজন নেতার নৈতিক পুঁজি পুরোপুরি ধ্বংস করা অসম্ভব। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, কাঠামোগত পক্ষাঘাতের মধ্যেও নৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব। বাংলাদেশের কলুষিত রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বেগম খালেদা জিয়া কেবল বিএনপির শীর্ষ নেত্রী নন, বরং রাজনৈতিক শালীনতার এক বিরল প্রতীক। জিয়াউর রহমানের সততা ও মিতব্যয়িতার যে ভাবমূর্তি দলটির প্রাথমিক পুঁজি ছিল, তিনি তা ধারণ করে রাজনীতিকে সংঘাতের বদলে সংযমের পথে নিতে চেয়েছেন। একজন গৃহবধূ থেকে তিনবারের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যাত্রায় তিনি নিজের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সীমাবদ্ধতা অকপটে স্বীকার করে অভিজ্ঞদের সহায়তা চেয়েছেন, যা দুর্বলতা নয়, বরং রাষ্ট্রনায়কোচিত বিনয়ের লক্ষণ। ২০২৪ এর জুলাই অভ্যুত্থান এবং ৫ সাফল্য এবং ফ্যাসিবাদী শাসনের পতন তাঁর জীবদ্দশায় এক বিরল অর্জন। তার অস্তিত্বই আন্দোলনকারীদের জন্য অনুপ্রেরণা ছিল এবং এখনও তার অস্তিত্ব দেশবাসীর জন্য জরুরী। আমরা তার সুস্থতা কামনা করি।

০৪-১০ ডিসেম্বর ২০২৫ **নামাজের সময়সূচি** ১৩-১৯ জমাদিউস সানি ১৪৪৭

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০৪ ডিসেম্বর	৫.৪২	৭.০৪	১১.৪৬	৩.১০	৪.২৮	৫.৫০
০৫ ডিসেম্বর	৫.৪৩	৭.০৫	১১.৪৭	৩.১০	৪.২৮	৫.৫০
০৬ ডিসেম্বর	৫.৪৪	৭.০৬	১১.৪৭	৩.১০	৪.২৮	৫.৫০
০৭ ডিসেম্বর	৫.৪৫	৭.০৭	১১.৪৮	৩.১০	৪.২৮	৫.৫০
০৮ ডিসেম্বর	৫.৪৬	৭.০৮	১১.৪৮	৩.১০	৪.২৮	৫.৫০
০৯ ডিসেম্বর	৫.৪৭	৭.০৮	১১.৪৮	৩.১০	৪.২৮	৫.৫০
১০ ডিসেম্বর	৫.৪৮	৭.০৯	১১.৪৯	৩.১০	৪.২৮	৫.৫০

WEEKLY BANGLADESH
86-47 164th Street, # BH, Jamaica, NY 11432
Phone:718-523-6299, 917-304-3912
Fax: 718-206-2579, **E-mail:** weeklybangladesh@yahoo.com

Jackson Heights Office
37-55 72 Street, Jackson Heights,
NY-11372, Tel : 646-645-6904

উপসম্পাদকীয়

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ভেতর-বাহির

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনেক কিছু ইতিমধ্যে লেখা হয়েছে, আরও লেখা হবে, লেখার দরকার পড়বে। এই রকমের ঘটনা আমাদের জীবনে আর দ্বিতীয়টি ঘটেনি, হয়তো আর ঘটবেও না। এর ইতিহাস লেখা দরকার, নিজেদের জানবার ও বুঝবার জন্য এবং অগ্রগতির পথে পাথেয় সংগ্রহের জন্যও। এ ক্ষেত্রে কথক কোনো একজন নন, অনেক কজন। মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে লেখকদের যে অভিজ্ঞতা, তা ছিল মর্মান্তিক। এ নিয়ে ভুক্তভোগীরা বড়াই করেননি। করুণা আকর্ষণের চেষ্টা করেননি, বেদনার সঙ্গে সেই অতিদুঃসহ দিনগুলো স্মরণে রেখেছেন, যেগুলো তাঁরা ভুলতে পারলে খুশি হতেন, কিন্তু সেগুলো এমনই গভীরভাবে স্মৃতিতে প্রোথিত যে ভুলবার কোনো উপায় নেই। তাঁরা দেখেছেন, জেনেছেন, বুঝেছেন এবং সহ্য করেছেন। তাঁদের স্মৃতিকথনে অনাড়ম্বর নেই, অতিকথন নেই, আভরণ নেই, বক্তব্য একেবারে সাদামাটা এবং সে জন্যই সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য।

পাকিস্তানি হানাদাররা যা করেছে, তা অবিশ্বাস্য। কিন্তু সেটা ঘটেছে। বাস্তবতা ছাড়িয়ে গেছে কল্পনার ধারণক্ষমতাকে। হানাদারদের বংশধরেরাও কল্পনা করতে পারবে না, তাদের পরমাত্মীয় নরাধমেরা কী করেছে।

তারা বিস্মিত হবে কেবল বর্বরতা দেখে নয়, মূর্খতা দেখেও। ওই মূর্খরা কী করে ভাবল যে হাজার মাইলের ব্যবধান থেকে উড়ে গিয়ে একটি জনগোষ্ঠীকে তারা অধীনে রাখবে, যাদের সংখ্যা তাদের তুলনায় বেশি এবং দুই অঞ্চলের মাঝখানে তাদেরই শত্রুভাবাপন্ন একটি বিশাল রাষ্ট্র বিদ্যমান। বংশধরদের লজ্জা পাবার কথা।

মূর্খ বর্বরেরা ছিল কাণ্ডজ্ঞানহীন ও হতাশাগ্রস্ত। তারা কেবল মারবেই ভেবেছিল, কিন্তু যখন তারা দেখল মার খাচ্ছে, তখন হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে বদ্ধ উন্মাদের মতো আচরণ করেছে। হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, সম্ভব-অসম্ভব সবকিছু করেছে। সর্বাধিক বর্বরতা ঘটেছে নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে। অন্য কিছুর বিবরণ না দিয়ে কেবল যদি ধর্ষণের কাহিনিগুলো স্মরণ করা যায়, তাহলেই বোঝা যাবে কেমন অধঃপতিত ছিল এই দুর্বৃত্তরা। মার খাওয়া হানাদাররা ধর্ষণকে তাদের বিনোদন ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার সবচেয়ে সহজ উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছিল। জবাবদিহির দায় ছিল না। পালের গোদা শার্দূলবেশী মেষ জেনারেল নিয়াজি থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি হানাদারই ছিল একেকটি ধর্ষণলোলুপ নারকীয় কীট। জবাব দেওয়া দূরের কথা, তারা পরস্পরকে উৎসাহিত করেছে ওই কাজে।

যুদ্ধের দিনগুলোতে নারীরাই ছিলেন সবচেয়ে বড় ঝুঁকিতে। তাঁদের দুর্ভোগ ছিল সর্বাধিক। একে তাঁরা বাঙালি, তদুপরি নারী। পুরুষেরা অনেকে পালিয়ে যেতে পেরেছেন। প্রাণভয়ে তাঁরা নারীদের ফেলে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। যাঁরা যুদ্ধে গেছেন, তাঁদের বাড়ির নারীরা বিপদে পড়েছেন, অন্তঃসত্ত্বারা সন্তান প্রসব করেছেন বনে-জঙ্গলে। কারণ, নারীদের পক্ষে পলায়ন ছিল দুঃসাধ্য। দেহের গঠন, জামাকাপড় ও নারীত্বড়সবই ছিল তাঁদের বিপক্ষে। সর্বোপরি হানাদাররা ওত পেতে থাকত তাঁদের অপহরণের জন্য। পুরুষকে তবু কখনো ছেড়ে দিয়েছে, নারীকে ছাড় দিয়েছে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। নারীরা কেউ কেউ ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা, সে অবস্থাতেই তাঁরা ধর্ষিত হয়েছেন। ধর্ষণের পরে তাঁদের অনেককে হত্যা করা হয়েছে, অনেকে আত্মহত্যা করেছেন, কেউ কেউ কোথায় হারিয়ে গেছেন, কেউ জানে না। লজ্জায় অনেকে স্বীকার করেননি যে তাঁদের সম্ভ্রমহানি ঘটেছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নারীদের এই যন্ত্রণার কথা আসবেই। এসেছেও। সর্বাধিক মর্মন্তুদ কাহিনি পাওয়া যায় বীরাঙ্গনা মমতাজ বেগমের জবানিতে। তাঁর ওপর যে নির্যাতন ঘটেছে, সেটা আমাদের সবার জন্য লজ্জা। অচেতন অবস্থায় তাঁকে আখখেত থেকে উদ্ধার করে আনা হয়। তাঁর স্বামী জমিজিরাত বিক্রি করে তাঁর চিকিৎসা করান। মমতাজ বেগমকে বীরাঙ্গনা উপাধি দেওয়া হয়েছিল। নির্যাতিত নারীদের ওই উপাধি যাঁরা দিয়েছিলেন, তাঁরা জানতেন না যে মুক্তিযুদ্ধের অর্জনগুলো মলিন হওয়ার সঙ্গে সংগতি রেখে তাঁদের ওই পুরুষমন্য সম্মান প্রদর্শন অসহায় মেয়েদের জন্য দুঃসহ বোঝায় পরিণত হবে। মমতাজ বেগম সে নিয়ে কোনো অভিযোগ করেছেন কি না জানি না। কারণ, তাঁর যন্ত্রণাগুলো ছিল অসম্মানের চেয়ে কঠিন। তাঁর দুটি মেয়ে। মেয়েদের তিনি ভালোভাবে বিয়ে দিতে পারেননি। অসত্য নয়, বীরাঙ্গনার মেয়েকে কে বিয়ে করতে চায়? তাঁর শারীরিক ক্ষত সারেনি। তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি স্বাভাবিক জীবন যাপন করা। দীর্ঘ বছর ধরে এই নির্মম কষ্ট ভোগ করেছেন এবং বীরাঙ্গনা নাম নিয়ে জীবনের শেষ দিনটির প্রহর গুনেছেন। এটাই কি প্রাপ্তি; তাঁর এবং তাঁদের মতো অসংখ্য নারী; যাঁরা তাঁদের কথা বলতে পারেননি লোকলজ্জায়।

লাঞ্ছিত নারীদের একটি ধ্বনি আছে, সেটি আর্তনাদের।

যুদ্ধের দিনগুলোতে নারীরাই ছিলেন সবচেয়ে বড় ঝুঁকিতে। তাঁদের দুর্ভোগ ছিল সর্বাধিক। ছবি: সংগৃহীত

মুক্তিযুদ্ধকে আমরা নানা বিশেষণে ভূষিত করে থাকি। বলি, এ যুদ্ধ ছিল মহান। তা ছিল বৈকি। অত্যন্ত বড় মাপের দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, সাহস ও উদ্ভাবনশক্তির প্রকাশ ঘটেছে যুদ্ধে। সেসবের পরিচয় তো রয়েছে। তবে আর্তনাদ ছিল মস্ত বড় সত্য। প্রাণভয়ে মানুষ পালিয়েছে। আত্মীয়স্বজন, আপনজন, বিষয়সম্পত্তি, সবকিছু ফেলে পালাতে বাধ্য হয়েছে। তবে আর্তনাদের পাশাপাশি নীরব একটা ধিক্কার ধ্বনিও রয়েছে। ধিক্কার শুধু পাকিস্তানিদের নয়, ধিক্কার আমাদের নিজেদেরকেও। ওরা ছিল অল্প কিছু দস্যু, লাখখানেক হবে সব মিলিয়ে, আমরা ছিলাম সাড়ে সাত কোটি। আমরা কেন এভাবে মার খেলাম ওদের হাতে? হ্যাঁ, ওদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র ছিল। কিন্তু তার সুযোগ তো আমরাই করে দিয়েছি। ওদের হাতে বোমারু বিমান পর্যন্ত ছিল, কিন্তু বিমানগুলো তো ছিল আমাদের ভূমিতে, সেগুলোকে বিকল করে দেওয়ার সুযোগ তো আমাদের ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে আক্রমণ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মরক্ষা; আমরা আক্রমণ করতে পারিনি। আমাদের দিক থেকে কোনো ধরনের প্রস্তুতি ছিল না। যোগাযোগ ছিল না পারস্পরিক। জনমত সৃষ্টি করা হয়নি আন্তর্জাতিক বিশ্বের সঙ্গে। যুদ্ধের প্রস্তুতি যুদ্ধে যাওয়ার আগে নয়, পরে নেওয়া হয়েছে। পলিটিক্যাল মোটিভেশন তৈরির দায়িত্বে ছিলেন বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন, তাঁরা ওই দায়িত্ব আগে পাননি, পেয়েছেন যখন শত্রু তাঁদের গণহত্যা শুরু করে দিয়েছে, তারপর। গণহত্যা

যে শুরু হয়েছে, সে খবরটি পর্যন্ত পাওয়া গেছে বিদেশি রেডিও থেকে এবং তার প্রকোপ টের পাওয়া গেছে হানাদাররা যখন একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে, তখন। বস্তুত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মতো প্রস্তুতিহীন, অসংগঠিত এবং রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের কাহিনি আধুনিক ইতিহাসে কমই পাওয়া যাবে।

লজ্জা আমাদেরই। কিন্তু সেই *(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)*

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

Timothy Bompart
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 25900 Greenfield Rd, Suite # 203, Oak Park, MI 48237

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় বাংলাদেশী ডাক্তার অফিস

Multi Medical Care,PC

আমাদের সেবাসমূহ

* শারীরিক চেকআপ
* ডায়বেটিস
* হাই ব্লাড প্রেশার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথ্রাইটিস
* ইকেজি
* ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি টেস্ট
* ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* Pap Smear পরীক্ষা
* WIC ফর্ম
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* ড্রাগ টেস্ট * ভ্যাক্সিন প্রদান
* হজ্ব ও ওমরাহ টিকা

ডা. ফেরদৌসী হাসান, এম. ডি.

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড

আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Ferdausi Hassan,MD

মাল্টি মেডিকেল কেয়ার, পিসি

আমরা সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি
All Insurances Accepted but call to confirm

আমরা প্লেন মেডিকেড গ্রহণ করি।

আমরা হোম কেয়ার গ্রহীতাদের সহযোগিতা করছি।

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

Jackson Heights Office
37-31 76th Street
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718 779 8963 Cell: 718 801 2704
Fax:718 779 8970
সোমবার ও বৃহস্পতিবার-সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : বিকাল ৩টা-সন্ধ্যা-৬টা

Jamaica New Office
170 56 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718 523 0023
Fax: 718 779 8970
মঙ্গলবার ও বুধবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৩টা

জ্যামাইকায় নতুন অফিস

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

মুক্তিযুদ্ধের সরল গল্পের বাইরের গল্প

যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক সমাধান এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির কথা বলেন, তখন আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠি। পাকিস্তানের জনগণ তাদের দেশের পবিত্র ভূমির প্রতিটি ইঞ্চি রক্ষা করতে সম্পূর্ণ তৈরি।

মহিউদ্দিন আহমদ

মুক্তিযুদ্ধের সরল গল্পটি হলো: একাত্তরের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয় বাঙালি নিধন। একই সময় শুরু হয় বাঙালির প্রতিরোধযুদ্ধ। সামরিক বাহিনী, আধা সামরিক বাহিনীউইপিআর এবং পুলিশের বাঙালি সদস্যরা প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তখন থেকেই পাকিস্তানি বাহিনীর পরিচিতি হয় দখলদার বাহিনী হিসেবে। পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংসতার হাত থেকে বাঁচতে প্রাণের ভয়ে মানুষ ছোটে শহর থেকে গ্রামে, সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব ভারতে গিয়ে স্বাধীন বাংলার প্রবাসী সরকার গঠন করেন। এ সরকারের নেতৃত্বে চলে মুক্তিযুদ্ধ। নভেম্বরের শেষ দিকে ভারতের সামরিক বাহিনী এই যুদ্ধে সরাসরি জড়িয়ে পড়ে। ১৬ ডিসেম্বর বিকেলে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (এখন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ কমান্ডের অধিনায়ক ভারতীয় জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে পাকিস্তানি বাহিনী নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে। বাংলাদেশ দখলদার বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত হয়। বাংলাদেশ এ দিনটি বিজয় দিবস হিসেবে উদ্যাপন করে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধযুদ্ধে সর্বস্তরের বাঙালি এককাট্টা হয়েছিল। গঠন করা হয়েছিল মুক্তিবাহিনী। নভেম্বর পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর কর্মকাণ্ড ছিল পাকিস্তানি বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত রাখা, চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে তাদের সরবরাহ লাইন বিচ্ছিন্ন করা এবং নানান তৎপরতা চালিয়ে পাকিস্তানিদের সীমাবদ্ধ কিছু জায়গায় আটকে রাখা। দেখা গেছে, তখন শহরগুলো ছিল অবরুদ্ধ, গ্রামগুলো ছিল মুক্ত। গ্রাম ছিল মুক্তিবাহিনীর অবাধ বিচরণক্ষেত্র।

শুরু থেকেই ভারত এই যুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষে ছিল। ভারতের ছিল নিজস্ব পরিকল্পনা ও রণকৌশল। পাকিস্তান সব সময় অভিযোগ করে আসছিল যে ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করে তার পূর্বাঞ্চল দখল করে নিতে চাচ্ছে। তাদের প্রধান অভিযোগ ছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে। এটা সত্য যে বাংলাদেশ সরকার এবং মুক্তিবাহিনী এপ্রিল মাস থেকেই ভারতের কাছ থেকে সব ধরনের নৈতিক, আর্থিক ও সামরিক সাহায্য পেয়ে আসছিল।

একাত্তরের ১ ডিসেম্বর নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়। এর শিরোনাম ছিল 'পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাকিস্তানি বাহিনীকে বিতাড়িত করাই ইন্দিরার লক্ষ্য'। প্রতিবেদনে বলা হয়, জেনারেলদের সমর্থনে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী সামরিকপদ্ধতিতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে তাড়াতে চান। তবে তাঁর এই কর্মপন্থা সর্বাত্মক যুদ্ধের রূপ নেবে না। এটা স্বল্পমাত্রায় থাকবে।

পত্রিকাটির নয়াদিল্লির প্রতিনিধির পাঠানো প্রতিবেদনে বলা হয়, 'ভারত সরকারিভাবে বলছে, ভারতীয় বাহিনী পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত বরাবর শুধু আত্মরক্ষামূলক কাজে নিয়োজিত। তবে পদস্থ ভারতীয় কর্মকর্তারা এ কথা অস্বীকার করেননি যে মুক্তিবাহিনীকে তৎপরতা চালানোর সুযোগ দিতেই ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নজর অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে তাদের ওপর আক্রমণাত্মক অভিযান চালিয়ে হয়রানি করছে। কয়েকটি সেক্টরে ভারতীয় বাহিনী গেরিলাদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করছে। মুক্তিবাহিনীকে আশ্রয় ও ট্রেনিং দেওয়া এবং অস্ত্র সরবরাহের মাধ্যমে ভারত পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতিতে জড়িয়ে পড়ে। গত কয়েক সপ্তাহে গেরিলাদের বেশি বেশি অস্ত্র সরবরাহ করা ছাড়াও

কামান ও মর্টারের গোলাবর্ষণের আড়ালে ভারতীয় বাহিনী তাদের বাস্তব সমর্থন দিয়েছে। তা ছাড়া স্বল্প সময়ে আঘাত হেনে তারা পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকে পড়ে। গত সপ্তাহে তারা আরও সক্রিয় হয়।'

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আন্তর্জাতিকীকরণ হয়েছে শুরু থেকেই। একদিকে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও তাদের মিত্ররা পাকিস্তানের পক্ষে থাকে। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্ররা বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল থেকে ভারতকে সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে। মুসলিম দেশগুলো ওপরে ওপরে ছিল পাকিস্তানের পক্ষে। ইসলামি ঐক্য সংস্থার কেন্দ্রীয় পরিষদ জাকার্তায় একটি বৈঠকে বসেছিল। সংস্থার নেতারা ভারত ও পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রতি সমর্থন জানিয়ে তাদের বিরোধের একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে বের করার জন্য জাতিসংঘ ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের প্রতি আহ্বান জানান।

ভারতীয় সেনারা পাকিস্তানের ভেতরে ঢুকে পড়েছেড়এ রকম একটি খবরের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামি ঐক্য সংস্থা পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যকার সম্পর্কের অবনতিতে উদ্বেগ জানায়। এক বিবৃতিতে সংস্থাটি বলে, পাকিস্তান ও ভারত সরকার পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার প্রশ্নে একটি সমাধানে পৌঁছাতে সব রকমের চেষ্টা করবে। বিবৃতিতে আশঙ্কা জানিয়ে বলা হয়, পরিস্থিতির আরও অবনতি হলে উভয় দেশের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ বেধে যেতে পারে।

মরক্কোর বাদশাহ হাসান ২৪টি মুসলিম দেশের সরকারপ্রধানের কাছে এক জরুরি বার্তায় পাকিস্তান-ভারত বিরোধ মীমাংসার ব্যাপারে নিজেদের প্রভাব খাটানোর আবেদন জানান। এদিকে মরক্কোর বিরোধীদলীয় ফ্রন্ট এক বিবৃতিতে ভারত সরকারের নীতি এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের নিন্দা জানায় এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানায়। বিবৃতিতে বলা হয়, কোনো ন্যায়সংগত কারণ ছাড়াই পাকিস্তান ভারতের শিকারে পরিণত হয়েছে।

একাত্তরের ১ ডিসেম্বর ইত্তেফাকএ পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমির অধ্যাপক গোলাম আযমের একটি সাক্ষাৎকার ছাপা হয়। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'অবস্থা দেখে মনে হয়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী বেআইনি ঘোষিত আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের আইনজীবী হিসেবে কাজ করছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে গ্রাস করতে চাচ্ছেন। পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে মিসেস গান্ধীর কী করণীয় থাকতে পারে? পূর্ব পাকিস্তান কি ভারতের অংশ? পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ইন্দিরা গান্ধীকে কখনো তাদের বিষয়ে ওকালতি করতে বলেনি। তিনি কেন শেখ মুজিবের পক্ষে কথা বলছেন? যদি কিছুসংখ্যক *(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)*

ডিসেম্বর যে অঙ্গীকারের কথা মনে করিয়ে দেয়

সালাহ্উদ্দিন নাগরী

ডিসেম্বর আমাদের বিজয়ের মাস, অঙ্গীকার ও শপথ গ্রহণের মাস। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা, ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, দীর্ঘদিনের লালিত মূল্যবোধ, সব ধর্মমতের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন এবং সমতাভিত্তিক ও শোষণমুক্ত জাতি গঠনই হলো আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয় দিবসের দীক্ষা। কিন্তু স্বাধীনতার ওই বার্তাগুলোর প্রতি কি আমরা স্থির থাকতে পেরেছি? আমাদের শ্রদ্ধা, অঙ্গীকার অটুট রাখতে পেরেছি? আমরা ২১ ফেব্রুয়ারি, ২৬ মার্চ ও ১৬ ডিসেম্বরের মতো রাষ্ট্রীয় দিনগুলোতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও অঙ্গীকারের ঘোষণা দিয়ে থাকি। কিন্তু ওই দিবসগুলো উদযাপন করে রাতে ঘুমিয়ে সকালেই দেশপ্রেম, স্বাধীনতা ও দেশের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার থেকে আমরা দূরে সরে যেতে থাকি।

আমরা ধরেই নিই, দেশের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা, অঙ্গীকার ও দেশপ্রেম প্রকাশ করার জন্য শুধু ওই কয়টি দিনই নির্ধারিত আছে। ওই দিবসগুলো পালন করলেই হয়তো ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতাযুদ্ধ ও দেশের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা সম্পন্ন হয়ে গেল, বছরের বাকি দিনগুলোতে দেশপ্রেম প্রকাশের কোনো সুযোগ নেই, দরকারও নেই। অথচ বিষয়টি এমন হওয়া উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে সারা বছর একজন নাগরিক যেন দেশপ্রেমের মন্ত্রে অবিচল থেকে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যে সদাতৎপর থাকতে পারে, অন্যায় ও অবিচার না করতে পারে, নিজের প্রতি এবং মা-মাটি, মানুষের প্রতি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে, ওই নির্দিষ্ট দিনগুলো তার প্রশিক্ষণ দেয়, শক্তি ও অনুপ্রেরণা জোগায়।

আমরা অনেকেই জানি না, বুঝি না, কীভাবে সারা বছর ধরে দেশপ্রেমের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকব। কীভাবে একে ধারণ করব। কীভাবে প্রতিদিন এর প্রকাশ ঘটাব। কীভাবে এ অঙ্গীকার ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সমাজ ও বৃহত্তর পরিবেশে জারি রাখব। দেশপ্রেমের প্রকাশ শুধু কয়েকটি দিনের মধ্যে বৃত্তাবদ্ধ করে রাখলে চলবে না। *(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)*

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পিছনে
RiteCare Medical Office P.C.
Mohd Hossain, MD (Imran)
ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified Attending Physician LIJMC (Long Island Jewish Medical Center)
Mohd Mozibur Rahman, MD
ইন্টারনাল মেডিসিন ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ Board Certified
• যাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স নাই তাদেরকে বিনামূল্যে ফ্লু ভেকসিন দেয়া হয়
• হজ্ব ভেকসিন দেওয়া হয়
Tahera Aktar
Certified Practitioner
Deepa Shrestha, NP
Certified Nurse Practitioner
We are Open 6 Days a week
Mon : 9 AM to 5 PM, Tue: 9 AM to 5 PM, Wed : 9 AM to 7 PM
Thursday: 9 AM to 5 PM, Fri: 9 AM to 7 PM, Sat: 9 AM to 6 PM
TELEMEDICINE available for all patients
Tel: 347-390-0612
Fax : 718-480-6652
E-mail: drhossain2014@gmail.com, Web : ritecaremedicalofficepc.com
Hillside Office
85-38 168th Pl, Jamaica, NY 11432
Jamaica Office
176-02 Jamaica Ave. Jamaica, NY 11432
Hollis Office
196-22 Hillside Ave., Hollis, NY 11423

বিমানবন্দরবিহীন এই পাঁচ দেশে কীভাবে যাবেন

বাংলাদেশ ডেস্ক : আমরা অন্য দেশে যেতে হলে কী চিন্তা করি? প্লেনে যেতে হবে। কিন্তু যেসব দেশে বিমানবন্দরই নেই, সেখানে কীভাবে যাব? ভাবছেন, এমনটা আবার হয় নাকি! হয়। বিশ্বের এমন পাঁচটি দেশ আছে, যেখানে আসলে নিজেদের কোনো বিমানবন্দরই নেই। তাহলে সেসব দেশে পর্যটকেরা কীভাবে যান? যেতে চাইলে একটু বেশি পরিকল্পনা, কখনো মনোরম সড়কপথ, কখনো নৌযাত্রা, আবার কখনো দুর্গম পথে হাঁটার প্রয়োজনও হতে পারে। প্রশান্ত মহাসাগরের লুকানো দ্বীপ থেকে ইউরোপের নির্জন কোণ৬এসব দেশে পৌঁছানো যেমন চ্যালেঞ্জিং, তেমনই দারুণ অভিজ্ঞতার দরজা খুলে দেয়। চলুন জেনে আসি বিমানবন্দরবিহীন পাঁচটি দেশে যাওয়ার উপায়।

লিখটেনস্টাইন : মধ্য ইউরোপের ছোট দেশ লিখটেনস্টাইন। এর চতুর্দিকে স্থলসীমা। দেশটি অস্ট্রিয়া ও সুইজারল্যান্ডের মাঝখানে অবস্থিত। একটি সমৃদ্ধ সাংবিধানিক রাজতন্ত্র হিসেবে দেশটিকে রাজপুত্র শাসন করেন। উচ্চ মাথাপিছু আয়, শক্তিশালী ব্যাংকিং ব্যবস্থা, কম অপরাধ এবং শিল্পোন্নত অর্থনীতির জন্য পরিচিত। সরকারি ভাষা জার্মান, রাজধানী ভাদুজ। এর মুদ্রা সুইস ফ্রাঁ। মাত্র ৬২ বর্গমাইল (১৬০ বর্গকিলোমিটার) আয়তনের লিখটেনস্টাইন বিশ্বের ষষ্ঠ ক্ষুদ্রতম দেশ। এটি মনোরম ইউরোপীয় আল্পস পর্বতের আপার রাইন ভ্যালিতে অবস্থিত।

কীভাবে যাবেন : লিখটেনস্টাইনে কোনো বাণিজ্যিক বিমানবন্দর নেই, তবে বালজার্সে একটি হেলিপোর্ট আছে। নিকটতম বিমানবন্দরগুলোর মধ্যে আছে সুইজারল্যান্ডের সেন্ট গ্যালেন আলটেনরাইন এবং জার্মানির ফ্রিডরিখশাফেন। আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারীদের জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক জুরিখ বিমানবন্দর। সেখান থেকে ট্রেন বা বাসে বুচস বা সারগানস পৌঁছে, তারপর পোস্টাল বাস বা লোকাল ট্রেনে লিখসটেনস্টাইন যাওয়া যায়। অস্ট্রিয়া থেকেও একইভাবে ফ্লাইট ও সংক্ষিপ্ত সড়ক বা রেলপথ মিলিয়ে পৌঁছানো সম্ভব চতুর্দিকে স্থলবেষ্টিত ছোট্ট দেশটিতে।

মোনাকো : বিশ্বের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম দেশ মোনাকো, যা ফ্রেঞ্চ রিভেইরার কোলে অবস্থিত এক আভিজাত্যপূর্ণ রাজ্য। বিলাসবহুল জীবনযাপন, ক্যাসিনো এবং আইকনিক গ্রাঁ প্রির জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত এই দেশ। মোনাকো জাতিসংঘের সদস্য হলেও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য নয়; অথচ এখানে ইউরো মুদ্রা ব্যবহার করা হয়।

কীভাবে যাবেন : মোনাকোয় কোনো বাণিজ্যিক বিমানবন্দর নেই, তবে ফন্টভিয়েতে একটি হেলিপোর্ট আছে। কাছের প্রধান বিমানবন্দর ফ্রান্সের নিস কোত দা'জুর বিমানবন্দর। সেখান থেকে ট্রেন, বাস বা ফ্রেঞ্চ রিভেইরার মনোরম সড়কপথে মোনাকো পৌঁছানো যায়। বিলাসবহুল অভিজ্ঞতা চাইলে নিস থেকে হেলিকপ্টারে করেও যাওয়া যায়।

ভ্যাটিকান সিটি : পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট স্বাধীন রাষ্ট্র ভ্যাটিকান সিটি, যা ইতালির রোম শহরের ভেতরে অবস্থিত একটি নগর রাজ্য। এটি রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রশাসনিক ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্র এবং সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকা, ভাটিকান মিউজিয়াম, সিস্টাইন চ্যাপেলসহ অনেক ঐতিহাসিক স্থাপনায় সমৃদ্ধ। ১৯২৯ সালের ল্যাটারান চুক্তির মাধ্যমে আধুনিক ভ্যাটিকান সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। নিজস্ব সরকার, মুদ্রা (ইউরো), ডাক বিভাগ ও পুলিশ বাহিনী আছে দেশটির। এর জনসংখ্যার বড় অংশই ধর্মযাজক ও কর্মীদের নিয়ে গঠিত।

কীভাবে যাবেন : নিকটতম বিমানবন্দর ইতালির রোমের লেওনার্দো দা ভিঞ্চিফিউমিচিনো বিমানবন্দর। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে, ট্যাক্সিতে বা গণপরিবহনে সহজেই ভ্যাটিকান সিটিতে পৌঁছানো যায়। রোমের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান হওয়ায় এই নগর রাজ্যে যাতায়াত অত্যন্ত সহজ।

সান ম্যারিনো : চারদিকে ইতালির স্থলসীমা পরিবেষ্টিত ছোট্ট পর্বত রাষ্ট্র সান ম্যারিনো, যা বিশ্বের প্রাচীনতম প্রজাতন্ত্র। এটি ৩০১ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। রাজধানী সিটা ডি সান ম্যারিনো মধ্যযুগীয় সৌন্দর্য অনবদ্য। পর্যটন এ দেশের প্রধান আয়ের উৎস। পাশাপাশি সিরামিক, টেক্সটাইল, ওয়াইনসহ বিভিন্ন শিল্প আছে।

কীভাবে যাবেন : সান ম্যারিনোতে কোনো বাণিজ্যিক বিমানবন্দর নেই, তবে বোরগো মাজিওরে একটি হেলিপোর্ট এবং টোরাচ্চিয়ায় একটি ছোট ঘাসের রানওয়ে আছে। নিকটতম প্রধান বিমানবন্দর হলো রিমিনির ফেদেরিকো ফেলিনি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং বোলোনিয়া গুইলেমো মারকোনি বিমানবন্দর। সেখান থেকে গাড়ি, বাস বা বিভিন্ন গণপরিবহনের মাধ্যমে সান ম্যারিনোতে পৌঁছানো যায়।

অ্যান্ডোরা : স্পেন ও ফ্রান্সের মাঝখানে পিরিনিজ পর্বতমালায় অবস্থিত ছোট্ট রাজ্য অ্যান্ডোরা। মনোরম পাহাড়, বিশ্বমানের স্কি রিসোর্ট এবং ডিউটি-ফ্রি কেনাকাটার জন্য বিখ্যাত। রাজধানী অ্যান্ডোরা লা ভেলা ইউরোপের সর্বোচ্চ উচ্চতার রাজধানী শহর। সরকারি ভাষা কাতালান এবং অর্থনীতি মূলত পর্যটন ও ব্যাংকিং খাতনির্ভর।

কীভাবে যাবেন : অ্যান্ডোরায় কোনো বিমানবন্দর বা রেলসেবা নেই, তাই পুরোপুরি সড়কপথেই যাতায়াত করতে হয়। স্পেন থেকে নিকটতম বিমানবন্দর হলো আন্দোরা'লা সেউ দ'উর্জেল (১২ কিলোমিটার দূরে), ইয়েইদা'আলগুয়ের এবং জিরোনা'কস্টা ব্রাভা বিমানবন্দর। ফ্রান্স থেকে কারকাসন ও পেরপিগনান-রিভেসালতেস বিমানবন্দর সবচেয়ে কাছে। এসব বিমানবন্দর থেকে বাস, ট্যাক্সি বা গাড়ি ভাড়া করে সহজেই অ্যান্ডোরায় পৌঁছানো যায়। সূত্র : আউটলুক ট্রাভেলার

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL
ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obstetrics & Gynecology) Board Certified
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital
Dr. Maria Chattha, MD. FACOG.
Board Certified Obstetrics & Gynecology
Board Certified Obesity Medicine.
New Office
87-44 168th Place (1St Fl.), Jamica, NY 11432
91-12, 175th St,. Suite-1B, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশী ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
নতুন লোকেশনে
মেডিকেল অফিস
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica, NY 11432
Fax : 718-297-3232
PHONE
৭১৮-২৯৭-৩২২০
৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220
718-297-3226
ডাঃ নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert
সময়ঃ সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার
ডাঃ মোঃ ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়ঃ মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা; শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা
ডা: আহমেদ কে আসলাম এম. ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)
ডা: মোহাম্মদ ইসলাম এম. ডি
স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ (Neurologist)
আমাদের সেবা সমূহ:
WE OFFER QUALITY HEALTH CARE
• শারীরিক চেক আপ
• টি. এল. সি টেস্ট
• ডায়াবেটিস
• উচ্চ রক্তচাপ
• হাই কোলেস্টরল
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications.
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
All kinds of medical managenents.
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সব ধরণের শারীরিক চেক আপ, রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেষ্ট, যক্ষা টেষ্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সব ধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

ইকতেদার আহমেদ

নতুন ভোটারদের প্রভাব

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ করে যে ভোটার তালিকা প্রস্তুত হয় তা স্থানীয় সরকার নির্বাচনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রতিটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার বিধান রয়েছে। এ লক্ষ্যে একটি তারিখ নির্ধারিত করে বলে দেয়া হয় ওই তারিখে নির্ধারিত বয়সসীমা অনুযায়ী যারা যোগ্যতা অর্জন করবেন তারা ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির অধিকারপ্রাপ্ত হবেন। ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার বিষয়ে যে আইনটি বিদ্যমান তা হলো- ইলেকট্রোরাল রোলস অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২। অধ্যাদেশটির ধারা ৭, ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশবিষয়ক। ধারা ৭-এ বলা হয়েছে- একটি নির্বাচনী এলাকার নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা (রেজিস্ট্রেশন অফিসার) নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধান, পরিচালনা ও নির্দেশনা অনুযায়ী উক্ত নির্বাচনী এলাকার জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত বয়সসীমা অনুযায়ী যারা যোগ্যতা অর্জন করবে তাদের নাম সংবলিত একটি খসড়া ভোটার তালিকা প্রস্তুত করবেন যাতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে- ক. তিনি বাংলাদেশের নাগরিক খ. তার বয়স ১৮ বছরের কম না হয় গ. কোনো যোগ্য আদালত কর্তৃক তার সম্পর্কে অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষণা বহাল না থাকে এবং ঘ. তিনি ওই নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী। খসড়া ভোটার তালিকা প্রস্তুতের পর বিভিন্ন দাবি ও আপত্তি নিষ্পত্তির পর নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত করবেন এবং তা উক্ত নির্বাচনী এলাকার চূড়ান্ত ভোটার তালিকারূপে গণ্য হবে।

ভোটার তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা বিষয়ে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২২ এ বলা হয়েছে- প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার ভিত্তিতে সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। একজন ব্যক্তি সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোনো নির্বাচনী এলাকায় ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার অধিকারী হবেন যদি- ক. তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন খ. তার বয়স ১৮ বছরের কম না হয় গ. কোনো যোগ্য আদালত কর্তৃক তার সম্পর্কে অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষণা বহাল না থাকে ঘ. তিনি ওই নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ওই নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বিবেচিত হন এবং ঙ. তিনি ১৯৭২ সালের যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোনো অপরাধে দণ্ডিত না হয়ে থাকেন।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ৩১ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত যাদের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হয়েছে তাদের সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা হালনাগাদ করেছে। হালনাগাদ করা ভোটার তালিকায় ভোটার সংখ্যা ১২ কোটি ৭৬ লাখ ৮৫ হাজার ১৮৩ জন। যাদের মধ্যে নতুন ভোটার সংখ্যা ১৮ লাখ ৩৩ হাজার ৩৫২ জন। ইতঃপূর্বে ২ মার্চ ২০২৫ যে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল তাতে ভোটার সংখ্যা ছিল ১২ কোটি ১৮ লাখ ৫০ হাজার ১৬০ জন।

নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার দায়িত্ব ইসির ওপর ন্যস্ত। সরকারের পক্ষ থেকে যদিও বলা হয়েছে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, তবে নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ ঘোষণা নির্বাচন কমিশনের এখতিয়ার। ইসি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার সময় পূর্ণাঙ্গ তফসিল প্রকাশ করে থাকে।

বাংলাদেশে ২০০৮ সালে যে নবম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হলেও তাতে ভোট প্রদানের হার অন্যান্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। এরপর ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত দশম, একাদশ ও দ্বাদশ এ তিনটি নির্বাচনের কোনোটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ছিল না। দশম সংসদ নির্বাচনটি দেশের তৎকালীন প্রধান বিরোধী দল বিএনপির বর্জনের মধ্য দিয়ে একতরফাভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

একাদশ সংসদ নির্বাচনে আনুষ্ঠানিক ভোট গ্রহণের পূর্বের রাত ব্যালট বাক্স ভর্তি করে ভোটের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয় এবং সর্বশেষ দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে পতিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঠিক করে দেন কারা হবেন নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ প্রার্থী। এ তিনটি নির্বাচনের কোনোটিতে ভোটার উপস্থিতি সার্বিক বিবেচনায় ১০ শতাংশ এর বেশি ছিল না।

উপরোক্ত তিনটি নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন হওয়ায় প্রধান বিরোধী দল বিএনপিসহ অন্যান্য দলের জনসমর্থন কতটুকু ছিল তা যাচাই বা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। এমনকি এ নির্বাচনগুলো প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন হওয়ায় তৎকালীন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের যারা সমর্থক তাদের অনেকে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট প্রদান করেননি। এ কারণে ভোটার উপস্থিতির নিম্ন হার পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, ক্ষমতাসীন দলীয় সরকারের অধীন অনুষ্ঠিত প্রতিটি নির্বাচনে ক্ষমতাসীনরা বিজয়ী হয়েছেন। অন্যদিকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা অন্তর্বর্তী সরকারের অধীন অনুষ্ঠিত প্রতিটি নির্বাচনে নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বে যে দল ক্ষমতাসীন ছিল; সে দল পরাভূত হয়েছে।

বাংলাদেশে দীর্ঘদিন প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে কোন্ দলের জনসমর্থন কেমন, তার প্রকৃত চিত্র আমাদের নিকট স্পষ্ট নয়। আগামী ত্রয়োদশ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ না হলে ভোটারদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হয়তো নির্বাচনী কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট হবেন না। সেই সাথে ভোট প্রদানেও আগ্রহী হবেন কি না, তা নিয়েও সন্দেহ-সংশয় রয়েছে। এমতাবস্থায়, বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপি এই তিন দল এবং এদের জোটভুক্ত দলগুলো নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবে।

এ দেশে রাষ্ট্রক্ষমতায় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি ছাড়াও জাতীয় পার্টি অধিষ্ঠিত ছিল। জাতীয় পার্টির জনসমর্থনে ব্যাপক হ্রাস ঘটায় আগামী ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে দলটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যদি সুযোগ পায়, তা হলেও আশানুরূপ ফল করতে যে পারবে না; এটি প্রায় নিশ্চিত। দশম সংসদ নির্বাচনটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হলে তাতে বিএনপি যে জয়লাভ করে সরকার গঠন করত এমনই ধারণা পাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে একাদশ বা দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের ফল কি হতো তা অনুধাবন করা দুষ্কর।

২০১৪ সালে পরবর্তী যারা নবীন ভোটার তাদের কেউ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেননি। ফলে পুঞ্জীভূতভাবে ২০১৪ পরবর্তী অনুষ্ঠিত তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটারদের একটি বড় অংশ ভোট প্রদানকার্যক্রম হতে বিরত থাকেন। কিন্তু বর্তমানের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। আগেকার পুঞ্জীভূত ভোটারসহ বর্তমানের নবীন ভোটাররা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, তারা কখন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে নিজেদের পছন্দের দল বা প্রার্থীকে নির্বাচনে বিজয়ী করে সরকার পরিচালনায় সহযোগিতা করবেন।

সম্প্রতি চারটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে দেখা গেছে, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রতি সহানুভূতিশীল ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির চারটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটিতে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেছে। এ বাস্তবতায় ধারণা করা যায়, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নবীন ভোটারদের একটি বড় অংশ জামায়াতে ইসলামী বা এর জোটভুক্ত দলের সমর্থনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।

বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী এরশাদ সরকারের বিদায় হলে তিন জোটের রূপরেখায় কর্মরত প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন অস্থায়ী সরকারের অধীন পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সে নির্বাচনটিতে এরশাদ অন্তরীণ থাকাবস্থায় তার দল জাতীয় পার্টি অংশগ্রহণ করে ৩৫টি আসন লাভে সমর্থ হয়। তখন এরশাদ স্বৈরাচার এ প্রশ্নে তার দলকে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে বারিত করা হয়নি।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে একটি মামলায় মৃত্যুদণ্ডের সাজা আরোপ করায় তার পক্ষে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। তার দল আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়ায় দলটি আসন্ন নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করতে পারাটাও অনিশ্চিত। জাতিসঙ্ঘসহ পশ্চিমা বিশ্বের অনেকে অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করলেও তা জোরালো নয়। আওয়ামী লীগ নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে না পারলে, আন্তর্জাতিক মহলে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য না হওয়ার মতো জোরালো প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার সুযোগ কম।

বর্তমানে নতুন ভোটারের সংখ্যা আঠারো লক্ষাধিক। তাদের একটি বড় অংশ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। এরা সবাই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এদের বাবা-মাসহ ভাই-বোন অনেকে ভোটার। এ নতুন ভোটারদের পরিবারের প্রতি প্রভাব অপরিসীম। নতুন এই ভোটাররা সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে এবং অন্যায় ও দুর্নীতির বিপক্ষে। তারা চান নির্বাচন-পরবর্তী দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হোক। সেই সাথে দেশ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাক। আর তাই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়- নতুন এই ভোটাররা আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যে দলের প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করবেন, সে দলের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠনের সম্ভাবনা প্রবল।

লেখক : সাবেক জজ, সংবিধান, রাজনীতি ও অর্থনীতি বিশ্লেষক।

রাষ্ট্র কেন সুবিধাবঞ্চিত নাগরিকদের পাশে দাঁড়াতে পারে না

রকিবুল হাসান

কড়াইলের বস্তির ঘটনাটা নতুন কিছু নয়। কিন্তু আমরা যেন প্রতিটা ট্র্যাজেডির পর একই জায়গা থেকে শুরু করি, যেন কিছুই শিখিনি। আসল সমস্যাটা হলো, কোনো ঘটনা ঘটার পর আমরা খুব কমই 'রুট কজ অ্যানালাইসিস' করি। নিজেদের কাছে প্রশ্ন করি না, কড়াইলের বস্তি তৈরি হলো কেন? মানুষ সেখানে আশ্রয় নিচ্ছে কেন? রাষ্ট্র হিসেবে আমরা কেন সুবিধাবঞ্চিতদের ন্যূনতম সাপোর্ট দিতে পারছি না? ব্যাপারটা এমন নয় যে আমাদের রিসোর্স নেই। সমস্যা হচ্ছে আমরা রাষ্ট্র চালানোর জন্য যে মানসিক পরিপক্বতা দরকার, সেই শিক্ষা এখনো ঠিকমতো শিখিনি।

ধরুন, অ্যাফোর্ডেবল হাউজিং (সাধ্যের মধ্যে আবাসন-সুবিধা)। পৃথিবীর অনেক দেশে এটা সরকারই দেয় একটা মৌলিক অধিকার হিসেবে। নিউইয়র্কের নির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানি তাঁর নির্বাচনী প্রচারণার শুরুই করেছেন এই সুবিধার বিষয়টি সামনে এনে। কিন্তু আমরা কেন সেটা পারছি না? সোশ্যাল সেফটি নেট প্রোগ্রাম বা সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলো কেন ঠিকমতো কাজ করছে না? বাজেট আছে, প্রকল্প আছে, অথচ তা যাদের কাছে পৌঁছানোর কথা বা যাদের সুবিধাভোগ করার কথা তা কেন হচ্ছে না।

কারণ খুব সহজ। আমাদের কাছে সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য একটা শক্তিশালী আইডেনটিফিকেশন সিস্টেম বা তাঁদের শনাক্ত করার সুযোগ নেই। মানুষটা কে, তার আয় কত, সে আসলে কতটা সুবিধাবঞ্চিত। এসব জানার জন্য যে ডেটা লাগে, সেটা বছরের পর বছর কেউ বানায়নি। অথচ এটা একটা প্রায়োরিটি। বর্তমান প্রযুক্তি দিয়ে এটা করা সম্ভব কম খরচে।

বাংলাদেশকে নিয়ে বহু কোম্পানি, অনেক ইউনিভার্সিটি আমাদের কাছ থেকে ডেটা নিয়ে প্রচুর কাজ করেছে, কিন্তু সেটা আমরা কখনো গ্রহণ করিনি। আমাদের দেশে অনেক ডেটা আছে, কিন্তু সেটাকে কখনো প্লটিং করে দেখিনি। গুগল যদি বিদেশি কোম্পানি হয়ে আপনার গাড়ির বাম্পার থেকে আগের গাড়ির বাম্পারের হিসাব অথবা ভূমিকম্পের হিসাব রাখতে পারে, তাহলে আমরা পারছি না কেন?

আজকে ইউটিউবে একটা ডকুমেন্টারি দেখছিলামড়ঙ্গুগল ডিপমাইন্ডের 'দ্য থিংকিং গেম'। সেখানে দেখাচ্ছে, কীভাবে পৃথিবী এখন যন্ত্রকে ব্যবহার করছে চিন্তা করার জন্য, সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য, কাজকে আরও স্মার্ট করার জন্য। আর আমরা? সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যন্ত্রকে ব্যবহার করা তো দূরের কথা, যে বেসিক সিস্টেমটা দরকার, সেটাও তৈরি করছি না যন্ত্রের সাহায্যে। ফলে মানুষ রোজকার জীবনে প্রাকৃতিক সমস্যা, দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প, আগুন, বন্যাড়এসবের সামনে বারবার হেরে যাচ্ছে।

এটা ঠিক যে মানুষের একটা ইগো আছে। সে ভাবছে, যন্ত্র আমাদের থেকে বুদ্ধিমান হতে পারে না। কিন্তু যন্ত্রকে ব্যবহার করে আমাদের বুদ্ধিমত্তাকে ১০০ গুণ বাড়িয়ে যে বড় বড় সমস্যা মানে ড্রাগ ডিসকভারির মতো কাজ করা যায়, সেটা আমরা দেখেছি কোভিডের সময়। একই কাজ হয়েছে প্রোটিন ফোল্ডিং সমাধানে। এটা চিন্তাই করা যেত না কয়েক বছর আগে। কারণ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে সহযোগী বানিয়েছে অনেক দেশ ও কোম্পানি। আমাদের বিশ্বাস করতে হবে বর্তমান প্রযুক্তিকে।

কড়াইলে আগুন লাগার পর মানুষ দৌড়াদৌড়ি করছে, বাচ্চাদের কোলে নিয়ে পানি খুঁজে আনছে, জিনিসপত্র বাঁচাচ্ছে, তারা শুধু বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে। তারা শহরে এসেছে, কারণ গ্রামে কাজ নেই। বস্তিতে এসেছে, কারণ তার সাধ্য অনুসারে শহরে থাকার মতো জায়গা নেই। তাদের দোষটা কোথায়?

আমাদের সমস্যা হলো আমরা ইভেন্ট দেখি, কিন্তু সিস্টেম দেখি না। আমরা আগুন দেখি, কিন্তু আগুন কেন বারবার লাগে, সেটা দেখি না। কড়াইলে অনেক ঘরে ইলেকট্রিক লাইন নিজেরাই টানতে হয়, ওগুলো নিরাপদ নয়। কিন্তু কেন নিরাপদ নয়? কারণ, একজন নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য সিস্টেম বানানোই হয়নি। কেউ তাদের 'ইউজার' ধরে ডিজাইনই করেনি।

একটা উদাহরণ দিই। সিঙ্গাপুরে হাউজিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বোর্ড আছে। তারা নিশ্চিত করে যে সব নাগরিকের সাশ্রয়ী মূল্যে বাসস্থান আছে। এটা কোনো দাতব্য কাজ নয়, এটা একটা পলিসি। একটা ভিশন। তারা বুঝেছে, একজন মানুষ যদি নিরাপদ ঘরে না থাকতে পারে, তাহলে সে কখনো উৎপাদনশীল নাগরিক হতে পারবে না। কিন্তু আমরা এই সহজ জিনিসটা বুঝি না। আমরা ভাবি, বস্তিবাসীরা সমস্যা। কিন্তু আসলে তারা সমস্যার শিকার।

'ডেটা-ড্রিভেন ডিসিশন মেকিং'ড়এই শব্দবন্ধ আমরা শুনি, কিন্তু কাজে লাগাই না। আমাদের হাতে অনেক ডেটা আছেড়মোবাইল ব্যাংকিং, সিডিআর থেকে শুরু করে জাতীয় পরিচয়পত্র পর্যন্ত। কিন্তু এই ডেটাগুলোকে একসঙ্গে করে, পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ করে যারা সত্যিই দরিদ্র তাদের খুঁজে বের করে সাহায্য পৌঁছানোর সিস্টেম আমাদের নেই। ফলে দেখা যায়, যারা সত্যিই সাহায্য পাওয়ার কথা, তারা বাদ পড়ে যায়। আর যারা একটু বেশি স্মার্ট, তারা সব সুবিধা নিয়ে নেয়।

প্রযুক্তি এখন এতটাই এগিয়েছে যে আমরা চাইলে প্রতিটা সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের একটা প্রোফাইল তৈরি করতে পারি। তাদের *(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)*

ট্রাম্পের ব্যবস্থা ভাঙার রাজনীতির আড়ালে কী

জেনিন আর ওয়েডেল

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে দুর্নীতি হয়তো স্বাভাবিক জীবনযাপনের অংশ। কিন্তু আরও গুরুতর সমস্যা হলো তাঁর প্রেসিডেন্সির সবচেয়ে বড় পরিচয়ই হয়ে দাঁড়িয়েছে এই দুর্নীতি। অর্থ বা সুবিধার বিনিময়ে ক্ষমা ও নীতিগত সিদ্ধান্ত দেওয়া, আবার বিদেশি সরকার ও রাষ্ট্রবহির্ভূত গোষ্ঠীগুলোকে তাঁর পরিবারের ক্রিপ্টো পণ্যে বিনিয়োগে উৎসাহ দেওয়াড় এসবের মধ্য দিয়ে ট্রাম্পের দুর্নীতির কৌশল এমন মাত্রা ও অভিনব রূপ নিয়েছে, যা কিনা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে আগে দেখা যায়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান ও নিয়মকানুন ধ্বংসের সঙ্গে ট্রাম্পের ব্যক্তিগত স্বার্থ কীভাবে জড়িয়ে আছে তা যদি বোঝা না যায়, তাহলে ট্রাম্পের এ দুর্নীতির গুরুত্ব বোঝা যাবে না।

এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে তিনি যে পদ্ধতি ব্যবহার করছেন, তা শুধু রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের কেলেঙ্কারিপূর্ণ (ক্লেপ্টোক্রেটিক) ক্রেমলিনের মতো নয়; বরং সোভিয়েত যুগের কমিউনিস্ট ক্ষমতার কাঠামোর সঙ্গেও মিল রয়েছে। ট্রাম্প শাসন করেন খেয়ালখুশি ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক ক্ষমতা দিয়ে এবং আইনের তোয়াক্কা না করে। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে আমি লিখেছিলাম, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবসার লাভ বাড়াতে ট্রাম্প ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের কোনো সমস্যা নেই। প্রকাশ্য স্বজনপ্রীতি, ছোটখাটো দুর্নীতি আর অর্থ ও প্রভাবের বিনিময়ে সুবিধা দেওয়ার সংস্কৃতিড়সবই এখানে চলেছে।

ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রশাসন প্রথমটির তুলনায় অনেক বেশি চরম। তিনি ও তাঁর নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা সরকারকে এমনভাবে ঢেলে সাজাচ্ছেন, যাতে দুর্নীতি করা সহজ হয়, লাভজনক হয় ও শাস্তিযোগ্য না থাকে। এসবের মাধ্যমে নিরপেক্ষ ও জবাবদিহিমূলক সরকারব্যবস্থাকেই ধ্বংস করা হচ্ছে। ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি আর 'ব্যবস্থা ধ্বংসের' লক্ষ্যড় দুটোই একসঙ্গে এগোচ্ছে।

ট্রাম্পের 'মিম কয়েন' তার একটি স্পষ্ট উদাহরণ। এর মাধ্যমে বিশ্বের যে কেউ গোপনে তাঁকে অর্থ দিতে পারেন এবং বদলে ব্যক্তিগত সুবিধা পেতে পারেন। তাঁর পরিবারের ক্রিপ্টো ব্যবসা থেকে ইতিমধ্যে প্রায় এক বিলিয়ন ডলার আয় হয়েছে। এই লোভী ও লুটেরা মানসিকতা মনে করিয়ে দেয়, কীভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ার পর কিছু অলিগার্ক-দুর্নীতিবাজ রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সম্পদ দখল করে নিয়েছিলেন, যাকে বলা হয় 'গ্র্যাবিটাইজেশন' (প্রিখভাতিজাতসিয়া)। এটি কোনো দুর্ঘটনা নয়। ট্রাম্প এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন, যেখানে আগে আলাদা থাকা দুটি জগৎ (পশ্চিমা বিশ্ব ও সাবেক সোভিয়েত ব্লক) এখন একে অন্যের সঙ্গে মিশে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে এক হয়ে গেছে।

ট্রাম্প 'সিস্টেম ভাঙার' অংশ হিসেবে যে 'ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট এফিশিয়েন্সি' (ডিওজিই) গঠন করেছেন, সেটি কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থারই একধরনের অনুকরণ। সোভিয়েত ব্যবস্থায় প্রায়ই দেখা যেত, ক্ষমতাসীন দলের অনানুষ্ঠানিক সংগঠনগুলো সরকারি দপ্তর ও আইনি কাঠামোর ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব চাপিয়ে দিত। *(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)*

নতুন ডিজিটাল ঠান্ডা যুদ্ধ

এম এ হোসাইন

বিশ্ব প্রযুক্তির পরিবর্তনশীল দাবার ছকে চীন এমন এক চাল দিয়েছে, যা শক্তির ভারসাম্য নতুন করে নির্ধারণ করতে পারে। বেইজিং তার রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে পরিচালিত সকল ডেটা সেন্টার গুলোকে বিদেশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চিপ ব্যবহার ও ক্রয় বন্ধের যে নির্দেশ দিয়েছে। এটি শুধু কেবল বাণিজ্যিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং প্রযুক্তিতে এক ধরনের স্বাধীনতার ঘোষণা। বহুদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক চিপের সরবরাহকে কূটনৈতিক প্রভাবের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আসছিল; এবার সেই প্রভাবের ভিতটাই নড়ে গেছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় শি জিনপিং ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের বৈঠকের পরপরই নেওয়া এই পদক্ষেপ হঠাৎ নয়, বরং দীর্ঘ পরিকল্পনার ফল। এখন থেকে চীনের সব নতুন রাষ্ট্রীয় ডেটা সেন্টারে ব্যবহার হবে হুয়াওয়ে বা আলিবাবার মতো স্থানীয় প্রসেসর। যে কেন্দ্রগুলোতে এখনও মার্কিন চিপ চালু আছে, সেগুলোর অডিট ও ধাপে ধাপে বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে। বার্তাটি স্পষ্ট, চীনের ভবিষ্যৎ এআই অবকাঠামো গড়ে উঠবে চীনা প্রযুক্তিকেই কেন্দ্র করে।

দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের নিয়ন্ত্রক অবস্থান ধরে রেখেছিল। তাইওয়ান থেকে সিলিকন ভ্যালি, সবখানেই আমেরিকান প্রযুক্তির ছাপ ছিল। উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেসর, বিশেষ করে প্রতিরক্ষা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় ব্যবহৃত চিপ সরবরাহ সীমিত করে চীনের উত্থান আটকে রাখার আশা করেছিল ওয়াশিংটন। কিন্তু এই পদক্ষেপের কারনে পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি এবার নিজস্ব সুবিধার্থে আমদানি নির্ভরশীলতা থেকে বেড়িয়ে আসার স্বীদ্ধান্ত নিয়েছে। বেইজিং এর এই নির্দেশ কেবল আমলাতান্ত্রিক কোন পদক্ষেপ নয়, এটি কৌশলগত উত্তরণের আকাঙ্খাও বটে। এর ফলে, এক সময় চীনা বাজারের প্রধান খেলোয়াড় এনভিডিয়া ও এএমডির মতো কোম্পানিগুলো হঠাৎ করেই বৃহত্তম প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রটি হারাতে বসেছে। এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহী খোলাখুলি বলেছেন, "আমেরিকার বাজার দখল '৯৫ শতাংশ থেকে প্রায় শূন্যে নেমে এসেছে"। যুক্তরাষ্ট্র শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতিই নয়, বিশ্বব্যাপী প্রভাবের অবস্থানও হারাচ্ছে। ওয়াশিংটনের বহু নীতিনির্ধারক বিশ্বাস করতেন, চিপ রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ মানে বেইজিংয়ের প্রযুক্তিগত সীমা নির্ধারণ। এখন দেখা যাচ্ছে, সেই সীমাই কার্যত অদৃশ্য হয়ে গেছে। চীনের এই অগ্রযাত্রা হঠাৎ নয়। স্থানীয় সেমিকন্ডাক্টর শিল্প গড়ে তুলতে বেইজিং বহু বছর ধরে বিপুল বিনিয়োগ করে আসছে। দৈনন্দিন ইলেকট্রনিকসের জন্য ব্যবহৃত চিপ থেকে শুরু করে সামরিক প্রযুক্তির উন্নত প্রসেসরড়সব ক্ষেত্রেই নিজস্ব সক্ষমতা তৈরির চেষ্টা করেছে তারা। যা কখনো ওয়াশিংটনের চোখে 'অকার্যকর রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ' বলে মনে হলেও এখন বাস্তবে ফল দিচ্ছে। ফলাফল *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine

Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com

718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট

Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Monday	: 2-7 PM
Tuesday	: 2-7 PM
Wedbesday	: 12-5 PM
Thursday	: 2-7 PM
Friday	: 2-7 PM
Saturday	: 11-5PM

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

কথা বলার ধরণ আল্লাহ শিখালেন

জাফর আহমাদ

মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করে তাকে কথা বলতে হবে তা শিখিয়েছেন। মানুষ সামাজিক জীব হিসাবে তার পুরো জীবন যোগাযোগ নির্ভর। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠার পর আবার ঘুম যাওয়ার আগ পর্যন্ত তাকে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করতে হয়। নিজের প্রয়োজনে বা সমাজের প্রয়োজনে তাকে যোগাযোগ করেতেই হয়। যোগাযোগ ছাড়া কোন মানুষ সমাজে টিকে থাকতে পারে না। তাই মহান আল্লাহ মানুষকে যোগাযোগের ধরণ, কিভাবে কথা বলতে হবে এবং কার সাথে কি ধরনের আচরণ করতে হবে, তা তিনি আল কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে শিখিয়েছেন।
প্রথমত: যোগাযোগের সময় কথা বলার আগে সালাম দিতে হবে। সালাম সামাজিক যোগাযোগের একটি গুরুত্বপুর্ণ আচরণ। এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এ জানান দেয়া হয় যে, আমি তোমার একজন প্রকৃত কল্যাণকামী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তবে গৃহে প্রবেশ করার সময় তোমরা লোকদের সালাম করো, আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়েছে কল্যাণের দোয়া, বড়ই বরকতপূর্ণ ও পবিত্র। এভাবে আল্লাহ তোমাদের সামনে আয়াত বর্ণনা করেন আশা করা যায় তোমরা বুঝে শুনে কাজ করবে।"(সুরা নুর:৬১)
২.দ্বিতীয়ত: কথা বলার সময় সতর্ক থাকতে হবে। কারণ প্রতিটি কথাই রেকর্ড হচ্ছে। মুখ থেকে যেন এমন কথা যেন বেরিয়ে না আসে পরিণাম যার ভয়াবহ হতে পারে। বিশেষত: মিথ্যা ও অন্যায় কথা যেন বের না হয়। যার সাথে কথা বলা হচ্ছে সে হয়তো জানে না এবং আপনার বাক পটুতা বা মিথ্যা তথ্যের উপর ভিত্তি করে কাজটি করে দিচ্ছেন কিন্তু আল্লাহ নিজে সরাসরি মানুষের প্রতিটি গতিবিধি এবং চিন্তা ও কল্পনা সম্পর্কে অবহিত তদুপুরি তিনি প্রত্যেক মানুষের জন্য দু'জন সম্মানিত ফেরেশেতা নিয়োজিত করেছেন। তাঁরা তাদের কথা ও কাজ রেকর্ড করে যাচ্ছেন। সুতরাং কথা বলার সময় সাবধান হোন এবং ন্যায় ও ন্যায্য কথা বলুন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"এমন কোন শব্দ মুখ থেকে বের হয় না যা সংরক্ষিত করার জন্য একজন সদা প্রস্তুত রক্ষক উপস্থিত থাকে না।"(সুরা ক্বাফ:১৮)
৩.তৃতীয়ত: সুন্দর ও উত্তমভাবে কথা বলতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"লোকদেরকে ভালো কথা বলবে।"(সুরা বাকারা:৮৩) একজন মুমিন এমন কথা বলা উচিত নয়, যা একটি মারাত্মক বোমার চেয়েও ক্ষতিকর। একটি বোমা নির্দিষ্ট কিছু লোকের জান-মালের ক্ষতি করে থাকে। কিন্তু একটি খারাপ কথা সমাজ ভাঙ্গনের কার্যকরী হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে থাকে। সমাজকে বিভিষিকাময় পরিস্থিতির মুখোমুখী করে। সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধের স্থান দখল করে নেয় হিংসা-হানাহানি, বিদ্বেষ আর অহংবোধ। আর এর ফলে মানুষ চরম দুঃখ-দূর্দশার সম্মুখীন হয়। অথচ একজন মুমিন কখনো অন্য একজন মু'মিনকে কষ্ট দিতে পারে না। সে কথাটি যদি আবার সঠিক না হয়, কিংবা সেটি লক্ষ লক্ষ মানুষের মনোকষ্টের কারণ হয়, তাহলে ব্যাপারটি আরো মারাত্মক। কারন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ "মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব

তোমাদের ভাইদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক করে দাও। আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমাদের প্রতি মেহেরবাণী করা হবে।"(সুরা হুজরাত ঃ ১০) " মানুষ খারাপ কথা বলে বেড়াক, তা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না। তবে কারো জুলুম করা হলে তার কথা স্বতন্ত্র। আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।"(সুরা নিসা ঃ ১৪৮)
৪. চতুর্থত: বাজে ও অর্থহীন কথা থেকে বিরত থাকতে হবে। সফলকাম মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,"যারা বাজে কাজ থেকে দূরে থাকে।"(সুরা মু'মিনুন:৩) কুরআনের বহু আয়াত ও হাদীসে মন্দ কথা উচ্চারণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে যারা আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ঈমান রাখেন, মন্দ কথা থেকে বিরত থাকা তাদের ঈমানী দায়িত্ব। কারণ কালিমা তাইয়েরা পৃথিবীর সর্বোত্তম কথা। এ কালিমাটি যিনি মনে প্রানে বিশ্বাস করেন, তার চরিত্রে একদিকে ভালো কথা, ভালো চিন্তা ও আচরণ, অন্য দিকে মন্দ কথা, মন্দ চিন্তা বা আচরণ একই সাথে সমান্তরাল বিরাজ করতে পারে না।
৫. কণ্ঠ স্বর নিচু রাখতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন," এবং নিজের আওয়াজ নীচু রাখো।"(সুরা লোকমান:১৯) আওয়াজ নীচু রাখা এবং গাধার আওয়াজে কথা না বলা স্থান-কালের সাথে সম্পর্কিত। গাধার আওয়াজ বলতে কর্কশ ভাষা বুঝায়। এর দ্বারা অহংকার প্রকাশ, ভীতি প্রদর্শন এবং অন্যকে অপমানিত ও সন্ত্রস্ত করার জন্য গলা ফাটিয়ে গাধার মতো বিকট স্বরে কথা বলা বুঝায়। আর এটিকেই এখানে মূলত: নিষেধ করা হয়েছে।
৬.. গাধার মতো কর্কশ স্বরে কথা বলবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"সব আওয়াজের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে গাঁধার আওয়াজ।" (সুরা লোকমান:১৯) এর মানে এ নয় যে মানুষ সবসময় আস্তে নীচু স্বরে কথা বলবে এবং কখনো জোরে কথা বলবে না। বরং গাধার আওয়াজের সাথে তুলনা করে কোন ধরনের ভাব-ভঙ্গিমা ও কোন ধরনের আওয়াজে কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে তা পরিস্কার করে বলে দেয়া হয়েছে। ভঙ্গী ও আওয়াজের এক ধরনের নিম্নগামিতা ও উচ্চগামিতা এবং কঠোরতা ও কোমলতা হয়ে থাকে স্বাভাবিক ও প্রকৃত প্রয়োজনের খাতিরে। যেমন কাছের বা কম সংখ্যক লোকের সাথে কথা বললে আস্তে ও নীচু স্বরে বলবেন। দুরের অথবা অনেক লোকের সাথে কথা বলতে হলে অবশ্যই জোরে বলতে হবে। উচ্চারণভঙ্গীর ফারাকের ব্যাপারটিও এমনি স্থান-কালের সাথে জড়িত। প্রশংসা বাক্যের উচ্চারণভঙ্গী নিন্দা বাক্যের উচ্চারণভঙ্গী থেকে এবং সন্তোষ প্রকাশের কথার ঢং এবং অসন্তোষ প্রকাশের কথার ঢং বিভিন্ন হওয়াই উচিত। অনেক লোকের ভীড়ে তৃতীয় কোন ব্যক্তির সাথে মোবাইলে উচ্চ স্বরে কথা বলা এ পর্যায়ের বিবেচনাহীনতার বহি:প্রকাশ। প্রকৃত আপত্তিকর বিষয়টি হচ্ছে অহংকার প্রকাশ, ভীতি প্রদর্শন এবং অন্যকে অপমানিত ও সন্ত্রস্ত করার জন্য গলা ফাটিয়ে গাধার মতা বিকট স্বরে কথা বলা।
৭. মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আর মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলো না।" (সুরা লোকমান:১৮) মানুষ দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলা আত্মম্ভরী ও অহ-ংকারীর লক্ষণ। আরবী ভাষায় 'সা'আর' একটি রোগকে বলা হয়। এ রোগটি হয় উটের ঘাড়ে। এ রোগের কারণে উট তার ঘাড় সবসময় একদিকে ফিরিয়ে রাখে। এ থেকেই ড়-"অমুক ব্যক্তি উটের মতো তার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।" অর্থাৎ অহংকারপূর্ণ ব্যবহার করলো এবং মুখ ফিরিয়ে কথা বললো। তাছাড়া যার সাথে কথা সে ব্যক্তি নিজেকে অপমান বোধ মনে করেন। তাই মানুষের দিক থেকে ফিরিয়ে কথা বলা যাবে না।
৮. বুদ্ধি ও চিন্তা ব্যবহার করে কথা বলতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"হে নবী! প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং সদুপদেশ সহকারে তোমার রবের পথের দিকে দাওয়াত দাও।"(সুরা নাহল:১২৫) জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার মানে হচ্ছে, নির্বোধদের মত চোখ বন্ধ করে দাওয়াত প্রচার করবে না। বরং বুদ্ধি খাটিয়ে যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তার মন-মানস, যোগ্যতা ও অবস্থার প্রতি নজর রেখে এবং এ সংগে পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে কথা বলতে হবে। একই লাঠি দিয়ে সবাইকে তাড়িয়ে নেয়া যাবে না। যে কোন ব্যক্তি বা দলের মুখোমুখি হলে প্রথমে তার রোগ নির্ণয় করতে হবে তারপর এমন যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে তার রোগ নিরসনের চেষ্টা করতে হবে যা তার মন মস্তিস্কের গভীরে প্রবেশ করে তার রোগের শিকড় উপড়ে ফেলতে হবে। সুদপদেশ মানে শুধু যুক্তি প্রমাণ নয় বরং তার আবেগ-অনুভূতির প্রতিও আবেদন জানাতে হবে।
৯. মুর্খ ও অজ্ঞদের সাথে ঝগড়া করা যাবে না বরং শান্তভাবে তাদেরকে এড়িয়ে যাওয়াই উত্তম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"রহমানের বান্দা তরাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং মূর্খরা তাদের সাথে কথা বলতে থাকলে বলে দেয় তোমাদের সালাম।" (সুরা ফুরকান:৬৩) মুর্খ মানে অশিক্ষিত বা লেখাপড়া না জানা লোক নয় বরং এমন লোক যারা জাহেলী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হবার উদ্যোগ নিয়েছে এবং কোন ভদ্রলোকের সাথে অশালীন ব্যবহার করতে শুরু করেছে। রহমানের বান্দাদের পদ্ধতি হচ্ছে, তারা গালির জবাবে গালি এবং দোষারোপের জবাবে দোষারোপ করে না। এভাবে প্রত্যেক বেহুদাপনার জবাবে তারাও সমানে বেহুদাপনা করে না। বরং যারাই তাদের সাথে এহেন আচরণ করে তাদের সালাম দিয়ে তারা অগ্রসর হয়ে যায়।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বিশ্বনেতাদের উত্থান, পতন ও পরিণতি

বাংলাদেশ ডেস্ক : গত বছর জুলাই অগাস্টের গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্প্রতি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে তারই তৈরি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। তবে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন গণঅভ্যুত্থানের মুখে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা। উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ, হিউম্যান রাইটস ওয়াচসহ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো। অনুপস্থিতিতে বিচার ও মৃত্যুদণ্ডের রায়ের পর শেখ হাসিনাকে এখন ভারত থেকে ফিরিয়ে এনে সাজা কার্যকর করা যাবে কি না সেই বিতর্ক চলমান। প্রশ্ন উঠছে যে এখানেই কি তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের পরিসমাপ্তি ঘটবে? তবে কেবল শেখ হাসিনার ক্ষেত্রেই নয়,যুগে যুগে এমন প্রশ্ন উঠেছে ইতিহাসের বহু নেতার বেলায়, যাদের উত্থান ছিল নাটকীয়, প্রভাব বিস্তারের সময় ছিল তুমুল আলোচিত, আর পতন ছিল আরো বেশি ঝড়ো। একন-ায়কতন্ত্র বা সামরিক রাজতন্ত্র ড় ক্ষমতা হারানোর পর বহু শাসককে তাদেরই দেশবাসীর আদালতে দাঁড়িয়ে চূড়ান্ত সাজা, অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি হতে হয়েছে। কারো সাজা ঘোষণার পর খুব দ্রুত তা কার্যকর হয়েছে, কেউ আবার মৃত্যুদণ্ড পেয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছেন বা পরে ক্ষমতায়ও ফিরেছেন। আবার এমনও উদাহরণ আছে, যেখানে মৃত্যুদণ্ড নেতার রাজনৈতিক ভাবমূর্তিকে শেষ করে দেয়নি; বরং ইতিহাসে তাদের প্রভাব আরো দীর্ঘস্থায়ী করেছে। এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হলো পৃথিবীর বিভিন্ন সময় ও ভূখণ্ডে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কয়েকজন নেতার উত্থান-পতনের ইতিহাস, এবং তাদের মৃত্যুর পর বদলে যাওয়া রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা।
ইংল্যান্ডের প্রথম চার্লস ড় রাজতন্ত্র ভাঙনের উদাহরণ : ইউরোপে প্রথমবারের মতো কোনো রাজাকে তার নিজের প্রজারাই আদালতে দাঁড় করিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়। ইংরেজ গৃহযুদ্ধের অস্থিরতায় রাজা চার্লস প্রথমের নানা সিদ্ধান্ত ড় অনুমোদন ছাড়া কর আরোপ, বিতর্কিত ধর্মীয় সংস্কার, সংসদ ভেঙে ব্যক্তিগত শাসন ড় জনগণের ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটায়। সংসদের সঙ্গে সংঘাত শেষে অলিভার ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে সংসদীয় বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে বন্দী হন চার্লস। রাষ্ট্রদ্রোহের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে ১৬৪৯ সালের জানুয়ারিতে লন্ডনে প্রকাশ্যে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। চার্লসের মৃত্যুর পর রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয় এবং ইংল্যান্ডে কমনওয়েলথ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও ১৬৬০ সালে চার্লস দ্বিতীয়-এর মাধ্যমে রাজতন্ত্র ফিরেছিল, প্রথম চার্লসের মৃত্যুদণ্ড ইতিহাসে এক স্থায়ী নজির হয়ে রয়ে গেছে ড় রাজাও আইনের ঊর্ধ্বে নয়।
ফ্রান্সের লুই ষোড়শ–বিপ্লব বদলে দিল রাজতন্ত্রের ইতিহাস : ১৭৭৪ সালে সিংহাসনে বসা লুই ষোড়শকে শুরুতে সৎ কিন্তু দুর্বল শাসক বলে বিবেচনা করা হতো। আর্থিক সংকট, সামাজিক বৈষম্য আর অভিজাতদের অনমনীয়তা ফরাসি রাজতন্ত্রকে দুর্বল করে। স্ত্রী মেরি অ্যান্টোইনেটের বিলাসী ভাবমূর্তি রাজার জনপ্রিয়তাকে আরো ক্ষতিগ্রস্ত করে। ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লব শুরু হলে লুই সাংবিধানিক রাজতন্ত্র মেনে নিতে বাধ্য হন। কিন্তু ১৭৯১ সালে পরিবারের সঙ্গে পালানোর চেষ্টায় ধরা পড়লে তাকে জাতির বিশ্বাসঘাতক হিসেবে দেখা শুরু হয়। ১৭৯২ সালে রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয়। রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে বিচারের পর ১৭৯৩ সালের জানুয়ারিতে গিলোটিনে লুই ষোড়শের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়। ফ্রান্স প্রবেশ করে 'রেইন অব টেরর'-এর (সন্ত্রাসের রাজত্ব) অস্থির সময়ে, যেটি মূলত ফরাসি বিপ্লবের সময় (১৭৯৩-১৭৯৪) জ্যাকবিনদের অধীনে থাকা সময়কাল, যখন প্রতিবিপ্লবী সন্দেহে বহু মানুষকে গ্রেপ্তার ও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। প্রতিবিপ্লব দমনে হাজার হাজার মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। বিপ্লবের এই অশান্ত পরিবেশ থেকেই পরবর্তী সময়ে উঠে আসেন নেপোলিয়ন বোন-াপার্ট।
মেরি অ্যান্টোইনেট– রাজকীয় আধিপত্য আর অপচয়ের প্রতীক : অস্ট্রিয়ান রাজবংশে জন্ম নেওয়া মেরি অ্যান্টোইনেট ফ্রান্সে একসময় প্রভাবশালী রানী হলেও জনগণ তাকে রাজকীয় অপচয়ের প্রতীক হিসেবে দেখত। বিপ্লবের সময় পালানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টা এবং বিদেশী শক্তি ড় বিশেষ করে অস্ট্রিয়ার সাথে যোগাযোগের অভিযোগ তার ভাবমূর্তি আরও ক্ষুণ্ণ করে। ১৭৯২ সালে তাকে সন্তানদের থেকে আলাদা করে কারাবন্দী করা হয়। বিপ্লবী ট্রাইব্যুনাল তাকে রাষ্ট্রদ্রোহ, ষড়যন্ত্রসহ নানা অভিযোগে অভিযুক্ত করে। ১৭৯৩ সালের অক্টোবরে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়। মেরি অ্যান্টোইনেটের মৃত্যু বিপ্লবীদের আরো শক্ত অবস্থানে ঠেলে দেয়। সন্ত্রাসের রাজত্ব আরো তীব্র হয় এবং ফ্রান্স দীর্ঘ সময় রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যায়।
মেক্সিকোর সম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ান ড় বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদের জয় : অস্ট্রিয়ার আর্চডিউক ম্যাক্সিমিলিয়ানকে ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন তৃতীয় মেক্সিকোর সিংহাসনে বসান। রক্ষণশীলদের সমর্থন পেলেও তার উদারনৈতিক নীতি তাদের হতাশ করে। ১৮৬৬ সালে ফরাসি সেনা প্রত্যাহারের পর ম্যাক্সিমি-লিয়ানের শাসন ভেঙে পড়ে। দেশ ছাড়তে অস্বীকৃতি জানিয়ে যুদ্ধ অব্যাহত রাখলে রিপাবলিকান বাহিনীর হাতে বন্দী হন ম্যাক্সিমিলিয়ান। তাকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে কোর্ট-মার্শাল করে ১৮৬৭ সালে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। মৃত্যুদণ্ডের পর *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

দুই পৃথিবী

কামাল কাদের

মানুষের জীবনে যদি কোন আকাঙ্খিত চাহিদা অপ্রত্যাশিত ভাবে হারিয়ে যায় তখন হৃদয়ে সে ব্যথাটা এমনভাবে আঘাত করে যা সহ্য করা অসহনীয় হয়ে পড়ে ও এমনিই এক পরিস্থিতে একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুর মাঝে অঘটন ঘটে যাওয়ার ফলে দুই বন্ধু নাসের এবং মুরাদের বন্ধুত্বের ফাটল চরম আকার ধারণ করে ও কাহিনীটির ইতিবৃত্ত খোলসা করেই বলা যাক ও বসন্তকাল, কিন্তু অসহ্য গরম আবহাওয়া বইছে ও সবারই ধারণা পৃথিবীটা বদলে গেছে, তাই তো ঋতুর এ রকম পরিবর্তন। এরই মধ্যে জানালার কাছে দুটি কাক কর্কশ স্বরে কা, কা আওয়াজ তুলে নাসেরের কান ঝালা-পালা করে তুলছে। নাসের ভাবছে কাকের এই অসহনীয় শব্দে কি জানি আগামীতে কোন বিপদ আপদের শঙ্কা আগাম দিয়ে যাচ্ছে কিনা। এই পৃথিবীতে নাসের একা, সাত পাঁচে কেউ বেঁচে নেই র তাই বন্ধু মুরাদই তার সব। আজ বিকালে নাসের তার প্রানপ্রিয় বন্ধু মুরাদকে নিয়ে পাত্রী দেখতে যাবে। এরই মধ্যে নাসেরের কয়েকটি পাত্রী দেখা হয়ে গেছে, তবে নাসেরের মনোপূতঃ হয়নি। সময় সময় সে ভাবে " দূর ছাই ! বিয়েই করবোনা " । আবার এও ভাবে যদি কখনো কোথায় ও কোনো মেয়েকে ভাল লেগে যায়, তাহলে তাকে সরাসারি বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে দিবে। মেয়ে রাজী হলে হবে না হলে না হবে, শুধু শুধু পাত্রী দেখার অজুহাতে কন্যাদায়গ্রস্ত বাবা মাকে মানসিক কষ্ট বা অপদস্ত করতে তার মন সায় দেয়না। মাঝে মাঝে সে নিজেকে অপরাধী মনে করে। এবার মনে মনে পণ করে নিল, " এবারই পাত্রী দেখা শেষ দেখা, আর কোন কিন্তু নয়।

ছোট বেলায় থেকেই নাসেরর কষ্টের জীবন। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য লেখাপড়া বেশীদুর এগুতে পারে নাই, যদিও সে ছাত্র হিসাবে ভালোই ছিল। কোনোমতে বি, এ, পাশ করে তাদেরই গ্রাম থেকে কিছু দূরে এক মফস্বল শহরে একটা হাই স্কুলে মাস্টারী করে। এদিকে প্রিয় বন্ধু মুরাদ অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। এম, এ, পাশ করে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (education cadare) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ওই একই শহরে এক সরকারী কলেজের অধ্যাপক।

লেখাপড়ায় এবং আর্থিক দিক থাকে দুই বন্ধুর মধ্যে তফাৎ থাকলেও এখন পর্যন্ত তাদের বন্ধুত্বটা অটুট রয়েছে। তাই আজও বন্ধু মুরাদকে সাথে নিয়ে তার পাত্রী দেখতে নিয়ে গেল। সময় মত পাত্রীর বাসায় পোঁছালো। পাত্রীও দেখা হল। সৌভাগ্যক্রমে এ যাত্রায় নাসেরের পাত্রী পছন্দ হয়ে গেল। নাসের পাত্রীর পক্ষের লোকদেরকে তার পছন্দের ইচ্ছা প্রকাশ করে বললো, " আমাদের পাত্রী পছন্দ হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই চূড়ান্ত প্রস্তাব নিয়ে দিন ক্ষণ ধার্য্য করে যাব " ।

পাত্রী দেখার সপ্তাখানিক পর নাসের পাত্রীদের বাসায় যেয়ে পাত্রীর বাবা মাকে সুখবর দিয়ে বিয়ের সমস্ত আয়োজন করার জন্য অনুরোধ জানাল। নাসেরকে হতবাক করে পাত্রীর বাবা যা বললেন তা শুনে নাসির মানসিক ভাবে এমন হোঁচট খেল যা কল্পনাতীত। পাত্রীর বাবা জানালেন, " আমাদের মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে এবং পাত্র আপনারই বন্ধু মুরাদের সঙ্গে। আপনার প্রস্তাব দেয়ার আগেই মুরাদ আমাদের বাসায় এসে আমাদের মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে গেছে। আমরাও তার প্রস্তাব পূর্ণ মর্যাদার সাথে গ্রহণ করেছি। " একটু বিরতী নিয়ে বললেন, " বলুন, কোন বাবা মা চায় এমন সুযোগ্য পাত্রকে হাতছাড়া করতে? এ প্রস্তাব না গ্রহণ করলে আমাদের বোকামী ছাড়া আর কি হতো ! নিশ্চয় আমাদের অবস্থাটা বুঝতে পেরেছেন।"

পাত্রীর বাবার কাছ থেকে কথাগুলি শুনে নাসের এতটাই ক্ষুব্ধ এবং দুঃখ পেলো যে, সে সোজা মুরাদের বাসায় চলে আসলো। মুরাদ বাসাতেই ছিল। নাসের মুরাদের মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, ''এ কি শুনলাম মুরাদ, তুমি নাকি সেই পাত্রীকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে এসেছো যাকে নাকি আমি আমার বিয়ের প্রস্তাব দিতে চেয়ে ছিলাম, কথাটি যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে এ কেমন বন্ধুত্ব? তুমি তো তাহলে আমার ভরা ভাতে ছাই দিয়ে দিলে। " চতুর মুরাদ এরকম কিছু ঘটবে জেনে আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। সে ধীর মস্তিষ্কে বললো, " শান্ত হও নাসের, এ পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে তা উপর ওয়ালার ইচ্ছায় হয়ে থাকে। মানে আমি বলতে চাইছি, যে মেয়েটিকে আমরা দেখে এসেছি, সে মেয়েটির বিয়ে আমার ভাগ্যে লেখা ছিল এবং সেটাই হতে যাচ্ছে। শুধু শুধু তুমি আমার উপর রাগ করছো। কার ভাগ্যে কি লেখা থাকে আমরা সাধারণ মানুষেরা তা জানি না, বরং তুমি নিজেকে সংযত কর। " মুরাদের কথা শেষ না হতেই নাসের ঝাঁঝালো সুরে বললো, " এই মুহূর্তে তোমাকে আমার বন্ধু বলতে ঘৃণা হচ্ছে। তুমি একটা স্বার্থবাদী, লোভী,অমানুষ। তুমি আমার সাথে যে বেইমানী করলে তার জন্য আমি তোমাকে কোন অভিশাপ দেব না অথবা কারো কাছে তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ও করবোনা। শুধু তোমার কথার প্রতিধ্বনি করে এইটুকু বলতে চাই যে, এই পৃথিবীতে একজন উপরওয়ালা আছেন এবং তিনিই এর বিচার করবেন। " কতগুলি একটানে বলে নাসের গট গট করে মুরাদের বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল।

নাসেরের মনটা বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লো। সে দু চোখে যেন অন্ধকার দেখছে। বেদনার সাথে অন্ধকারের কোথায় যেন মিল আছে। সে ভেবে চলছে তার জীব-নটা কেন এমন হলো! *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

কারাগার থেকে পাঠানো চিঠি

(বুরসা কারাগার, (তুরস্ক) ১১ নভেম্বর ১৯৩৩)

নাজিম হিকমত

অনুবাদ: আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

আমার এক এবং একমাত্র তুমি!
তুমি তোমার শেষ চিঠিতে লিখেছো,
'ব্যথায় আমার মাথা দপ দপ করছে,
আমার হৃদয় বিক্ষিপ্ত'।
তুমি আরও লিখেছো,
'ওরা যদি তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলায়,
আমি যদি তোমাকে হারাই,
তাহলে আমি মরে যাব'।

আমার প্রিয়তমা, তুমি বেঁচে থাকবে,
কালো ধোঁয়ার মতো বাতাসে হারিয়ে যাবে আমার স্মৃতি।
তুমি অবশ্যই বেঁচে থাকবে আমার হৃদয়ের রক্তিম চুলের নারী,
এই বিশ শতকে মানুষের শোক খুব বেশি হলে এক বছর স্থায়ী হয়।
মৃত্যু –,
একটি রশি থেকে একটি দেহের ঝুলে থাকা,
আমার হৃদয়, এমন মৃত্যু আমি মেনে নিতে পারি না।

তবুও তুমি বাজি ধরতে পারো,
যদি কোনো বেচারা জল্লাদের কালো রোমশ হাত,
আমার গলায় ফাঁসির রশি পরিয়ে দেয়,
নাজিমের নীল চোখে ভীতির চিহ্ন দেখতে ওরা ব্যর্থ হবে।
আমার জীবনের শেষ ভোরের আলো-আঁধারিতে
আমি আমার বন্ধুদের এবং তোমাকে দেখবো,
এরপর আমি আমার কবরে চলে যাব,
একটি অসমাপ্ত গান ছাড়া
আর কোনোকিছুর জন্য আমার দু:খ হবে না,
আমার সহৃদয় স্বর্ণকেশী প্রিয়তমা পত্নী।

আমার প্রিয় মৌমাছি,
মধুর চেয়েও মধুরতম তোমার মায়াবি চোখ!
ওরা আমাকে ফাঁসি দিতে চায় বলে কী আমি তোমাকে লিখছি?
বিচার তো শুরুই হয়নি
এবং ওরা চাইলেই একজন মানুষে মাথা
শালগমের মতো টেনে তুলে নিতে পারে না।

শোনো,
এসব নিয়ে তুমি ভেবো না,
তোমার কাছে যদি কোনো অর্থ থাকে,
আমার জন্য ফ্লানেলের কয়েকটি অন্তর্বাস কিনে রেখো,
আমার সায়াটিকা ব্যথা আবারও বেড়েছে,
আর একথা ভুলে যেয়ো না,
একজন বন্দীর স্ত্রীকে সবসময় ভালো চিন্তা করতে হবে।

অবাধ্য সময়

সোহেল মাহমুদ

বুকের লোহিত খুনে রোপিত সবুজ
এখন দেখি বর্ণান্ধ বলদের ঘাস
শস্যের চেতনা ওরা কামড়ে খায় রোজ
আদিম আক্রোশে ছিঁড়ে সুনীল আকাশ।
ঐতিহ্য পাহারা দেয় প্রবীণ শকুন
আর তার শাবকেরা মাংসের রক্ষক
মাটি ফুঁড়ে অঙ্কুরিত উহাদের ভ্রূণ
মানুষের রক্তে আঁকে সভ্যতার ছক।
চোখের মানচিত্রে আজো খোদিত খোয়াব
বুকের কফিনে শোয়া ঈশ্বরের লাশ
যাপিত জীবন ভরা প্রাত্যহিক পাপ
ইটের শহরে বুনি সিমেন্টের ঘাস।
অচল আয়ুর ঘড়ি, অবাধ্য সময়
আলোচ্য বিষয় শুধু, উপভোগ্য নয়।

সার্কিট হাউজের কাকেরা

দ্বীপ সরকার

সার্কিট হাউজের কাক-
তুমি যে উড়তেই পারছো না,
ঘর ছেড়ে আলোক রশ্মির দিকে আসো
এই শহরে,যেখানে অন্ধকার
করতোয়া ব্রীজের নিচে
তারও পূর্ব দিকে যত যাবে।
তোমার কেচিকাটা ঠোঁটের মাঝখানে রেখো
আমার এনেস্থিসিয়া চিবুক
তারপর কাফকা'র পোকারা যতটা জাগতে পারেনি
তারচে' ঢের বেশি আমাকে জাগাও
আমাকে উড়াও
উড়াতে থাকো
যে দিকে মন চায়।
তারপর
সার্কিট হাউজ ফাঁকা হলে,
শহরের মানুষগুলো মারা গেলে
আমাকে নগ্ন করতে পরো
ঠুকরে ঠুকরে খেতে পারো আমার খোলামেলা সত্য।
আমার গভীরে হেলে পড়েছে সন্ধা
রিরংসার কুহুকে উড়ছে কাক
ধস্তাধস্তি করছি আমি কাকের সাথে
সকল প্রশ্ন সন্ধার খাতায় জমা রেখে
আমি আমার পথের দিকে চলি।

হেমন্তের নবান্ন উৎসব

শারমিন নাহার ঝর্ণা

পাকা ধানের ঘ্রাণে ঘ্রাণে মন খুশিতে নাচে,
কিচিরমিচির পাখি ডাকে চুপটি করে গাছে।
ভোরে শিশির বিন্দু হাসে সবুজ দূর্বাঘাসে,
কুয়াশাতে সূর্য যেন মিষ্টি করে হাসে।
পাকা ধানের ফসল এলো সব কৃষকের ঘরে,
হাসি মুখে কৃষাণীরা ধানের গোলা ভরে।
পিঠাপুলির ধুম পড়ে যায় সবার ঘরে ঘরে,
মিলেমিশে সকলে খায় অনেক তৃপ্তি করে।
নতুন ধানের চাউল বেচে কৃষক আনে শাড়ি,
কৃষাণীর চোখ ঝলমল করে ভাঙে সকল আড়ি।
প্রভাতে যে টিনের চালে শিশির বিন্দু ঝরে,
হেমন্তের নবান্ন উৎসব সবার ঘরে ঘরে।

শিরোনামহীন

শাহনাজ পারভীন

সৌন্দর্য মণ্ডিত মিথ্যারও সত্য আছে
আছে অপমানজনক দুর্গতি ও লাঞ্ছনা
ক্রোধের উপর ক্রোধ আছে
যেন বা তুর পর্বত মাথার উপর।
আসুন আমরা সুন্দর করে কথা বলি
আসুন আমরা সত্যকে আলিঙ্গন করি
আসুন আমরা
মানুষের ভালোবাসা আর আস্থা অর্জন করি।
যারা অন্যের সাথে কথা বলে
তারা হয়তো মুসা (আ) এর চেয়ে উত্তম নয় এবং
যার সাথে কথা বলে সেও ফেরাউন অপেক্ষা
বেশী মন্দ ও পাপীষ্ঠ নয়।
পাথরের প্রবাহিত অদৃশ্য ঝরণা ধারার মত ভালোবাসি
নদী নালা প্রবাহিত হোক, হোক প্রজন্ম সৃষ্টির।

অসুরের বিরুদ্ধে সুরের অনিঃশেষ সংগ্রাম

শায়েখ শোয়েব

বরাক উপত্যকার উপাখ্যানে, ব্রহ্মপুত্রের স্রোতে, বিহু সংগীতের সুরে আর ঝুমুর নৃত্যের ঝংকারে
ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় বাংলা বর্ণমালা
জাতিগঙ্গার পরিযায়ী পাখির আত্মহননের দহনে মিথস্ক্রিয়া করে বাংলা-অসমীয়া
কামরূপ কামাখ্যার আখ্যান বাঙালি আসামির অলিন্দ নিলয়ের ঐক্যতান
আজ সুগন্ধি রুমাল হাতে চুপি চুপি আমাদের পেছনে দাঁড়িয়েছে ঠগ
শ্বাসরোধ করে বাংলা কবিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করতে এসেছে নৃশংস আততায়ী
শিলচর চৌচির হয় ভাষা শহীদের শোণির সতত চঞ্চল প্রলয়োল্লাসে
শচীন্দ্র, সত্যেন্দ্র, বীরেন্দ্রদের বেদনা ফিরে আসে প্রজাতন্ত্রের প্রণোদনা হয়ে
ক্ষমতার পাশা খেলায় অসুরের কূটচালে হেরে যায় সুর ও সংগীত
অসুর তুই ঘৃণিত রক্তপুঁজে গেঁথে যাওয়া বিষাক্ত মাছি
কিশোরী কমলার বুলেটবিদ্ধ বক্ষের রক্তে রচিত হবে নতুন মানবিক ম্যাগনাকার্টা
অক্ষয় অক্ষরে লেখা থাকবে, 'মোৰ বাংলা ভাষা, মই তোমাক ভাল পাওঁ'।

RED COW MILK IS BETTER

COW GUARAN

200% GUARANTEE

UNTOUCHED BY HANDS

786® حلال

START FRESH PACKED FRESH STAY FRESH

NO OTHER MILK POWDER HAS THIS GUARANTEE

RED COW MILK MADE WITH ONLY FRESH MILK not from concentrate

RED COW FRESHLY PRODUCED IN EUROPE

RED COW FRESHLY PACKED AT THE FACTORY NOT SOMEWHERE ELSE

RED COW SHIPPED FROM FACTORY DIRECTLY TO YOUR STORES SO YOU CAN BE SURE IT IS FRESH

RED COW BRAND MILK POWDER DISSOLVES BETTER THAN ANY OTHER MILK POWDER

PACKED IN HOLLAND AT FACTORY WHERE IT IS MADE SO YOU CAN BE SURE IT IS NOT CONTAMINATED

RED COW MILK IS THE BEST.

Why is RED COW milk the BEST?

1) Throughout the year, our family farms provide the same exceptional nutrition for their dairy cow: fresh grass and grains. 2) This diet helps them to be well-nourished and healthy milk producers.3) Cows are allowed to graze in green, grassy pastures- results in healthier, happier cow which produce the highest quality, hormone free milk possible.

100% PURE & NATURAL MILK

SEALED IN A CAN SO YOU CAN REST ASSURED IT IS 100% PURE

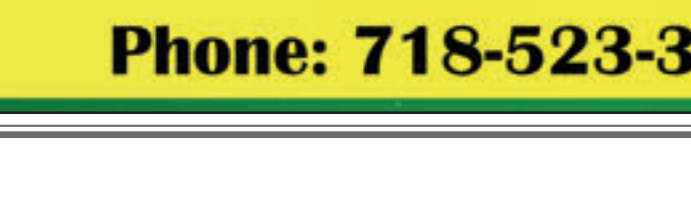

100% PURE & NATURAL COW GHEE

RED COW brand 100% PURE COW GHEE UNTOUCHED BY HANDS, PRODUCED IN UK PACKED IN CANS AND SEALED AT THE FACTORY SO YOU CAN BE SURE IT STAYS 100% PURE & UNTOUCHED BY HANDS

Wholesale supplies from:
AFN BROKER LLC 908-486-0077,
RAHMAN DISTRIBUTORS, NY
917-396-4882

PACKET BUTTER ABSORB ODOR FROM THE FRIDGE. RED COW BUTTER IN A CAN KEEPS THE FRESH, CLEAN BUTTER TASTE SO YOU CAN ENJOY FRESH TASTE OF BUTTER.

100% PURE & NATURAL BUTTER

WHY IS REAL GUYANA CANE SUGAR FAMOUS FOR MORE THAN 300 YEARS? TASTE REAL GUYANA SUGAR AND YOU WILL KNOW WHY.

ORIGINAL Real Guyana 786 REAL & NATURAL

CANE SUGAR

100% PURE & NATURAL CANE SUGAR

SYLHET MOTORS

Getting Approved is EASY

BAD CREDIT ?
NO CREDIT ?

No Problem...

একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

QUALITY PRE-OWNED VEHICLES

YOU WORK
YOU DRIVE

এই বিজ্ঞাপন সাথে নিয়ে আসলে
৬ মাসের ফ্রি মেইনটেন্যান্স

Address: 161-05 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432

Phone: 718-523-3044, www.sylhetmotors.com

ডাক্তারের কাছে যাওয়া, প্রেসক্রিপশন এবং আরও অনেক কিছুর জন্য কি আপনি বীমা পেতে পারেন?

নথিভুক্তি উন্মুক্ত আছে।
আজই নথিভুক্ত করুন
অথবা পুনর্নবীকরণ করুন।

nystateofhealth.ny.gov
কল করুন: 1-855-355-5777
(TTY: 1-800-662-1220)

sunman express
global money transfer

টাকা পাঠানো এখন আরো সহজ

DOWNLOAD
MOBILE APP

SUNMAN EXPRESS MOBILE APP

sunmanexpress.com 718-505-2224

Looking to Purchase or Refinance?
UIF can help with your Islamic financing needs.

Quick & Easy Pre-Qualification
Home, Masjid & Commercial Financing
5 Star Customer Service

UIF For Islamic Shariah Based Home Financing or Refinance Call Now!
ইসলামিক শরিয়াহ ভিত্তিক হোম লোন বা রিফাইন্যান্স এর জন্য এখনই কল করুন

Mohammed Alam
Area Manager
NMLS ID# 183916

Direct: (609) 757-8186
Cell: (215) 791-1291
Email: malam@myUIF.com
Apply online: www.myUIF.com/malam

Celebrating 20 Years of Serving the Community

UIF Corporation (UIF is a trademark of UIF Corporation) – Equal Housing Opportunity - NMLS 93460 (www.nmlsconsumeraccess.org) is a Faith Based subsidiary of University Bank (NMLS 715685), Member FDIC, that operates in various states. For a complete list of the states UIF Corporation is able to provide financing in, please visit www.myuif.com/license-registration. UIF Corporation is not affiliated with any government agency. This is not a commitment to lend or an offer for a rate lock agreement; a pre-qualification is based on a preliminary review of information provided and limited credit information. All home financing transactions are subject to verification of application information, satisfying all underwriting conditions and requirements, and property eligibility, including appraisal and title report. You must carry insurance on the property that secures the transaction, and flood insurance may be required. Any taxes or additional conditions imposed by the city, county or state that the subject property is located in will be the obligor's responsibility.

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

হোয়াইট হাউসের চেয়ে ৭গুণ বড় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়েছে উজবেকিস্তান কী কী আছে এতে

বাংলাদেশ ডেস্ক : উজবেকিস্তানের নতুন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটি এতটাই বিশাল যে এটি হলিউড সাইন-এর চেয়ে চার গুণ উঁচু এবং হোয়াইট হাউসের চেয়ে প্রায় সাত গুণ বড়। উজবেকিস্তানের তাসখন্দে তিন তলাবিশিষ্ট আংশিক জাদুঘর ও আংশিক শিক্ষা গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠা এ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটির নাম সেন্টার ফর ইসলামিক সিভিলাইজেশন (সিআইএসসি)। এটি নির্মাণে খরচ হয়েছে ১৫ কোটি মার্কিন ডলার। ২০২৬ সালের মার্চ থেকে জনসাধারণের জন্য এ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটি খুলে দেওয়া হবে। আশা করা হচ্ছে, এ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটি ইসলামি জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে উজবেকিস্তানের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে নতুন করে সামনে নিয়ে আসবে। সিআইএসসি-এর পরিচালক ফিরদাভস আবদুখালিকভ বলেন, 'এ অঞ্চলটি বিশ্বসভ্যতায় অবদান রাখা বহু পূর্বসূরির আবাসভূমি ছিল। তাঁদের সে অবদানের কথা কীভাবে বিশ্বের সামনে বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের কাছে আকর্ষণীয় ও আধুনিক কায়দায় উপস্থাপন করা যাবে, সেটাই বড় প্রশ্ন হয়ে উঠেছিল।'

৮ বছর ধরে ভবনটির নির্মাণকাজ চলেছে। ৪০টির বেশি দেশের ১ হাজার ৫০০ বিশেষজ্ঞ সিআইএসসি-এ বৈজ্ঞানিক, স্থাপত্যগত ও সাংস্কৃতিক কাজের সঙ্গে ছিলেন। ভবনের শীর্ষে ৬৫ মিটার লম্বা একটি নীল রঙের গম্বুজ বসানো আছে। সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে 'পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়াভিত্তিক শিক্ষাচর্চার' একটি জোন থাকবে। সেখানে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। প্রযুক্তির বদৌলতে দর্শনার্থীরা সেখানে ঐতিহাসিক পণ্ডিত ও চিন্তাবিদদের কথিত 'জীবন্ত প্রতিকৃতির' সঙ্গে কথোপকথনের অভিজ্ঞতাও পাবেন। এই প্রযুক্তিনির্ভর আয়োজনের লক্ষ্য হলোড়শিশুদের জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা, সাহিত্য এবং শিল্পকলার জগতের প্রতি আগ্রহী করে তোলা। সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটির দ্বিতীয় তলা গবেষণার জন্য নির্ধারিত। সেখানে আন্তর্জাতিক গবেষকেরা আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। সেখানে থাকছে ২ লাখের বেশি বই। আবদুখালিকভ বলেন, 'এটি শুধু জাদুঘর নয়। এটি একটি সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক প্ল্যাটফর্ম। এখানে নিদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের জীবন ও ভাবনাকে তুলে ধরা হয়েছে। উজবেকিস্তান ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হলেও ইসলাম ধর্ম সেখানকার ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে আছে। আরবদের আগমনের মাধ্যমে সপ্তম শতকে মধ্য এশিয়া অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে। এতে অঞ্চলটিতে আগে থেকে প্রচলন থাকা জরথুস্ত্র ও বৌদ্ধ ঐতিহ্যের জায়গায় নতুন ধর্মীয় ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়। নবম থেকে ১২ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত মধ্য এশিয়াড়বিশেষ করে বর্তমান উজবেকিস্তান বিজ্ঞান, সাহিত্য ও স্থাপত্যকলায় এক উজ্জ্বল স্বর্ণযুগ পার করেছে।

ইতিহাসবিদ ফারহান আহমদ নিজামি বলেন, 'বিশ্বায়ন' ধারণাটি প্রচলিত হওয়ার বহু আগেই উজবেকিস্তান ও বিস্তৃত মধ্য এশিয়া অঞ্চলটি বিশ্বায়নের নমুনা হয়ে উঠেছিল। আন্তমহাদেশীয় বাণিজ্যপথ সিল্ক রোড ব্যবহার করে উজবেকিস্তানের বুখারা ও সমরখন্দের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে যাওয়া যেত। ভেনিস থেকে জিয়ান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সিল্ক রোড। এটি ১ হাজার ৫০০ বছর ধরে (খ্রিষ্টপূর্ব ১৩০ থেকে খ্রিষ্টাব্দ ১৪৫৩ পর্যন্ত) গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই দীর্ঘ পথে পূর্ব ও পশ্চিমের সংস্কৃতি, জ্ঞান ও শিল্পের মেলবন্ধন হতো। আর উজবেকিস্তান ছিল তার কেন্দ্রস্থল। পরে ১৫ ও ১৬ শতকে তিমুরিদ সাম্রাজ্য শিল্প, বিজ্ঞান ও কূটনীতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় রেনেসাঁ যুগের সাক্ষী হয়, যার কেন্দ্র ছিল সমরখন্দ। আর সে যুগের অনুপ্রেরণাতেই সিআইএসসি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটি গড়ে তোলা হয়েছে। ১৯ শতকে রাশিয়ার বিস্তারের কারণে মধ্য এশিয়ার অনেক অঞ্চল রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে তা সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীনে আসে। ওই সময় সেখানে ধর্মনিরপেক্ষ শাসন চালু হয় এবং ইসলামি চর্চা সীমিত করা হয়। আবদুখালিকভ বলেন, 'সোভিয়েত যুগে আমাদের সাংস্কৃতিক সম্পদের একটি বড় অংশ দেশ থেকে চলে গিয়েছিল।' ১৯৯১ সালে উজবেকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে। তখন থেকে দেশটির ইসলামি ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক পরিচয় পুনরুজ্জীবিত হতে শুরু করে। এ লক্ষ্যেই সিআইএসসিকে তার ঐতিহাসিক জিনিসপত্র পুনরুদ্ধারের নির্দেশনা দেওয়া হয়।

আইরিশদের 'জীবনসঙ্গী' বিয়ার-বোতল

বাংলাদেশ ডেস্ক : ছোটখাটো অনুষ্ঠান হোক বা বিয়ে, আইরিশদের জীবনে মদ যেন অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ। এটি তাদের সংস্কৃতিতে এমনভাবে জুড়ে গেছে, যেন যে কোনো পার্টি মদ ছাড়া চলেই না। এই সংস্কৃতি দেশটির গ্রামাঞ্চল থেকে রাজধানী ডাবলিন পর্যন্ত বিস্তৃত। কিশোর-কিশোরী থেকে শুরু করে বয়স্করাও সেখানে নিয়মিত মদ্যপান করেন। বিয়ার-বোতল রীতিমতো 'জীবনসঙ্গী' হয়ে উঠেছে আইরিশদের। বিষয়টি এমন আকার ধারণ করেছে যে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে গড়ে ওঠা এই অভ্যাস ছাড়াতে এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে আয়ারল্যান্ডের সরকার। মদ্যপান হ্রাসে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কঠোর আইনপ্রণয়ন করেছে। বিবিসি।

২০২০ সাল থেকে দেশটির সুপারমার্কেট ও দোকানগুলোতে অন্যান্য পণ্য থেকে বাধ্যতামূলকভাবে ব্যারিকেড দিয়ে মদের তাকগুলোকে আলাদা করা হয়েছে। একই সঙ্গে ২০২৩ সালে মদের বোতলে সতর্কতা লেবেল লাগানোর আইন করেছে সরকার। এসব লেবেলে বলা হচ্ছে, মদ্যপান লিভারের রোগ সৃষ্টি করে, প্রাণঘাতী ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়, এমনকি গর্ভে ভ্রূণের ক্ষতিও করতে পারে। এদিকে কিছু বোতলে এসব লেবেল ইতোমধ্যেই দেখা গেলেও এই আইনটির বাধ্যতামূলক প্রয়োগ ২০২৮ সাল পর্যন্ত পিছিয়ে নেওয়া হয়েছে। সরকার বলছে, বৈশ্বিক বাণিজ্যের অনিশ্চয়তার কারণেই এই বিলম্ব। তবে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করেন-মদ শিল্পের লবিংয়ের চাপই এর মূল কারণ। লেবেল লাগানোর বিরোধিতা করে 'ড্রিংকস আয়ারল্যান্ড' নামে একটি শিল্প সংগঠন দাবি করেছে-'যদি এমন লেবেল লাগাতেই হয়, তবে তা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নজুড়ে একসঙ্গে প্রয়োগ করা উচিত।' এ বিষয়ে রোববার বিবিসি জানিয়েছে, আইরিশ তরুণ সমাজের মদ্যপানের ধরন বদলালেও মোটামুটি উদ্বেগ থেকেই যাচ্ছে। গত ২৫ বছরে দেশটির সামগ্রিক মদ্যপান প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কমেছে। তরুণরা এখন গড়ে ১৭ বছর বয়সে মদ্যপান শুরু করেন যা দুই দশক আগের তুলনায় দুই বছর বেশি। কিন্তু একবার শুরু করলে অল্প সময়েই তারা ইউরোপের অন্যতম ভারী মদ্যপায়ীতে পরিণত হচ্ছেন।

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল
কুইন্সের প্রাণকেন্দ্র E & F Train Subway সংলগ্ন। অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশীয় মালিকানায় অভিজাত ও সৌন্দর্য মন্ডিত রেস্টুরেন্টে ও ব্যাংকুয়েট হল। আগ্রা প্যালেসে আপনাদের স্বাগতম
এখানে ● গায়ে হলুদ ● বিবাহ ● এনগেজমেন্টস ● সুইট সিক্সটিন ● বেবি শাওয়ার ● ফান্ড রেইজিং
বিভিন্ন ধরণের সভা, সেমিনার এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের স্যু-ব্যবস্থা করা হয়।
● ৫০-৪০০ পর্যন্ত বুকিং করে থাকি।
● ২টি ফ্লোরে দুটি পৃথক হল
● Valet Parking-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
● আমরা ক্যাটারিং করে থাকি
● ১০০% হালাল ফুড পরিবেশন করে থাকি।
বাঙালি কমিউনিটির জন্য রয়েছে বিশ্ব মানের বাংলাদেশী শেফ
বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
agra Palace Restaurant & Party Hall
Contact: 718-261-8880, 929-521-2019 (ম্যানেজার)
Address: 116-33 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11373
E-mail: agrapalacequeens@gmail.com web: agrapalaceNYC.com

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিন্যুতে
বাংলাদেশী মালিকাধীন

স্টার কেয়ার ফার্মেসী

Star Care Pharmacy

175-20 Hillside Ave. Jamaica, NY-11432

Tel : 718-262-8789, Fax: 718-262-9083, Email: StarCarePharmacy@gmail.com

EXPERIENCE THE PERSONAL CARE YOU CAN ONLY GET FROM YOUR NEIGHBORHOOD PHARMACY

আমাদের ফার্মেসী থেকে উন্নততর ব্যক্তিগত সেবার অনন্য অভিজ্ঞতার সুযোগ নিন।

আমরা প্রায় সবধরণের ইন্সুরেন্স প্ল্যান গ্রহণ করে থাকি

আমাদের সেবা সমূহ:

- ফ্রী কো-পেমেন্ট সহযোগিতা
- পিএ সহায়তা ও ঔষধ থেরাপি ব্যবস্থাপনা
- ফ্লু-শট ও টিকা দানের ব্যবস্থা
- এটিএম বুথ
- ওটিসি নেটওয়ার্ক
- পাসপোট ফটো
- ডিএমভি'র জন্য দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা
- মেট্রোকার্ড।

OUR SERVICES

- Free Copay Assistance
- Free Special packaging for adherence & Compliance
- Free App & online refill reminder
- Free Loyalty Card for Savings on OTC medicaitons
- PA Assistance & Medication Therapy Mgmt. (MTM)
- Flu shots & immunizations
- ATM
- OTC Network
- Passport Photos
- DMV Vision test
- Metrocards

একই দিনে ফ্রি ডেলিভারি

SAME DAY FREE DELIVERY

We accept Most Insurance plans!

Ask your doctor to E-Script your prescription

আপনার ডাক্তারকে বলুন ই-মেইল প্রেসক্রিপশন পাঠাতে
অথবা আজই আমাদেরকে ফোন করুন

Tel : 718-262-8789

Email: StarCarePharmacy@gmail.com

www.StarCarePharmacy.com

Call us today and start saving!

TOLL FREE:

888-216-STAR (7827)

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

দুর্বলতা বোধ করছেন কারণ খুঁজুন

ডা. মো. আব্দুল হাফিজ শাফী : প্রায় সময় চিকিৎসকের চেম্বারে এসে আমরা বলে থাকিভালো লাগছে না, শরীর ম্যাজম্যাজ করছে, কাজের প্রতি মন বসছে না, বেশি বেশি ঘুম হয়, ঘুম থেকে উঠতে কষ্ট হয়, ক্লান্তি বোধ হচ্ছে, কাজে গতি আসছে না, শরীর নাড়াতে কষ্ট হয়, আলসেমি লাগছে ইত্যাদি। এগুলো হলো শারীরিক দুর্বলতার লক্ষণ। ক্লান্তি বলা অবসন্নতার উল্লেখযোগ্য সাতটি কারণ তুলে ধরা হলো

পানিশূন্যতা/শরীরে লবণের ঘাটতি: ক্লান্তির একটি বড় কারণ পানিশূন্যতা। ব্যায়াম করুন বা সারাদিন বসেই কাজ করুন, শরীরে পানি চাই শরীর শীতল থাকা চাই। পিপাসা পেলে বোঝা গেল শরীরে পানির প্রয়োজন। সারাদিন অন্তত ১০-১২ গ্লাস পানি পান করুন। তাহলে শরীর হালকা লাগবে। যারা শরীরচর্চা বা ব্যায়াম করেন, তারা শরীরচর্চার আধা ঘণ্টা আগে দুই গ্লাস পানি পান করুন। পানিশূন্যতায় যে ক্লান্তি ঘটে তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ ডায়রিয়া। এয়ারকন্ডিশন্ড রুমে এবং শীতকালে পরিশ্রম করলেও পানিশূন্যতা অনেক সময় অনুভূত হয় না। শরীরে তখন খাওয়া-দাওয়া আর বিশ্রাম নেওয়ার পরও রাজ্যের ক্লান্তি ভর করে। আবার ডায়রিয়া থেকে সুস্থ হওয়ার পরও পানি ও লবণশূন্যতা সেভাবে পূরণ না হওয়ায় শরীরে ক্লান্তি দেখা দিতে পারে।

অনিদ্রা এবং স্লিপ অ্যাপনিয়া: ঘুমের সমস্যা/ অনিদ্রা থেকে ক্লান্তি আসে। ঘুম খুব কম হলে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে স্বাস্থ্যের ওপর। পূর্ণবয়স্কদের প্রতি রাতে ৭-৮ ঘণ্টা ঘুম হওয়া উচিত। সারাদিনের কর্মক্ষমতার জন্য ঘুম একটি বড় অগ্রাধিকার। ঘুমের একটি নিয়মিত রুটিন থাকা দরকার। শোবার ঘর রাখতে হবে অন্ধকার, শীতল এবং শান্ত। আবার অনেকে মনে করেন নাক ডেকে বেশ ঘুম হচ্ছে। কিন্তু ঘুমের মধ্যে সাময়িক শ্বাসরোধ বা শ্বাসবন্ধ হয়ে জেগে ওঠা নিরবচ্ছিন্ন ঘুমের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সারারাত ধরে ১০ সেকেন্ডের এমন শ্বাসবিরতিকে স্লিপ অ্যাপনিয়া বলে। এর ফলে ঘুম পরিমাণমতো হলেও ঝিমুনি ভাব চলে আসে এবং শরীর ক্লান্ত লাগে।

রক্তস্বল্পতা বা অ্যানিমিয়া: রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে কমে গেলে এ অবস্থাকে অ্যানিমিয়া বলে। মহিলাদের ক্লান্তির অন্যতম কারণ হলো রক্তস্বল্পতা। ঋতুস্রাব/ মাসিকের সময় অধিক রক্তক্ষয় হলে লৌহ বা আয়রনের ঘাটতি হয়ে থাকে। মেয়েরা তাই রক্তস্বল্পতার ঝুঁকিতে বেশি থাকে। রক্তের হিমোগ্লোবিন অক্সিজেন বহন করে কোষ ও দেহযন্ত্রে পৌঁছে দেয়। রক্তের হিমোগ্লোবিন সেই সূত্রে আয়রন কমে গেলে কোষ ও দেহযন্ত্র স্বভাবতই হাঁপিয়ে ওঠে। রক্তস্বল্পতা দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শে লৌহপরিপূরক ওষুধ বা আয়রন ট্যাবলেট খেতে হবে। এ ছাড়া লিভার/কলিজা, কচুশাক, লালশাক রক্তস্বল্পতায় খুবই কার্যকর; তাই বেশি করে খেতে হবে। শিশুদের ক্ষেত্রে রক্তস্বল্পতাজনিত দুর্বলতা রোধে কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়াতে হবে।

হাইপোথাইরয়েডিজম: দেহের বিভিন্ন ধরনের হরমোনের ভারসাম্যহীনতার কারণে ক্লান্তিবোধ আসতে পারে। মানুষের শরীরের অন্যতম প্রধান নালিবিহীন গ্রন্থি বা এন্ডোক্রাইন গ্লান্ড হচ্ছে থাইরয়েড গ্রন্থি। এ গ্লান্ডটি গলার সামনের অংশে অবস্থিত। আমাদের দেহের বিপাকীয় কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে থাইরয়েড গ্রন্থি। কোনো কারণে থাইরয়েড গ্রন্থির হরমোন উৎপাদন কমে গেলে তাকে হাইপোথাইরয়েডিজম বলে। গ্রন্থির কাজকর্ম কমে গেলে বিপাক চলে ধীরে ধীরে। ফলে শরীরে শক্তি কম উৎপন্ন হয়, শরীরের গতি স্লথ হয়ে যায় এবং ঝিমুনি ভাব চলে আসে।

ডায়াবেটিস: ডায়াবেটিস হলে সুগার/গ্লুকোজ দেহকোষে না ঢুকে ক্রমাগত বাড়তে থাকে রক্তে। অথচ স্বাভাবিক অবস্থায় ইনসুলিন হরমোনের সহায়তায় সুগার দেহকোষে ঢুকে শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার কথা। কিন্তু ইনসুলিনের অভাবে ডায়াবেটিসের কারণে শরীর হয়ে পড়ে অবসন্ন ও শক্তিহীন। এ জন্য অল্পতেই কারও যদি ক্লান্তি ভর করে, কিছুক্ষণ কাজ করলেই যদি ঝিমুনি ভাব চলে আসে সে ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শে রক্তের গ্লুকোজ পরীক্ষা করানো উচিত।

হৃদরোগ: যে কাজগুলো একসময় সহজ মনে হতো সেগুলো এখন কঠিন মনে হচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে গেলে যদি সহজেই হাঁপিয়ে ওঠেন, তখন হৃদযন্ত্র বা হার্ট সচল আছে কিনা সেদিকে অবশ্যই নজর দিতে হবে। প্রতিদিনের স্বাভাবিক কাজকর্মে ক্লান্তি ভর করলে বা অল্পতেই শরীর দুর্বল হয়ে ঝিমুনি ভাব চলে এলে, বুক ধড়ফড় করলে, বুকের মাঝখানে চাপ অনুভব করলে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে হবে। কারণ হৃদরোগও হতে পারে আপনার আপাত অজানা ক্লান্তির উৎস।

খাবার গ্রহণে অনীহা/ ক্ষুধামান্দ্য ভাব: শরীরে পর্যাপ্ত জ্বালানির জোগান না থাকলে ক্লান্তি ভর করে। অনেকক্ষণ ধরে না খেলে রক্তে সুগার কমে গিয়ে হাইপোগ্লাইসেমিয়া দেখা দিতে পারে। এটি বিপজ্জনক বিষয়। তাই হেলাফেলায় সকালের নাশতা কখনও যেন বাদ না যায়। প্রতিবেলার খাবারে যেন অবশ্যই প্রোটিন এবং শর্করা থাকে। সুষম খাবার রক্তের সুগারকে স্বাভাবিক রাখে।

দিনভর শক্তি ধরে রাখার জন্য কম কম করে বিরতি দিয়ে সারাদিনের খাবার খেতে হবে। ক্লান্তির চিকিৎসা করার আগে এর অন্তর্নিহিত কারণ নির্ণয় করা প্রয়োজন। কারণ জানা গেলে তার ওপর নির্ভর করে এর চিকিৎসা শুরু করা যায় এবং জীবনযাপনে পরিবর্তন আনা যায়।

স্বাস্থ্য রক্ষায় রাগ নিয়ন্ত্রণ কেন জরুরি?

বাংলাদেশ ডেস্ক : রাগ মানুষের স্বাভাবিক আবেগ হলেও অতিরিক্ত বা দীর্ঘস্থায়ী রাগ শরীরের ওপর ভয়াবহ প্রভাব ফেলতে পারে, এ কথা অনেকেই জানেন না। বিশেষজ্ঞদের মতে, রাগ শুধু মানসিক চাপ বাড়ায় না, বরং শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোর কার্যক্ষমতা কমিয়ে দেয়। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় হৃদযন্ত্র। রাগ লাগলে শরীরে সক্রিয় হয় 'ফাইট-অর-ফ্লাইট' প্রতিক্রিয়া, ফলে দ্রুত বাড়তে থাকে অ্যাড্রেনালিন ও কর্টিসলসহ স্ট্রেস হরমোন।

এতে হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়, রক্তনালি সংকুচিত হয় এবং রক্তচাপ হঠাৎ উঠে যায়। এমনকি রক্ত দ্রুত জমাট বাঁধতে শুরু করে। গবেষণা বলছে, তীব্র রাগের পরবর্তী দুই ঘণ্টায় হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি পাঁচ গুণ পর্যন্ত বাড়তে পারে। নিয়মিত রেগে যান এমন ব্যক্তিদের উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক ও করোনারি আর্টারি ডিজিজের ঝুঁকি আরো বেশি।

রাগ শুধু হার্টকে নয়, মস্তিষ্ক ও হজমতন্ত্রকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। কর্টিসলের মাত্রা বেড়ে গেলে মস্তিষ্কের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিপোক্যাম্পাসের নিউরন দুর্বল হতে পারে। রক্তনালির দ্রুত সংকোচন প্রসারণের কারণে মাইগ্রেন ও মাথাব্যথা দেখা দিতে পারে। হজমতন্ত্রেও এর প্রভাব পড়ে।

রাগের সময় রক্ত হৃদয় ও পেশিতে বেশি প্রবাহিত হওয়ায় হজমতন্ত্রে রক্ত সরবরাহ কমে যায়। ফলে এসিডিটি, গ্যাস্ট্রিক, আলসার ও আইবিএসএর মতো সমস্যা বেড়ে যেতে পারে।

দীর্ঘসময় রাগ ধরে থাকলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও দুর্বল হয়ে পড়ে। স্ট্রেস হরমোনের আধিক্যের কারণে শরীর নানা সংক্রমণের ঝুঁকিতে পড়ে। প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রে রাগকে লিভারের সঙ্গে যুক্ত মনে করা হলেও আধুনিক চিকিৎসায় গুরুত্ব দেওয়া হয় হৃদযন্ত্রের ঝুঁকির দিকে।

তাই রাগ দমন করার চেষ্টা নয়, বরং স্বাস্থ্যকর উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করাই সুস্থ ও দীর্ঘমেয়াদি জীবনের অন্যতম একটি শর্ত।

'খেজুর' কেন খাবেন?

বাংলাদেশ ডেস্ক : দেরিতে হলেও ইতোমধ্যে শীতের আমেজ অনুভূত হতে শুরু করেছে। শীতকাল আসলে নানান রোগব্যাধী যেনো পেয়ে বসে। বিশেষ করে ঠাণ্ডা-কাশি কমন একটা রোগে পরিণত হয়। তাই এই শীতে শরীর গরম বা এনার্জেটিক রাখার জন্য প্রয়োজন সঠিক খাবার নির্বাচন করা। এদিক থেকে খেজুর অত্যন্ত সুস্বাদু ও বেশ পরিচিত একটি ফল। খেজুরে থাকে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, আয়রন, ভিটামিন এবং ম্যাগনেসিয়াম। শরীরকে উষ্ণ রাখতে এই জিনিসগুলো দারুণ উপাদেয়। শীতকালে শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে এই খেজুর। গরম দুধ এবং খেজুর একসঙ্গে খেলে আরও ভালো ফল মেলে। আসুন জেনে নিই খেজুরের উপকারিতা-

হার্ট ভালো রাখে: শীতকালে হৃদপিণ্ড ঠিক ভালো রাখতে নিয়মিত খেজুর খান। হার্ট অ্যাটাকের প্রবণতা কমাতে খেজুর দারুণ কাজ দেয়। আবার কিছু গবেষকের দাবি, খেজুরে উপস্থিত ফাইবার শরীরের কোলেস্টরল নিয়ন্ত্রণ করে এবং হার্টকে সুস্থ রাখে।

হাঁপানির যম: আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে শীতকালে বহু মানুষ হাঁপানিতে কষ্ট পান। চিকিৎসক এবং আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞদের মতে, সকালে এবং সন্ধ্যায় এক বা দুইটি করে খেজুর খেলে একদিকে যেমন শরীর গরম থাকে তেমনই হাঁপানি নিয়ন্ত্রণে থাকে।

ত্বকের যত্ন: শীতকালে প্রাকৃতিক নিয়মেই ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়। এই সময় নিয়মিত খেজুর খেলে ত্বককে শুষ্কতার হাত থেকে বাঁচায়। ত্বকের নানা সমস্যা থেকেও খেজুর মুক্তি দেয়। ত্বকের বলি রেখা নিয়ন্ত্রণ করতেও খেজুর সিদ্ধহস্ত।

স্নায়ুতন্ত্রকে সুস্থ রাখে: খেজুরে পটাশিয়াম এবং কিছু মাত্রায় সোডিয়াম থাকায় এটি স্নায়ুর পক্ষে ভালো। নিয়মিত খেজুর খেলে স্ট্রোকের সম্ভাবনা কম থাকে।

ওজন নিয়ন্ত্রণ করে: ওজন বাড়াতে বা কমাতে চাইলে খেজুর বেশ সাহায্য করে। খেজুরে থাকা শর্করা, প্রোটিং এবং অন্যান্য ভিটামিন ওজন বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। অন্য দিকে, শশা এবং খেজুর একসঙ্গে খেলে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে।

হিমোগ্লোবিনের সামঞ্জস্যতা বজায়: খেজুরে থাকে প্রচুর পরিমাণে আয়রন। এই আয়রন শরীরে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বৃদ্ধি করে। শরীরে রক্তাল্পতা দেখা দিলে বা হিমোগ্লোবিনের কমতি হলে খেজুর খাওয়া শুরু করুন। এর ফলে শরীরের আয়রনের মাত্রা বজায় থাকবে। হিমোগ্লোবিনের মাত্রা স্বাভাবিক হবে এবং রক্তের কোষ উৎপন্ন হবে। ত্বকের ফ্যাকাশে ভাব চলে যাবে। শক্তি বাড়বে। হরমোনজাত সমস্যা কমবে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে। গর্ভবতী মহিলাদের পক্ষে তাই খেজুর খাওয়া স্বাস্থ্যকর।

সকাল না সন্ধ্যা-কখন হাঁটা বেশি উপকারী?

বাংলাদেশ ডেস্ক : হাঁটা শরীরের জন্য কতটা উপকারী এটা কমবেশি সবারই জানা। চিকিৎসকরাও এ কারণে নিয়মিত হাঁটার পরামর্শ দেন। তবে সকাল না সন্ধ্যা কখন হাঁটলে বেশি উপকার পাওয়া যাবে তা নিয়ে অনেকেরই প্রশ্ন রয়েছে। আবার কখন হাঁটলে শরীরের মেদ ঝরবে তা নিয়েও কেউ কেউ জানতে চান। ওজন ঝরানোর জন্য যে কয়টি পদ্ধতি রয়েছে তার মধ্যে শরীরচর্চা অন্যতম। তবে সবাই যে জিমে গিয়ে ঘাম ঝরাতে পছন্দ করেন, তা নয়। কেউ কেউ যোগাসন করেন, কেউ আবার বাড়িতেই ব্যায়াম করেন। আবার, এমনও অনেকে রয়েছেন, যারা ফিট থাকতে এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হাঁটাহাঁটি করতেই বেশি পছন্দ করেন। কেউ সকালে হাঁটেন কেউ বা সময় না পেলে রাতে খাওয়ার পর হাঁটতে বের হোন।

চিকিৎসকরা বলছেন, সকালে হাঁটার বাড়তি কিছু সুবিধা রয়েছে। এই সময়ের বিশুদ্ধ বাতাসে শ্বাস নিতে নিতে হাঁটলে হাঁপানির সমস্যা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসে। হৃৎস্পন্দনের হারও স্বাভাবিক থাকে। এর পাশাপাশি হজমের সমস্যা থেকে মুক্তি মেলে। সকালের দিকে হাঁটাহাঁটি করলে শরীর, মন ভালো থাকে। সেই সঙ্গে কাজে গতি আসে। আবার যাদের অনিদ্রাজনিত সমস্যা আছে তারা সকালের দিকে হাঁটলে সুফল পাবেন।

সামনেই শীতকাল। এই সময়ে বাতাসে দূষণ এবং পোলেনের মাত্রা বেশি থাকে। তাই অনেক চিকিৎসকের মতে, খুব ভোরে নয়, বরং বেলা বাড়লে বা রোদ উঠলে তবেই হাঁটতে যাওয়া উচিত। তা না হলে অ্যালার্জিজনিত সমস্যা বাড়তে পারে। যারা সারাদিন সময় পান না তার সন্ধ্যায় কাজ থেকে ফিরে বা রাতে হাঁটতে বের হোন। বিশেষজ্ঞদের মতে, সারা দিনের ব্যস্ততার শেষে হাঁটলে মানসিক চাপ অনেকটাই কমে যায়। ক্লান্ত শরীরে ফিরে আসে ফুরফুরে ভাব। এই সময় হাঁটলে ওজনেও কমে। এ সময় সূর্যের তাপ থাকে না। ফলে বেশি ক্ষণ হাঁটলে ক্লান্তি কম হয়।

বিভিন্ন গবেষণায় বলছে, হাঁটার কোনও আদর্শ সময় নেই। দিনের যে কোনও সময়ে হাঁটলেই উপকার মিলবে। কে কখন হাঁটবেন, সেটা নির্ভর করছে ওই ব্যক্তির শারীরিক পরিস্থিতি বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর। চিকিৎসকরা বলছেন,কোন সময় হাঁটবেন সেটা বড় কথা নয়, হাঁটাটাই বড় বিষয়।

যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন নীতি ট্রাম্পের নিশানায় তৃতীয় বিশ্ব

বাংলাদেশ ডেস্ক : দ্বিতীয় দফায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর দেশটির অভিবাসননীতিতে পরিবর্তন আনার ঘোষণা দিয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর দায়িত্ব গ্রহণের পর তো অভিবাসীদের বিরুদ্ধে আধাজল খেয়ে নামেন তিনি। শরণার্থী ও অভিবাসী দমনে ট্রাম্পের নেওয়া নানা পদক্ষেপ সমালোচনার মুখে পড়ে; কিছুক্ষেত্রে তা আদালত পর্যন্তও গড়িয়েছে। এবার 'তৃতীয় বিশ্বের সব দেশ' থেকে অভিবাসন 'স্থায়ীভাবে বন্ধ' করার কথা জানালেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। মূলত বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউজের কাছে ন্যাশনাল গার্ড বাহিনীর সদস্যদের ওপর হামলার পর তিনি এ মন্তব্য করলেন। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওয়াশিংটন ডিসিতে এ হামলার জন্য ট্রাম্প পূর্বসূরি জো বাইডেন আমলের নিরাপত্তা যাচাইয়ের ব্যর্থতাকে দায় দিচ্ছেন। তবে ট্রাম্প কোনো নির্দিষ্ট দেশের নাম নেননি, 'তৃতীয় বিশ্বের দেশ' বা 'স্থায়ীভাবে বন্ধ' বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন, তাও খোলাসা করেননি। বাইডেন প্রশাসনের সময় যারা যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন, তাদের থাকার অনুমতি বাতিলেরও হুমকি দিয়েছেন তিনি। ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া পোস্টে ট্রাম্প বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনাকে রোগ থেকে পুরোপুরি সেরে ওঠার সুযোগ করে দিতে তৃতীয় বিশ্বের সব দেশ থেকে অভিবাসন স্থায়ীভাবে বন্ধ করব আমি। বাইডেন অবৈধভাবে যে লাখ লাখ অভিবাসীকে ঢুকিয়েছে তাদের অনুমোদন বাতিল করব, এর মধ্যে তারাও আছে যারা ঘুমন্ত জো বাইডেনের অটো পেনের খোঁচায় সুযোগ পেয়েছে, যারা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সম্পদ বলে বিবেচিত হবে না তাদের সরিয়ে নেব। 'নাগরিক-নন' এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের সব সুযোগ-সুবিধা ও ভর্তুকি বাতিল করবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলায় ব্যাঘাত ঘটাবে তাদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হবে এবং যে বিদেশি নাগরিকরা যুক্তরাষ্ট্রের ওপর বোঝা কিংবা নিরাপত্তা ঝুঁকি হয়ে দাঁড়াবে বা 'পশ্চিমা

সভ্যতার সঙ্গে খাপ খাবে না', তাদের ফেরত পাঠানো হবে, বলেছেন ট্রাম্প। এ মন্তব্য নিয়ে রয়টার্স তাৎক্ষণিকভাবে হোয়াইট হাউজ এবং যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন বিভাগের মন্তব্য পায়নি।

হোয়াইট হাউজের কাছে আচমকা এক হামলায় এক ন্যাশনাল গার্ড সদস্য নিহত হওয়ার ঘটনায় ক্ষুব্ধ ট্রাম্প আগে আফগান নাগরিকদের অভিবাসন কর্মসূচির ওপর খড়্গহস্ত হয়েছিলেন। ওই হামলা এক আফগান নাগরিকই সংঘটিত করেছে বলে জানিয়েছে তদন্ত কর্মকর্তারা। হামলায় ন্যাশনাল গার্ডের আরেক সদস্যও গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। তার অবস্থাও আশঙ্কাজনক। যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলেছিলেন, বাইডেন প্রশাসনের আমলে শরণার্থী মর্যাদা পাওয়া ব্যক্তি ও গ্রিনকার্ড পাওয়া ১৯ দেশের নাগরিকদের বিস্তৃত যাচাই-বাছাইয়ের আওতায় আনতে নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাম্প। তবে সন্দেহভাজন যে বন্দুকধারী চলতি বছর ট্রাম্প প্রশাসনের অধীনেই যুক্তরাষ্ট্রে শরণার্থী মর্যাদা পেয়েছেন বলে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি নথিতে দেখা যাচ্ছে।

রয়টার্স ওই নথি দেখেছে। পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া ২৯ বছর বয়সী রাহমানুল্লাহ লাকানওয়াল আফগানিস্তানে থাকাকালে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর সঙ্গে কাজ করেছিলেন বলেও একাধিক পশ্চিমা গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। ওই বছরের আগস্টে তালেবান আবার আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখল করলে জো বাইডেন প্রশাসন 'অপারেশন অ্যালাইজ ওয়েলকাম' প্রকল্পের অধীনে হাজার হাজার মানুষকে যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে যায়। পালিয়ে যাওয়া আফগানদের অনেকেই যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদের সঙ্গে দোভাষী, গাড়িচালক বা সহ-য়ককর্মী হিসেবে কাজ করেছিলেন। তালেবান ক্ষমতায় আসার পর তাদের ভয় ছিল, তারা লক্ষ্যবস্তু হতে পারেন। এ ছাড়া দেশটির সাংবাদিক ও নারী অধিকারকর্মীরা নিরাপত্তার ঝুঁকিতে পড়েছিলেন। কংগ্রেসের হিসাব অনুযায়ী, প্রায় ৭৬ হাজার আফগানকে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসা হয়। প্রায় এক বছর ধরে এ প্রকল্পের কাজ চলেছে। ন্যাশনাল গার্ডের সদস্যরা হামলার শিকার হওয়ার পর এক ভিডিও বার্তায় ট্রাম্প বলেন, হেফাজতে থাকা সন্দেহভাজন একজন বিদেশি। সে আফ-গানিস্তান থেকে আমাদের দেশে এসেছে, যে দেশটি পৃথিবীতে এক নরক। এ হামলার প্রতিক্রিয়ায় ট্রাম্প বলেন, তালেবান ক্ষমতা দখলের পর যেসব আফগান যুক্তরাষ্ট্রে এসেছে, প্রশাসন থেকে তাদের আবার যাচাই-বাছাই করা হবে। তিনি আরও বলেন, আমাদের এখন আফগানিস্তান থেকে আমাদের দেশে প্রবেশ করা প্রতিটি এলিয়েনকে পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন পরিষেবা জানিয়েছে, তারা সব আফগানের অভিবাসন আবেদন প্রক্রিয়াকরণ স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নিরাপত্তা ও পুনর্মূল্যায়ন কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা স্থগিত থাকবে।

বিদেশি শিক্ষার্থী হারিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিলিয়ন ডলার ক্ষতি

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের কলেজবিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে চলতি ফল সেশনে নতুন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে। অভিবাসন নীতি ও বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভিসা নিয়ে দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর এমন পতন দেখা গেল। যার অর্থনৈতিক মূল্যও বেশ বড়। প্রায় ১১০ কোটি ডলার। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএন-বিসির খবরে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের ফল সেমিস্টারে যুক্তরাষ্ট্রে নতুন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৭ শতাংশ কমেছে। চলতি মাসে প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর ও ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশনের (আইআইই) সর্বশেষ প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। আইআইইএর ওপেন ডোরস রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে মার্কিন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা মোট প্রায় ৫৫ বিলিয়ন ডলার যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে যুক্ত করেছে। এর মধ্যে রয়েছে টিউশন ফি ও শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন খরচ।

এ বছর এই তীব্র হ্রাসের মূল কারণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের শিক্ষার্থীভিসা নীতির পরিবর্তন। আন্তর্জাতিক শিক্ষা সংগঠন নাফসার আলাদা এক বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, এই পতনের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির ক্ষতি হবে প্রায় ১.১ বিলিয়ন বা ১১০ কোটি ডলার। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠান ইমপ্ল্যানের আলাদা হিসাব অনুযায়ী, শিক্ষার্থীদের সরাসরি খরচ কমে যাওয়া এবং তার প্রভাব মিলিয়ে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রায় ১ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি ধরা পড়েছে। ইমপ্ল্যানের অর্থনীতিবিদ বিয়র্ন মার্কেসন বলেন, 'আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা শুধু ক্লাসে যায় না, তারা স্থানীয় অর্থনীতিকে সক্রিয় রাখে। তাদের খরচ হাজারো চাকরি টিকিয়ে রাখে, স্থানীয় ব্যবসা সচল রাখে, আর সেই আয় থেকেই কমিউনিটি সার্ভিসের কর রাজস্ব গড়ে ওঠে।' ট্রাম্প প্রশাসন আগামী বসন্তে নতুন ভিসা আবেদন অস্থায়ীভাবে বন্ধ করার আগে যুক্তরাষ্ট্রে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মিলিয়ে প্রায় ১২ লাখ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ছিল। তাদের বেশির ভাগই ভারত ও চীন থেকে এসেছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের মোট উচ্চশিক্ষা শিক্ষার্থীর প্রায় ৬ শতাংশ, ওপেন ডোরসের তথ্য অনুযায়ী। যুক্তরাষ্ট্র বহুদিন ধরেই আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর প্রধান গন্তব্য। কিন্তু সেই পাইপলাইন আগে থেকেই চাপে ছিল। ২০২৪ সালের শরতেও নতুন বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছিল, যা ২০২০-২১ কোভিড-পরবর্তী সময়ের পর প্রথম বড় হ্রাস বলে ওপেন ডোরস জানায়। আরও কঠোর মার্কিন শিক্ষার্থীভিসা নীতি এবং যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করা নিয়ে বিদেশে পরিবর্তিত মনোভাব, এসব কারণেই এমন পতন ঘটেছে বলে অন্যান্য গবেষণায় পাওয়া যায়। নাফসার নির্বাহী পরিচালক ও সিইও ফান্টা আউ বলেন, 'গত বছর ও এ বছরের ভর্তি সংখ্যাগুলো গভীরভাবে দেখলে বোঝা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বের মেধা আসার পথ এখন অস্থির ও ঝুঁকির মধ্যে। এই নীতি পরিবর্তনের প্রভাব এখন বিশ্বজুড়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও কমিউনিটিতে অনুভূত হচ্ছে।' আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমার বিস্তৃত অর্থনৈতিক প্রভাব থাকলেও সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সেখানকার শিক্ষার্থীদের। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা কেবল সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যই আনেন না, তারা সাধারণত পূর্ণ টিউশন ফি দেন। ওপেন ডোরস ৮২৫ টির বেশি প্রতিষ্ঠানের জরিপ চালিয়ে বলেছে, এই অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় আয়ের উৎস।

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত (Unbreakable, Flexi, Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)
Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

ডাঃ মোহাম্মদ মুজাহিদ বিল্লাহর নূতন মেডিকেল অফিস

ফুসফুসের রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

বিভিন্ন ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা হয়

Sleep and Lung Center

* আপনি কি অনিদ্রা, নিদ্রাকলীন শ্বাসকষ্ট এবং নাক ডাকা সহ নিদ্রাজনিত সমস্যায় ভুগছেন?
* ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস কয়েকসেকেন্ডের জন্য বন্ধ হওয়ার অভিযোগ কেউ কি করেছেন?
* আপনি কি গাড়ী চালাতে গিয়ে কিংবা কর্মক্ষেত্রে ঝিমিয়ে পড়েন?
* আপনি কি রাত্রিবেলা ঘুম থেকে বারবার জেগে উঠেন?
* আপনি কি এজমা/ ফুসফুস, ধুমপান জনিত রোগে ভুগছেন?
* সুস্বাস্থ্য ও সুখময় জীবনের জন্য আমাদের সেবা নিন।
* পালমোনারী ফাংশন টেষ্ট,এলার্জি স্কীন টেষ্ট ও কনসাল্ট।

আপনাদের সেবায়
এখন জ্যামাইকা এষ্টেটে

Dr. Muhammad Muzahid Billah
Lungs & Sleep Specialist
Cell: 347-204-9683, Fax: 718-526-8900
Tel: 718-526-2700

170-12, Highland Ave. Suite#102, Jamaica, NY-11432

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

ব্ল্যাক ফ্রাইডেতে বিক্রি বেড়েছে যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু ধনী-গরিবে পার্থক্য

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বে কেনাকাটার সবচেয়ে বড় দিন হচ্ছে 'ব্ল্যাক ফ্রাইডে'। নভেম্বর মাসের শেষ শুক্রবার এই দিনটি তাঁদের জীবনে বিশেষ ক্ষণ হয়ে আসে। এবারের ব্ল্যাক ফ্রাইডেতে মার্কিন ক্রেতারা গত বছরের চেয়ে ৪ দশমিক ১ শতাংশ বেশি কেনাকাটা করেছেন। মাস্টারকার্ড স্পেন্ডিং পালসের তথ্যানুসারে, এ বছর মার্কিন ক্রেতারা এই ব্ল্যাক ফ্রাইডেতে অনলাইনে ১১ দশমিক ৮ বিলিয়ন বা ১ হাজার ১৮০ কোটি ডলার ব্যয় করেছেন। ২০২৪ সালের তুলনায় যা ৯ দশমিক ১ শতাংশ বেশি। অ্যাডোবি অ্যানালিটিকসের তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে এই পরিসংখ্যান দিয়েছে তারা। আদতে এই প্রবৃদ্ধি ভালো মনে হলেও বাস্তবতা সে রকম নয় বলে মনে করেন অর্থনৈতিক বিশ্লেষকেরা। দেশটির অর্থনীতিবিষয়ক লেখক রিক নিউম্যান সিএনএনকে বলেন, এ বছর মূল্যস্ফীতির পরিমাণ ৩ শতাংশ। ফলে কেনাকাটা ৪ দশমিক ১ শতাংশ বৃদ্ধির অর্থ হলো, কার্যত তা বেড়েছে ১ শতাংশের কিছু বেশি। এই প্রবৃদ্ধিকে তেমন একটা উল্লেখযোগ্য বলা যায় না। আরেকটি বিষয় হলো, কেনাকাটা কারা করছেন, সেটা। ফেডারেল রিজার্ভ মানুষের ব্যক্তিগত পর্যায়ের ব্যয়ের পরিসংখ্যান সংরক্ষণ করে, এর নাম হলো বিজ বুক। সেই বিজ বুকের তথ্যানুসারে, যুক্তরাষ্ট্রের নিচের সারির মানুষের কেনাকাটা কমেছে। যদিও ফেড দেখেছে, উচ্চ আয়ের ক্রেতাদের কেনাকাটা বাড়ছেই। বিলাসবহুল পণ্য থেকে ভ্রমণসব খাতেই তাদের ব্যয় বেড়ে চলেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভোক্তা খাতবিষয়ক বিশেষজ্ঞ ক্লাউডিয়া লোমবানা বলেন, এবারের ব্ল্যাক ফ্রাইডেতে ভোক্তারা জিনিসপত্র কিনেছেন কম, কিন্তু এসবের গড় দাম এবার বেশি। যাঁদের হাতে অঢেল অর্থ আছে, তাঁরা ইচ্ছেমতো ব্যয় করলেও সীমিত আয়ের মানুষেরা কেবল বাজেট করেছেন, অর্থাৎ হিসাব করে খরচ করেছেন। এই প্রবণতাকে বলা হয় কে (ইংরেজি কে অক্ষর) আকৃতির অর্থনীতি। এ ধরনের ব্যবস্থায় উচ্চ আয়ের মানুষেরা স্টক মার্কেটে বিনিয়োগ ও বাড়ির উচ্চ মূল্যের বদৌলতে বিপুল পরিমাণে ব্যয় করতে পারেন। কিন্তু নিম্ন আয়ের মানুষেরা কেবল কাটছাঁট করেন। উচ্চ মূল্যস্ফীতির সঙ্গে তাল মেলাতে তাঁরা শুধু ছাড় খোঁজেন। নিউম্যান আরও বলেন, অর্থনীতিতে দুটি ভাগ হয়েছে। কারও যদি স্টক বা বাড়ি থাকে এবং তিনি উঁচু সমাজের মানুষ হন, তাঁর কোনো চিন্তা নেই, তাঁর পক্ষে হাত খুলে খরচ করা সম্ভব। কিন্তু এই কে অক্ষরের বা কে আকৃতির অর্থনীতির নিচের সারিতে যাঁদের অবস্থান, নিজেদের চাকরির নিরাপত্তা নিয়ে তাঁদের উদ্বেগ কেবল বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল রিটেইল ফেডারেশনের (এনআরএফ) তথ্যানুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের ৮৫ শতাংশ ভোক্তা মনে করেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতির কারণে দাম আরও বাড়বে। ফলে তাঁদের কেনাকাটায় আরও বড় প্রভাব পড়বে। নিউম্যান বলেন, কেউ পণ্য ধরে ধরে দেখছে না, ট্রাম্পের শুল্কের কারণে সেটির খরচ ৪ শতাংশ বাড়ছে নাকি ১০ শতাংশ। কিন্তু বিষয়টি মানুষের মাথায় আছে বলে মনে করেন তিনি। সঠিক দামে সঠিক পণ্যড় বর্তমান সময়ের ভোক্তাদের কাছে বিষয়টি আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ভোক্তা আস্থার সূচক নিম্নগামী, চাকরি বৃদ্ধির হার কমে গেছে। আরেকটি বিষয় হলো, ফেডারেল সরকারের দীর্ঘ অচলাবস্থা (শাটডাউন শেষ হয়েছে)। সে কারণে স্বল্প আয়ের মানুষের খাদ্যসহায়তা কর্মসূচি সাময়িক বন্ধ থাকায় তাঁদের খরচ কমাতে হচ্ছে। বাস্তবতা হলো, পণ্য ও সেবা সাধারণ আমেরিকানদের জন্য ক্রমেই ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে। এ কারণে ক্রেতারা এখন আরও বাছাই করে খরচ করছেন। কোথায় ভালো দামে পণ্য মিলছে, তা ঘুরে ঘুরে খুঁজছে। গৃহস্থালি পণ্য, পোশাক বা ইলেকট্রনিকসড়কোথায় গেলে এসব জিনিস কম দামে পাওয়া যায়, সেই খোঁজ করছেন তাঁরা।

তাও হাত খুলবেন ক্রেতারা : জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়াসহ নানা অর্থনৈতিক চাপে থাকা সত্ত্বেও এবারের ছুটির মৌসুমে ভোক্তারা কেনাকাটায় উদার হবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। এনআরএফের পূর্বাভাস, নভেম্বর ও ডিসেম্বরের খুচরা বিক্রি গত বছরের তুলনায় ৩ দশমিক ৭ শতাংশ থেকে ৪ দশমিক ২ শতাংশ পর্যন্ত বাড়বে। সে ক্ষেত্রে তা হবে গত বছরের প্রবৃদ্ধির প্রায় সমান। এনআরএফ আশা করছে, এ বছর ছুটির মৌসুমে খুচরা বিক্রি রেকর্ড ১ লাখ কোটি ডলারে উঠবে, গত বছর যা ছিল ৯৭ হাজার ৬০০ কোটি ডলার।

ছবি : সংগৃহীত

ব্ল্যাক ফ্রাইডেতে কত বিক্রি : ব্ল্যাক ফ্রাইডেতে অনলাইনে পোশাক খাতে খরচ বেড়েছে ৬ দশমিক ১ শতাংশ এবং দোকানে ৫ দশমিক ৪ শতাংশ। মাস্টারকার্ডের হিসাব অনুযায়ী, ক্রেতারা নতুন পোশাক কিনেছেন ঠিক, কিন্তু ছাড় খুঁজছেন। অ্যাডোবি অ্যানালিটিকস জানায়, থ্যাংক্সগিভিংয়ে (প্রতিবছর নভেম্বর মাসের চতুর্থ বৃহস্পতিবার) ভোক্তারা অনলাইনে রেকর্ড ৬৪০ কোটি ডলার খরচ করেছেন। গত বছরের তুলনায় এটি ৫ দশমিক ৩ শতাংশ বেশি। বড় ছাড়ের কারণে তাঁরা অনলাইনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। এদিকে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে বিক্রেতারা 'এখন কিনুন, পরে পরিশোধ করুন' কৌশল নিয়েছে। এই বিষয়টি ছুটির মৌসুমেও ভোক্তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প হয়ে উঠেছে। অ্যাডোবির পূর্বাভাস অনুযায়ী, ১ নভেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে এ পদ্ধতিতে খরচ হবে ২ হাজার ২০ কোটি ডলার, ২০২৪ সালের তুলনায় ১১ শতাংশ বেশি। বিশ্লেষকেরা বলছেন, ক্রেতারা এবার অনেকটাই সতর্ক তা ঠিক, কিন্তু ছুটির আমেজ থেকে তাঁরা একেবারে বঞ্চিত হতে চান না।

১৩৭ টি-শার্ট পরে ম্যারাথনে অংশ নিলেন তিনি

বাংলাদেশ ডেস্ক : পৃথিবীতে মানুষের অনেক বিচিত্র শখ থাকে। সেই শখ পূরণের জন্য চেষ্টারও কমতি থাকে না। সব সময় সাফল্য নাও আসতে পারে, তবে কঠোর পরিশ্রম আর ধৈর্য মানুষকে শখ পূরণের সুযোগ এনে দেয়। শখ পূরণ করে রীতিমতো বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের এক ব্যক্তি। তিনি ১৩৭টি টিশার্ট পরে হাফম্যারাথনে (দৌড় প্রতিযোগিতা) অংশ নিয়ে সম্প্রতি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস করেছেন। এই ব্যক্তির নাম ডেভিড রাশ। তিনি এবারই প্রথম গিনেস রেকর্ড গড়েছেন, তা নয়। এর আগেও একাধিকবার টিশার্ট পরে হাফম্যারাথনে অংশ নিয়ে রেকর্ড গড়েছেন। পরে নিজেই আবার সেই রেকর্ড ভেঙেছেন। তিনি প্রথমবার রেকর্ড গড়েন ২০১৯ সালে। ওই বছর ১১১টি টি–শার্ট পরে ইতিহাস গড়েন। এর কয়েক বছরের মাথায় নিজের রেকর্ড আবার ভাঙেন। সেবার ১২৭টি টিশার্ট পরে নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়েন। এ জন্য 'রেকর্ড ভাঙা' ডেভিড রাশ বলে পরিচিতিও পান। নিজের রেকর্ড নিজেই ভাঙা রাশের রীতিমতো নেশায় পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, নতুন করে শিরোপা জয়ের জন্য কঠোর অনুশীলন করেছেন। ভারী পোশাক পরে দৌড়ে অংশ নিয়েছেন। ভারী জিনিসবোঝাই ব্যাগ কাঁধে নিয়েও অনুশীলন করছেন। ডেভিড রাশ গত বছর বিখ্যাত আইডাহো পটেটো হাফম্যারাথনে নতুন রেকর্ড গড়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ১১৪টি টি-শার্ট পরার পর গলায় রক্তসঞ্চালনে সমস্যা হলে সেই প্রচেষ্টা বাতিল করতে হয়। তবে এ বছর রাশ আবারও নতুন উদ্যমে ম্যারাথনে অংশ নেন। এবার ১৩৭টি টি-শার্ট পরে সফলভাবে দৌড় শেষ করতে সক্ষম হন। টি শার্টের ওজন ছিল প্রায় ৪৮ পাউন্ড (প্রায় ২২ কেজি)। দৌড়বিদ ডেভিড রাশ বলেন, 'অনেক বছরের প্রচেষ্টা আর একবার সাফল্যের কাছাকাছি গিয়ে ব্যর্থ চেষ্টার পর অবশেষে আমি আবার গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের শিরোপা ফিরে পেয়েছি। আমি ভীষণ খুশি যে হাল ছাড়িনি। এটি দৃঢ়সংকল্প, সৃজনশীলতা, সহনশক্তি আর অসংখ্য টি-শার্টের সমন্বয়ে এ সাফল্য এসেছে।'

নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের ২১ অঙ্গরাজ্যে খাদ্যসহায়তা বন্ধের হুমকি ট্রাম্প প্রশাসনের

আল-জাজিরা : যুক্তরাষ্ট্রে যেসব অঙ্গরাজ্য ফেডারেল খাদ্যসহায়তা কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের তথ্য-উপাত্ত ফেডারেল সরকারের কাছে হস্তান্তরের নির্দেশ মানতে চাইছে না, তাদের তহবিল বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। মঙ্গলবার ট্রাম্প প্রশাসনের কৃষিমন্ত্রী ব্রুক রোলিন্স এমন হুমকি দিয়েছেন। তথ্য-উপাত্ত না দিতে ইতিমধ্যে ডেমোক্র্যাট সমর্থিত অঙ্গরাজ্যগুলো আইনি লড়াই চালাচ্ছে। মঙ্গলবার মার্কিন মন্ত্রিপরিষদ বছরের শেষ বৈঠকটি করেছে। বৈঠক চলাকালে রোলিন্স মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের বিরুদ্ধে ২১টি অঙ্গরাজ্য এবং ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়া কর্তৃপক্ষের দায়ের করা মামলার বিষয়ে কথা বলেন। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি দপ্তর (ইউএসডিএ) অঙ্গরাজ্যগুলোর কাছ থেকে সাপ্লিমেন্টাল নিউট্রিশন অ্যাসিসট্যান্স প্রোগ্রামের (এসএনএপি) সুবিধাভোগীদের পরিচয়সংক্রান্ত তথ্য চাওয়া নিয়ে এ মামলার সূত্রপাত হয়েছে। এসএনএপি কর্মসূচিকে 'ফুড স্ট্যাম্পস' বলেও ডাকা হয়ে থাকে। এ কর্মসূচির আওতায় নিম্ন আয়ের পরিবারগুলো সাশ্রয়ী মূল্যে খাদ্যসামগ্রী কিনতে পারে। ২০২৪ অর্থবছর নাগাদ এই কর্মসূচির ওপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪ কোটি ১৭ লাখ, যা মোট মার্কিন বাসিন্দাদের প্রায় ১২ শতাংশ। ইউএসডিএর নির্দেশ মানতে গেলে অঙ্গরাজ্যগুলোকে সামাজিক নিরাপত্তা নম্বর, জন্মতারিখ ও বাড়ির ঠিকানার মতো তথ্যগুলো ফেডারেল কর্তৃপক্ষের কাছে

সরবরাহ করতে হবে। সমালোচকদের আশঙ্কা, এভাবে তথ্য হস্তান্তর করা হলে তাতে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার লঙ্ঘন হতে পারে।

তবে মন্ত্রিসভার বৈঠকে রোলিন্স বলেন, সম্ভাব্য জালিয়াতি চিহ্নিত করা এবং মার্কিন করদাতাদের সুরক্ষার জন্য এই তথ্য প্রয়োজন। রোলিন্স বলেন, 'আমরা প্রথমবারের মতো সব অঙ্গরাজ্যকে তাদের তথ্য-উপাত্ত ফেডারেল সরকারের কাছে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছি। আমরা চাইছি তাদের সঙ্গে কাজ করার মধ্য দিয়ে ইউএসডিএ যেন এসব জালিয়াতি নির্মূল করতে পারে এবং নিশ্চিত হতে পারে যে তারা সত্যিই ফুড স্ট্যাম্পের যোগ্য।' রোলিন্স আরও বলেন, 'রিপাবলিকান ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ২৯টি অঙ্গরাজ্য তথ্য দিতে রাজি হয়েছে, যা প্রত্যাশিতই ছিল। এই জালিয়াতি সম্পর্কিত সব তথ্য-উপাত্তও মূলত এখান থেকেই পাওয়া যায়। কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়া, নিউইয়র্ক ও মিনেসোটার মতো ২১টি অঙ্গরাজ্য, যেগুলো ডেমোক্রেটিক ঘাঁটি বলে পরিচিত, তারা এখনো না বলে যাচ্ছে।' এর ফলে ওই ডেমোক্র্যাট-সমর্থিত অঙ্গরাজ্যগুলো আর তাদের এসএনএপি সুবিধাভোগীদের জন্য নির্ধারিত ফেডারেল সহায়তা পাবেন না বলে উল্লেখ করেন রোলিন্স। কৃষিমন্ত্রী বলেন, 'সুতরাং আগামী সপ্তাহ থেকে আমরা শুরু করে দেব এবং ওই সব অঙ্গরাজ্য আমাদের নির্দেশ না মানা পর্যন্ত আমরা ফেডারেল তহবিল পাঠানো বন্ধ রাখব।'

ক্যালিফোর্নিয়ায় জন্মদিনের অনুষ্ঠানে গুলিতে নিহত ৪ আহত ১০

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের উত্তরাঞ্চলীয় স্টকটন শহরে শনিবার রাতে এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে ১৪ জনকে গুলি করার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে চারজন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় পুলিশ এমন তথ্য দিয়েছে। স্টকটনের উপমেয়র জেসন লি ফেসবুকে দেওয়া এক

পোস্টে বলেছেন, এক শিশুর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে এ গুলির ঘটনা ঘটেছে। জেসন লি বলেন, 'ঠিক কী ঘটেছে, তা বুঝতে আমি কর্মী ও জননিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি।' পুলিশ বলছে, স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টার আগে তাদের কাছে স্টকটনের লুসিল অ্যাভিনিউর ১৯০০ ব্লকের কাছে গুলি চালানোর খবর আসে।

স্যান জোয়াকিন কাউন্টি শেরিফের কার্যালয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া পোস্টে বলেছে, 'এ পর্যন্ত আমরা ১৪ জনের মতো মানুষ গুলিবিদ্ধ হওয়ার কথা জানতে পেরেছি। তাঁদের মধ্যে চারজন নিহত হয়েছেন বলে নিশ্চিত হতে পেরেছি।' পুলিশ বলছে, 'অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে তদন্ত চলছে এবং এখনো যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-636-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-565-5600
Fax: 718-565-5686

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করে থাকি

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

Gobinda Paul Physician P.C
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine
Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM, Sat or Sun: 9 Am-2PM
রোগী দেখার সময় : সোম-শুক্র : বিকাল ৬ টা-রাত ৯টা
এবং শনি ও রবি : সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা
87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

FAMILY CARE RX PHARMACY

WE ACCEPT MOST INSURANCE

- Metro Plus
- Fidelis Care
- Wellcare
- Health First
- Affinity
- Health Plus
- Hip
- All Private Insurance
- Express Scripts
- Magna Care
- Optumrx
- United Health Care

মামুনের তত্ত্বাবধানে

170-04 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
TEL : 718-297-1927, FAX : 718-297-3029

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

আমার সঙ্গী অর্ধ-ভারতীয়, ছেলের নাম শেখর : ইলন মাস্ক

বাংলাদেশ ডেস্ক : টেসলা ও স্পেসএক্সের সিইও ইলন মাস্ক জানিয়েছেন, তার সঙ্গী শিভন জিলিস অর্ধ-ভারতীয়। এছাড়া এক ছেলের নাম 'শেখর' রাখা হয়েছে, যা নোবেলজয়ী ভারতীয়-আমেরিকান মহাকাশবিজ্ঞানী সুব্রাহ্মণ্য চন্দ্রশেখরকে সম্মান জানিয়ে করা হয়েছে। এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, জেরোধার প্রতিষ্ঠাতা নিকিল কামাথের পডকাস্টে মাস্ক বলেন, 'আপনি হয়তো জানেন না, আমার সঙ্গী শিভন অর্ধেক ভারতীয়। ওর সঙ্গে আমার এক ছেলের নামের মাঝের অংশ শেখর রাখা হয়েছে।' শিভন জিলিসের শৈশব সম্পর্কে মাস্ক বলেন, 'তিনি কানাডায় বড় হয়েছেন। শিশুকালেই তাকে দত্তক দেওয়া হয়েছিল। মনে হয়, তার বাবা এক্সচেঞ্জ স্টুডেন্ট হিসেবে আমেরিকায় পড়াশোনা করতে গিয়েছিলেন। সঠিক তথ্য আমার জানা নেই, তবে বিষয়টা এমনভাবে শিশু থাকতেই দত্তক দেওয়া হয়েছিল এবং এরপর কানাডায় বড় হয়েছেন।'

শিভন জিলিস ২০১৭ সালে মাস্কের এআই কোম্পানি নিউরালিঙ্কে যোগ দেন। বর্তমানে তিনি ডিরেক্টর অব অপারেশনস অ্যান্ড স্পেশাল প্রজেক্টস হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইকোনমিকস ও দার্শনিকতায় ব্যাচেলর অফ আর্টস ডিগ্রি লাভ করেছেন। মাস্ক ও জিলিসের চারজন সন্তান রয়েছে: জমজ সন্তান স্ট্রাইডার ও আজুর, মেয়ে আর্কাডিয়া এবং ছেলে সেলডন লাইকর্গাস। পডকাস্টে মাস্ক আরও বলেন, ভারত থেকে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে যারা অবদান রেখেছেন, তাদের কারণে দেশটি অনেক উপকৃত হয়েছে। তার মতে, 'যুক্তরাষ্ট্র ভারতের প্রতিভার এক বড় সুবিধাভোগী, তবে এখন পরিস্থিতি বদলাচ্ছে।'

সোমালি অভিবাসীদের ট্রাম্প 'আবর্জনা' বলার জবাবে কী বললেন ইলহান ওমর

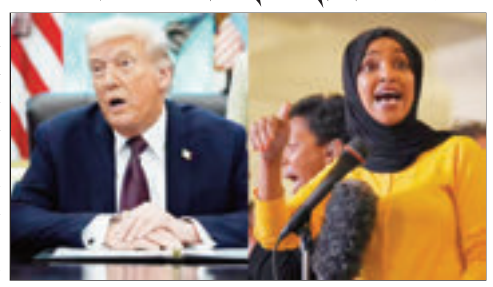

আল-জাজিরা : যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটায় বসবাস করা সোমালি অভিবাসীদের নিয়ে আবারও আক্রমণাত্মক মন্তব্য করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প তাঁদের 'আবর্জনা' বলেছেন। পাল্টা জবাবে ডেমোক্রেটিক দলীয় কংগ্রেস সদস্য ইলহান ওমর বলেছেন, তাঁর প্রতি ট্রাম্পের আসক্তি বিরক্তিকর। ইলহান সোমালি বংশোদ্ভূত প্রথম নারী, যিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। মিনেসোটা থেকে প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য হয়েছেন। মঙ্গলবার মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে ট্রাম্প কংগ্রেস সদস্য ইলহান ও অন্য সোমালি অভিবাসীদের 'আবর্জনা' বলে উল্লেখ করে তাঁদের যুক্তরাষ্ট্র থেকে চলে যেতে বলেন। ট্রাম্পের এ মন্তব্যের জবাব দিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে বেছে নেন ইলহান। তিনি লেখেন, 'আমার প্রতি তাঁর আসক্তি বিরক্তিকর। জরুরি ভিত্তিতে তাঁর সাহায্য দরকার। আশা করি, তিনি সেটা পাবেন।' গত কয়েক সপ্তাহে ট্রাম্প তাঁর অভিবাসীবিরোধী বক্তব্যের ধার অনেক বাড়িয়েছেন, বিশেষ করে গত মাসে ওয়াশিংটন ডিসিতে দুজন ন্যাশনাল গার্ড সদস্য গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার পর। সন্দেহভাজন হামলাকারী আফগানিস্তান থেকে ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন।

তালেবান আবার আফগানিস্তান দখলের পর যুক্তরাষ্ট্র সে দেশে উদ্ধার অভিযান চালায়। ওই অভিযানের অংশ হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছে যান ওই বন্দুকধারী। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এসব ঘটনা ট্রাম্প সোমালিয়ার মতো 'তৃতীয় বিশ্বের দেশ' থেকে অভিবাসন কড়াকড়ি করার যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করছেন। ট্রাম্প বলেছেন, 'যদি আমরা আমাদের দেশে "আবর্জনা" ঢুকতে দিতেই থাকি, তবে আমরা ভুল পথে চলে যাব। ইলহান ওমর আবর্জনা। তিনি আবর্জনা। তাঁর বন্ধুরাও আবর্জনা।' ট্রাম্প আরও বলেন, 'এরা এমন মানুষ নয়, যারা কাজ করে। এরা এমন মানুষ নয়, যারা বলে, চল, এগিয়ে যাই। চল, এই জায়গাটা মহান করি। এরা শুধু অভিযোগ করে। এরা অভিযোগ করে এবং যেখান থেকে তারা এসেছিল, সেখানে কিছুই পায়নি।' ইলহান ওমর সম্পর্কে ট্রাম্প প্রায় কিছুই জানেন না বলেও দাবি করেন। কিন্তু তিনি বছরের পর বছর ধরে তাঁকে (ইলহান) যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে অভিযোগ করে যেতে দেখেছেন। ট্রাম্প বলেন, 'আমি মনে করি, তিনি একজন অদক্ষ ব্যক্তি। তিনি সত্যিই একজন ভয়ংকর মানুষ।' ইলহানের জন্ম সোমালিয়ায়। গৃহযুদ্ধ থেকে বাঁচতে আট বছর বয়সে তিনি পরিবারের সঙ্গে দেশ থেকে পালিয়ে যান। কেনিয়ার একটি শরণার্থীশিবিরে চার বছর কাটানোর পর ১৯৯৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। তিনি ২০০০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হন।

ট্রাম্পের এমআরআইয়ে দেখা গেছে তার স্বাস্থ্য 'অসাধারণ'

বাংলাদেশ ডেস্ক : হোয়াইট হাউস জানিয়েছে প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প সুস্থ আছেন। সম্প্রতি তার যে এমআরআই পরীক্ষা করা হয়েছে, তাতে দেখা গেছে তার হৃদ্রোগ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য ভালো আছে। ফলে প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প দেশের সর্বোচ্চ পদে থাকায় তার বয়স কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করছে কিনা। হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলাইন লেভিট সোমবার এ তথ্য জানান। এক ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, ট্রাম্পের বয়সী পুরুষদের জন্য এ ধরনের পরীক্ষা উপকারী। লেভিট বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কার্ডিওভাসকুলার ইমেজিং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কোনো ধমনি সংকোচন, রক্তপ্রবাহে বাধা, হৃদ্যন্ত্র বা বড় রক্তনালীতে কোনো অস্বাভাবিকতার প্রমাণ নেই। ৭৯ বছর বয়সী প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, হৃদ্যন্ত্রের চেম্বারগুলো স্বাভাবিক আকারের। রক্তনালির দেয়াল মসৃণ ও সুস্থ, কোনো প্রদাহ বা রক্ত জমাটের লক্ষণ নেই। সামগ্রিকভাবে তার কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেম অত্যন্ত ভালো অবস্থায় আছে। তার অ্যাবডোমিনাল ইমেজিংও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

সম্প্রতি এক স্বাস্থ্য পরীক্ষায় ট্রাম্প ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং (এমআরআই) স্ক্যান করান। তবে এই প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি প্রকাশ্যে কিছু জানাননি। সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষায় এমআরআই করা প্রচলিত নয়। এজন্যই প্রেসিডেন্টের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত তথ্য যথাসময়ে প্রকাশ করা হচ্ছে কিনা- এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। ট্রাম্প তার বয়স ও সুস্থতা নিয়ে সংবেদনশীল। সম্প্রতি তিনি সামাজিক মাধ্যমে নিউইয়র্ক টাইমস-এর এক নারী প্রতিবেদককে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেন। ওই প্রতিবেদক ট্রাম্পের বয়স তার শক্তি ও কর্মক্ষমতাকে কীভাবে প্রভাবিত করছে- এ বিষয়ক একটি প্রতিবেদনের সহ-লেখক ছিলেন।

১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে নতুন আঙ্গিক
জ্যামাইকা ফার্মেসী
আমরা এখন নতুন করে
সিভিএস কেয়ারমার্ক-
এর আওতাধীন সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করছি
Now we accept CVS CAREMARK
✓ WellCare ✓ MetroPlus ✓ healthfirst ✓ Fidelis Care
✓OTC Card
আমরা সব রকমের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

We accept all private Insurances
ঔষধ, মেডিকেল, সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি, ভিটামিন, নিউট্রিশনসহ বিভিন্ন ধরনের মেডিকেল সামগ্রী পাওয়া যায়
JAMAICA PHARMACY Tel : 718-206-9333
168-43 Hillside Ave., Jamaica, NY 11432 Fax: 718-206-4973
E-MAIL : jamaicapharmacy16843@yahoo.com

প্রবাসী বুটেক্স অ্যালামনাই ইউএসএ আত্মপ্রকাশ

নিউইয়র্ক : সম্প্রতি আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সটাইলের সব অ্যালামনাইদের সমন্বয়ে একটি কার্য করী কমিটি গঠন করা হয়েছে। সভায় অ ামেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের বুটেক্স গ্র্যাজুয়েট টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়াররা অংশগ্রহণ করেন। প্রাণবন্ত এই অনুষ্ঠানটি ছিল বুটেক্স অ ্যালামনাই ইউএসএ আয়োজিত প্রথম ভার্চুয়াল এবং সশরীরে উপস্থিত সদস্যদের সংমিশ্রণে একটি মিলন মেলা।

সভার শুরুতে বুটেক্স অ্যালামনাই ইউএসএ– এ নামে সংগঠনের উদ্দেশ্য আদর্শ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন ইঞ্জিনিয়ার ফারুক হোসেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইঞ্জিনিয়ার ড. মো. মজিবুর রহমান খান। টেকনিক্যাল সাপোর্টে ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার ড. ইমরানুল ইসলাম।

এরপর ইঞ্জিনিয়ার মো. তারিকুল ইসলাম (তারিক)-এর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ ্য দিয়ে শুরু হয় সভার মূল কার্যক্রম। প্রথম পর্বে সভায় উপস্থিত সদস্যদের এবং ভার্চুয়ালি উপস্থিত সবার পরিচিতি তুলে ধরা হয়।

দ্বিতীয় ধাপে সবার সম্মতিতে ২০২৬-২০২৭ বছরের জন ্য একটি ৩১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি এবং উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। উপস্থিত সদস ্যদের সম্মতিতে সংগঠনের সভাপতি পদে ইঞ্জিনিয়ার মো. তারিকুল ইসলাম (তারিক), সিনিয়র সহ-সভাপতি পদে ইঞ্জিনিয়ার ফারুক হোসেন এবং সহ-সভাপতি পদে ইঞ্জিনিয়ার আনোয়ারুল হক নির্বাচিত হন।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক পদে ইঞ্জিনিয়ার ড. মো. মজিবুর রহমান খান ও ইঞ্জিনিয়ার ফরহাদ আকবর সহ-সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার লিটন খান এবং সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার রাজিউল হাসান। অর্থ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার ড. ইমরানুল ইসলাম এবং সহ-অর্থ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার নাফিউল মজিদ।

অন ্যান ্য পদে যারা নির্বাচিত হয়েছেন, তারা হলেন– সামাজিক উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আহসানুল হক জালাল, সহ-সামাজিক উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার ড. শহীদুল কাদের, শিক্ষা ও ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মীর সালাউদ্দিন রবিন, সহ-শিক্ষা ও ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. আবুল শহীদ সজল, ক্রীড়া সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার শেখ মোহাম্মাদ হাসান মিথুন, সহ-ক্রীড়া সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার ড. তানজীম হোসেন সানী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার অবণী কুণ্ডু, সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার সোলাইমান, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার ড. ফারহানা মমতাজ দিপা, সহ-মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার উম্মে হানি বর্ষা।

কার্যকরী কমিটির সদস্যরা হলেন– ইঞ্জিনিয়ার আবদুস সালাম, ইঞ্জিনিয়ার খোরশেদ আলম, ইঞ্জিনিয়ার ড. মাহবুবুল হক, ইঞ্জিনিয়ার জিল্লুর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার প্রদীপ বিশ্বাস, ইঞ্জিনিয়ার সুমন শাহীন, ইঞ্জিনিয়ার মাইন মো. খাইরুল আক্তার, ইঞ্জিনিয়ার আহমেদ সাকিব সিনা, ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হাসান, ইঞ্জিনিয়ার আহমেদ সাবাব সারেক।

উপদেষ্টা কমিটির সদস্যরা হলেন– ইঞ্জিনিয়ার ড. আলী আহম্মেদ (প্রধান উপদেষ্টা), ইঞ্জিনিয়ার জিয়াউর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার লিয়াকত সরদার, ইঞ্জিনিয়ার মোতাহের হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার আবুল কালাম আজাদ, ইঞ্জিনিয়ার বদরুল আলম বাদল, ইঞ্জিনিয়ার মো. হালিম জাহাঙ্গীর, ইঞ্জিনিয়ার রাফিজ করিম টুনু, ইঞ্জিনিয়ার কামরুল হাসান, ইঞ্জিনিয়ার সহিদুর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার ড. জগলুল আইয়ুব লিটন, ইঞ্জিনিয়ার এসএম শাখায়াত হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার সহিদুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার মোস্তাফিজুর রহমান জন, ইঞ্জিনিয়ার ড. মো. রুহুল কুদ্দুস সাইফ, ইঞ্জিনিয়ার ড. আবদুল আওয়াল।

জ্যামাইকায় ডা. শামীম আহমেদের নিজস্ব নতুন অফিস

GETWELL MED-CARE P.C.

170-25 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432

718-305-1262

ডা. শামীম আহমেদ, এমডি,এফএসিপি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই ক্লোলেস্টেরল।
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস : ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি

আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

SHAMIM AHMED,MD, FACP
INTERNAL MEDICINE, GERIATRIC MEDICINE

Jamaica Office
170 25 Cedarcroft Rd, Jamaica, NY 11432
Ph: 718-305-1262
Fax:718-205-4815

Jackson Heights Office
35-30 64th Street, Woodside, NY 11377
Phone : 718-205-6561
Fax: 718-205-4815

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Bangladeshi Foot Specialist

Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
ডায়াবেটিক রোগীদের ফুট চেকআপ করা হয়।

We accept
Wellcare, Health First, Metro-plus, Fidelis, Medicare, Aetna, Cigna and other private insurances.

আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।

Call for Appoinment

Jamaica Office : 16605 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
Jackson Heights: 70-17 37th Ave. Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office : 486 McDonald Avenue, Brooklyn, NY 11218
Parkchester: 1381 Castle Hill Ave, Bronx NY 10461
Ozone park: 77-21, 101th Avenue, Ozonepark, NY11416
Floral Park : 264-02, Hillside Ave, Floral Park, NY 11004

Phone: 347-509-4470 (Cell)
Fax : (646) 845-1861

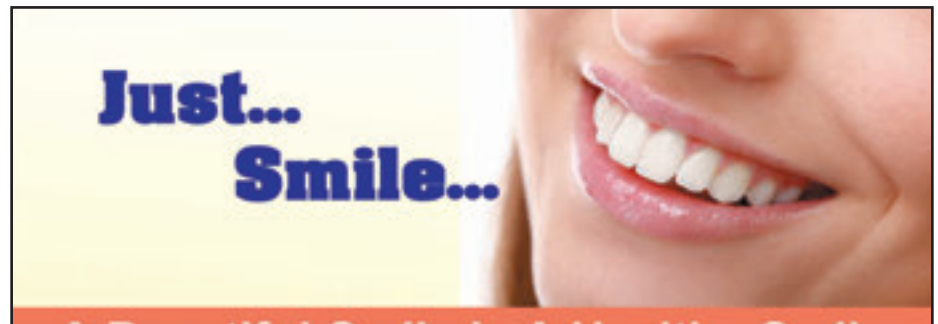

A Beautiful Smile Is A Healthy Smile

- General Dentistry
- Nitrous Oxide
- Crown & Bridges
- Dentures
- Extractions
- Cosmetic Dentistry
- Veneers
- Bonding
- Root Canal Therapy
- Implant Surgery & Restorations

IMPLANT & COSMETIC DENTISTRY

MEDICAID & MOST INSURANCE ACCEPTED

WE ACCPT MAJOR CREDIT CARDS

IMPLANT CONSULTATION

Dr. Muslima J. Khandakar, DMD
Dr. Mohammad Wahedur Rahman, D.D.S

TWO OFFICES ON HILLSIDE AVENUE

FLORAL DENTAL CARE P.C.
256-18 Hillside Ave.
Floral Park, NY-11004
Tel: (718)343-5353
Fax: (718)343-5354

CUTE DENTAL CARE P. C.
167-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY-11432
Tel: (718)526-5999
Fax: (718)526-6646

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার

SAYERA HAQUE, M.D

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল

সেবাসমূহ
- জেনারেল চেকআপ
- শারীরিক পরীক্ষা
- ডায়াবেটিস
- হাইপারটেনশন
- হাই কোলেস্টরল এজমা
- ইকেজি
- বয়স্ক ভেক্সিনেশান
- ব্লাড টেষ্ট
- TLC/Motor Vehicle Exam
- মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন

We accept most of the Insurances

Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67

Office Hours
TTuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm

Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

সিলেট-২ আসনে প্রার্থী লুৎফুর রহমানের নিউইয়র্কে মতবিনিময়

রশীদ আহমদ: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেট-২ (ওসমানীনগর-বিশ্বনাথ) আসনের বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ মনোনীত প্রার্থী, নিউইয়র্ক বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিতমুখ,বিশিষ্ট আলেম ও সমাজসেবক মুফতি লুৎফুর রহমান ক্বাসিমীর সমর্থনে গত ৩০ নভেম্বর রোববার সন্ধ্যায় এস্টোরিয়ায় কাবুল গ্রীল আফগান রেস্টুরেন্টে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রবাসী বাংলাদেশি আমেরিকান এর ব্যানারে মতবিনিময়ে প্রবাসী বাংলাদেশী, ওলামা মাশায়েখ, সুশীল সমাজ ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার জুন্নুন চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাংবাদিক জহিরুল হক বশির এর সাবলীল সঞ্চালনায় সভার শুরুতে তেলাওয়াত করেন হাফেজ আসাদ আহমদ। প্রধান অতিথি সিলেট-২ আসনের সংসদ সদস্য পদ-প্রার্থী মুফতি লুৎফুর রহমান ক্বাসিমী তার বক্তব্যে বলেন,যদি মহান আল্লাহ তা'আলা আমাকে খেদমতের সুযোগ দান করেন,তাহলে আমার অবহেলিত ওসমানীনগর-বিশ্বনাথকে একটি আধুনিক ও মডেল এলাকায় রূপান্তরিত করব।এই দুটি উপজেলা থেকে সন্ত্রাস, দুর্নীতি-রাহাজানি চিরতরে বন্ধ করব।শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যুগান্তকারী প্রদক্ষেপ গ্রহণ করব।সর্বোপরি ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসী জনগণকে সাথে নিয়ে নতুন প্রজন্মের আগামীর বাংলাদেশ গড়তে প্রানন্তকর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব।

তিনি আরো বলেন, গত ১০ বছর যাবত আমি নিয়মিত এলাকার মানুষের পাশে নানাভাবে দাঁড়ায়েছি। করোনা, বন্যাসহ মানুষের সুখে-দুঃখে সব সময় পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন দল ও ব্যক্তি এই এলাকা থেকে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন, কিন্তু মানুষের আশা- আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেননি। এলাকার রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা দেখে বুঝা যাচ্ছে- এই এলাকার মানুষ কতটা কষ্টে জীবন-যাপন করছেন। আমাদের পরিবার দীর্ঘদিন ধরে এ অঞ্চলের শিক্ষা, সমাজসেবা ও ন্যায়বিচারের জন্য কাজ করে আসছে। আমি নির্বাচিত হলে রাস্তাঘাটসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিশ্চিত করব।

মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে আলোচনা করেন বিশ্বনাথ প্রবাসী কল্যাণ সমিতির সভাপতি আজাদুর রহমান আজাদ, বিশ্বনাথ প্রবাসী কল্যাণ সমিতির উপদেষ্টা আলমাস আলী, ম্যানহাটন বাংলা কালচারাল স্কুলের সিইও ইকবাল আহমেদ মাহবুব, বিশ্বনাথ প্রবাসী কল্যাণ সমিতির সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল মনাফ, সেক্রেটারি মোঃ আজম আলী, আসসাফা ইসলামিক সেন্টার এর উপদেষ্টা আব্দুস সাত্তার, হাবিবুর রহমান, বায়তুশ শরফ ইসলামিক সেন্টার ও জামে মসজিদ এর ইমাম ও খতিব মাওলানা জাকারিয়া মাহমুদ, আসসাফা ইসলামিক সেন্টারের সভাপতি সুলতান আহমদ জসিম, আসসাফা ইসলামিক সেন্টার এর ইমাম মাওলানা রফিক আহমদ রেফাহী,দারুল আহনাফ এর প্রিন্সিপাল মাওলানা হামিদুর রহমান আশরাফ, বহু গ্রন্থের প্রণেতা ও দারুল আহনাফ এর সেক্রেটারি লেখক রশীদ জামীল, হাফিজ মাওলানা শিহাব উদ্দিন আহমেদ ও ইয়র্ক বাংলা'র সম্পাদক এবং নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের অর্থ সম্পাদক প্রিন্সিপাল রশীদ আহমদসহ প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে ডাক্তার জুন্নুন চৌধুরী বলেন, সিলেট-২ আসন সিলেটের অন্যান্য সংসদীয় আসন থেকে বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এই এলাকায় জন্ম নিয়েছিলেন বাংলাদেশের খ্যাতিমান কৃতি পুরুষ, বঙ্গবীর জেনারেল আতাউল গণী ওসমানী। ওই আসনের সাবেক এমপি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা এম ইলিয়াস আলী। ভৌগলিক প্রেক্ষাপটেও এই আসনটি বিভিন্ন সময় পরিবর্তন হওয়ায় এলাকার উন্নয়ন ও গুণোগত মানের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে।যদিও প্রবাসী অধুষ্যিত এলাকা হওয়ায় অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ।এই আসন থেকে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস মনোনীত প্রার্থী মুফতি লুৎফুর রহমান ক্বাসিমী। ৮ সমমনা দলসমূহের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। আমরা তার শুভ কামনা করছি এবং আমাদের সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে ওয়াদা দিচ্ছি। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এর বর্তমান বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে খুবই প্রয়োজন। দেশ ও জাতির কল্যাণ ও বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনা ও মুফতি লুৎফুর রহমান কাসেমী'র প্রত্যাশা পূরণে দুআ পরিচালনা করেন আসসাফা ইসলামিক সেন্টার এর ইমাম মাওলানা রফিক আহমদ রেফাহী।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ৬২তম মৃত্যুবার্ষিকী ৫ ডিসেম্বর

বাপসনিউজঃ আগামী ৫ ডিসেম্বর শুক্রবার খ্যাতিমান রাজনীতিবিদ, পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী, আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক শিক্ষক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ৬২তম মৃত্যুবার্ষিকী। যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন যথাযোগ্য মর্যাদায় তার ৬২তম স্মৃতিবার্ষিকী পালন করবে । এ উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র সোহরাওয়ার্দি স্মৃতি পরিষদ, শিরি শিশু সাহিত্য কেন্দ্র , বঙ্গবন্ধু প্রচার কেন্দ্র ও সমাজ কল্যাণ পরিষদ, বনলতা শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক গোষ্ঠী এবং শেখ হাসিনা মঞ্চসহ বিভিন্ন সংগঠন বিশেষ আলোচনা সভা ও প্রার্থনার আয়োজন করেছে ।

নিউ হরাইজন লায়ন্স ক্লাবের অভিষেক ৬ ডিসেম্বর

বাপসনিউজঃ নবগঠিত নিউইয়র্ক নিউ হরাইজন লায়ন্স চার্টার্ড ক্লাবের অভিষেক অনুষ্ঠান ৬ ডিসেম্বর শনিবার, লাগর্ডিয়ার হোটেল ম্যারিয়টের বলরুমে অনুষ্ঠিত হবে। গত সোমবার ২৪ নভেম্বর ক্লাবের প্রেসিডেন্ট লায়ন তারেক হাসান খান এবং অভিষেক কমিটির কনভেনার ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী লায়ন নাঈম আহমেদ এর নেতৃত্বে ১২ সদস্যের কমিটি অভিষেকের প্রস্তুতিমূলক কাজ করছেন। অন্যান্য সদস্যরা হলেন: ক্লাব সেক্রেটারি আহমেদ সোহেল, অভিষেক কমিটির সদস্য সচিব আমির হোসেন কামাল, চিফ কোঅর্ডিনেটর মনিরুল ইসলাম, জামিল হোসেন, লায়ন আনোয়ার হক, হাকিকুল ইসলাম খোকন, মোঃ হুদা, শাহিনুর রহমান বিপ্লব, ইশতিয়াক রুমি, সাজ্জাদ রহমান খান, দুলাল বেহেদু ও মিসেস কবরী।

নরসিংদী জেলা সমিতির নতুন কার্যকরি সমিতি সভাপতি রশীদ ও সাধারণ সম্পাদক কিবরিয়া

নিউইয়র্ক: বিপুল উৎসাহ ও আনন্দঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে গত ২৩ নভেম্বর জ্যামাইকাস্থ নবান্ন রেস্টুরেন্টে নরসিংদী জেলা সমিতি ইউএসএ'র দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা ও ২১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ (২০২৬-২০২৭) গঠন করা হয়েছে। সভায় সংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতৃবৃন্দ, সাধারণ সদস্যসহ নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মো. হারুন অর রশীদ।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলওয়াত এবং নরসিংদী জেলাসহ সারা বাংলাদেশে ভূমিকম্পে নিহত এবং আহতদের স্মরণে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি জাহিদুল হক খান অরুণ।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো. হাবিবুর রহমানের সঞ্চালনায় উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের বর্তমান সভাপতি। সূচনা বক্তব্যের পর সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সাধারণ সদস্যসহ উপস্থিত সবাই নিজ নিজ মতামত তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।

সাধারণ সভায় উপস্থিত সবার কাছে গত দুই বছরের সব কার্যক্রমের ওপর রিপোর্ট পেশ করেন সংগঠনের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক। বিগত দুই বছরের প্রতিটি অনুষ্ঠানের হিসাব স্বচ্ছতার সাথে লিপিবদ্ধ করে রিপোর্ট পেশ করেন সংগঠনের ট্রেজারার মো. ওবায়েদুর রহমান ভূঁইয়া ইমন।

এরপর উপস্থিত সবার মতামতের ভিত্তিতে সর্বসম্মতিক্রমে ২১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদের কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি গঠনের পর তা নির্বাচন কমিশনে জমা দেয়া হয়। নির্বাচন কমিশনে একই পদে একাধিক প্রার্থী না থাকায়, নির্বাচন কমিশনে জমা দেয়া ১টি প্যানেলের সবাইকে বিজয়ী ঘোষণা করেন।

নিউইয়র্ক ষ্টেট আ. লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহীন আজমলের মাতৃবিয়োগ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক ষ্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহীন আজমলের মা সৈয়দা আছিয়া বেগম যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান রাজ্যের একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মঙ্গলবার (২ নভেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার বয়স হয়েছিলো ৮৫ বছর। মৃত্যুকালে তিনি ৪ পুত্র ও ২ কন্যা ছাড়াও নাতি-নাতনী সহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। জানা গেছে, মিশিগান রাজ্যের ওয়ারেন সিটিতে ছোট পুত্র মাহবুব আজমলের সাথে বসবাস করছিলেন সৈয়দা আছিয়া বেগম। তিন দিন আগে শরীর খারাপ হলে তাকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটলে মঙ্গলবার তিনি ইন্তেকাল করেন। শাহীন আজমল জানান, মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে তিনি মঙ্গলবার দিনই নিউইয়র্ক থেকে মিশিগানে পৌছান। তার লন্ডন প্রবাসী ভাই যুক্তরাষ্ট্রে আসার পরই মরহুমা সৈয়দা আছিয়া বেগমের দাফনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে।

শোক প্রকাশ: নিউইয়র্ক ষ্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহীন আজমলের মা সৈয়দা আছিয়া বেগমের মৃত্যুতে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ সহ দলীয় নেতৃবৃন্দ গভীর শোক ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসোসিয়েশনের থ্যাংক্সগিভিং ডে উদযাপন

নিউইয়র্ক : কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা থ্যাংক্সগিভিং ডে উদযাপন করেছে। এ উপলক্ষে গত ২৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় এস্টোরিয়ার হ্যালো বাংলাদেশ রেস্টুরেন্টে শুভেচ্ছা বক্তব্য, সঙ্গীত ও টার্কি ভোজের আয়োজন করে। বিপুলসংখ্যক প্রবাসী কিশোরগঞ্জবাসী সপরিবারে অংশ নেয়ায় অনুষ্ঠানটি মিলনমেলায় পরিণত হয়। এছাড়াও বিভিন্ন জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এবাদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবিএম ওসমান গণি, ভাইস চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান দুলাল, সদস্য মোহাম্মদ বেলাল হোসেন ও ছাইদুর খান ডিউক, উপদেষ্টা কামরুল হাসান চৌধুরী ধনু, আজিজুন নাহার মুকুল, ইকবাল হোসেন ও সৌরভ হোসেন, কো-চেয়ারম্যান জুবায়ের আহমেদ রানা, মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন, শামীম আহমেদ নাসের, মোহাম্মদ দুলাল বিল্লাহ ও কামরুল ইসলাম রুনু, এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর মনিরুজ্জামান মনির, ট্রেজারার বিশ্বজিৎ পালসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও অতিথিরা বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের বোর্ড অব ডাইরেক্টর মোহাম্মদ মাহফজুল হক, জাকিয়া খান, বিশ্বজিৎ পাল, তাহমিনা চৌধুরী, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম ও মকবুল হোসেন, কার্যকরী সদস্য ফাহমিদা খানম, খাদিজা আকুঞ্জি, লুবনা শারমীন মমি, তানিয়া রফিক, ফারজানা ইসলাম, আব্দুর রাশেদ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মনসুর খান, আজহার ইছহাক, মামুন আশরাফী, এমএন জিন্নাত, মনিরুল ইসলাম, ফেরদৌস ভূঁইয়া, আমিনুল ইসলাম, নবী হোসেন, মোহাম্মদ হক।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী রোকসানা মির্জা। শিল্পী শিশু-কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে নেচে নেচে গান পরিবেশন করার পাশাপাশি একাধিক গানের মাধ্যমে উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করেন।

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।
APNAR PHARMACY
168-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432
Ph. : 347-561-6520
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

অক্সফোর্ড ডিকশনারির বর্ষসেরা শব্দ 'রেজ বেইট'

বাংলাদেশ ডেস্ক : কখনো এমন হয়েছে কি, অনলাইনে কোনো কিছু পড়তে গিয়ে মনে হয়েছে যে ইচ্ছা করে উসকানিমূলক কথাবার্তা বলা হচ্ছে, যাতে আপনি রাগে ফেটে পড়েন? যদি এমন কিছু আপনার সঙ্গে ঘটে থাকে, তবে আপনি 'রেজ বেইট' বা 'রাগ টোপ'এর মুখোমুখি হয়েছেন। 'রেজ বেইট' বলতে এমন এক ধরনের কনটেন্টকে বোঝানো হয়, যেগুলো সচেতনভাবে মানুষকে রাগিয়ে দিয়ে তাকে সম্পৃক্ত বা এনগেজ করতে চেষ্টা করে। এটি এখন অনলাইনে এতটাই সাধারণ হয়ে উঠেছে যে অক্সফোর্ড ডিকশনারি 'রেজ বেইট'কে এ বছর তাদের বর্ষসেরা শব্দ হিসেবে ঘোষণা করেছে। গত রোববার অক্সফোর্ড ডিকশনারি এ ঘোষণা দেয়। যুক্তরাজ্যভিত্তিক এই অভিধান এক বিবৃতিতে বলেছে, এ বছর শব্দটির ব্যবহার তিন গুণ বেড়েছে। প্রবণতাটি বলছে, মানুষ জানে যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যালগরিদম ও উসকানিমূলক কনটেন্টের মাদকতায় সাড়া দিয়ে তারা হুট করে চরম তর্কবিতর্কে জড়িয়ে পড়ছে। এ বছর প্রায় প্রতিটি প্রধান ডিকশনারি তাদের বর্ষসেরা শব্দ হিসেবে এমন একটি শব্দ নির্বাচন করেছে, যা ইন্টারনেটের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই শব্দচয়ন দৈনন্দিন জীবনে প্রযুক্তির প্রভাবের কথা বলছে, আমাদের মুখের ভাষায় তার প্রকাশের রূপ দেখাচ্ছে। তবে কখনো কখনো 'রেজ বেইট' অপেক্ষাকৃত নির্দোষ হতে পারে। যেমন এটা হতে পারে, বিস্বাদ উপকরণ দিয়ে করা একটি রেসিপি। অথবা পোষা প্রাণী, সঙ্গী বা ভাইবোনকে চটানোর কথা বা দৃশ্য।

কিন্তু এটি রাজনৈতিক আলোচনাতেও প্রবেশ করেছে। সাধারণত এসব ক্ষেত্রে মানুষের রাগ-ক্ষোভকে ব্যবহার করা হয় রাজনীতিবিদদের পরিচিতি বাড়াতে এবং প্রতিক্রিয়া ও পাল্টা প্রতিক্রিয়ার মালা তৈরি করতে। কলিন্স ডিকশনারি ২০২৫ সালে বর্ষসেরা শব্দ হিসেবে 'ভাইব কোডিং'কে বেছে নিয়েছে। 'ভাইব কোডিং' বলতে একধরনের সফটওয়্যার বানানো বোঝায়, যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) সাহায্যে সাধারণ ভাষাকে কম্পিউটার কোডে রূপান্তরিত করা হয়। আরও সহজভাবে বললে, প্রোগ্রামিং না জেনেও শুধু কথার মাধ্যমে নির্দেশ (প্রম্পট) দিয়েই একটি সম্পূর্ণ সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশন (অ্যাপ) তৈরি করাকে 'ভাইব কোডিং' বলে। কেমব্রিজ ডিকশনারির এই বছরের সেরা শব্দ হচ্ছে 'প্যারাসোশ্যাল'। 'প্যারাসোশ্যাল' বলতে অনলাইনে অচেনা কারও সঙ্গে গড়ে তোলা সম্পর্ককে বোঝায়। গত বছর অক্সফোর্ড 'ব্রেন রট' শব্দটিকে তাদের বর্ষসেরা শব্দ নির্বাচিত করেছিল। 'ব্রেন রট' বলতে বোঝায় অনবরত ডিজিটাল কনটেন্ট ঘাঁটতে ঘাঁটতে বুদ্ধি ক্ষয় করা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার ও ক্রমাগত অন্তঃসারশূন্য আধেয় (কনটেন্ট) দেখার প্রবণতার কারণে যে মানসিক অবক্ষয়, তা বোঝাতে 'ব্রেন রট' শব্দটি ব্যবহার হয় বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন অক্সফোর্ড ল্যাঙ্গুয়েজের প্রেসিডেন্ট ক্যাসপার গ্র্যাথওয়েল। ক্যাসপার গ্র্যাথওয়েল বলেন, 'রেজ বেইট' ও 'ব্রেন রট' শব্দ দুটি মিলে একটি শক্তিশালী আবর্ত তৈরি করছে। এখানে রাগ বা ক্ষোভ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের সম্পৃক্ত করে, অ্যালগরিদম সেটা বাড়ায় এবং ক্রমাগত এসব কনটেন্ট দেখার ফলে আমরা মানসিকভাবে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ি। ক্যাসপার গ্র্যাথওয়েল আরও বলেন, 'এই শব্দগুলো কেবল প্রবণতাগুলো সংজ্ঞায়িত করে না; এগুলো দেখায় কীভাবে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম আমাদের চিন্তাভাবনা ও আচরণ পাল্টে দিচ্ছে।' অক্সফোর্ড ডিকশনারি জনসাধারণকে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা থেকে বছরের সেরা শব্দটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছিল। তাদের তালিকায় 'অরা ফার্মিং' ও 'বায়োহ্যাক' শব্দ দুটিও ছিল। প্রতিটি শব্দের ভাব প্রকাশ করতে অক্সফোর্ড ডিকশনারি তাদের ইনস্টাগ্রামে ব্যঙ্গাত্মক ভিডিও পোস্ট করেছে। 'অরা ফার্মিং' হলো একটি প্রশংসনীয়, আকর্ষণীয় বা ক্যারিশমাটিক ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা, নিজেকে এমনভাবে উপস্থাপন করা, যাতে সূক্ষ্মভাবে আত্মবিশ্বাস, শান্তভাব বা রহস্যময়তার ছাপ ফুটে ওঠে। 'বায়োহ্যাক' হলো খাদ্যাভ্যাস, ব্যায়াম বা জীবনধারা পরিবর্তন করে অথবা ওষুধ, খাদ্য পুষ্টির পরিপূরক (সাপ্লিমেন্ট) বা প্রযুক্তিগত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে নিজের স্বাস্থ্য, আয়ু বা সুস্থতার সবচেয়ে বাড়ানোর চেষ্টা করা। 'রেজ বেইট' কেমন হতে পারে তা দেখাতে গিয়ে দেখানো হয়েছে যে একজন এক কাপ চা বানাতে গিয়ে দুধ-চিনি ছড়িয়ে একাকার করল, তারপর পায়ের নখ খুঁটল আর নিজের মাথায় দুধ ঢেলে দিল।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমন্বয়ে মাল্টি স্পেশিয়ালিটি মেডিকেল সেন্টার

MOHAMMED K RASHID M.D.

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ :

Mohammed K Rashid M.D.
Diplomat American Board of Internal Medicine

Mohammad W. Rahman, M,D
Board Certified Internal Medicine
Board Certified Geriatric Medicine

Kawser U. Ahmed, M. D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Attending Department of Medicine
Queens Hospital Center

অ্যালার্জি এন্ড ইমমিয়োনলজি
N Kumar M. D.
Allergy & Immunology
Allergy Testing, Hay Fever, Skin Rash, Asthma, Sinusitis, Food & Drug Allergies, Hives.

আমরা প্রায় সকল প্রকার হেলথ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

এ্যপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন:
Tel: 718-657-8525
168-32, Highland Ave.
Jamaica, NY-11432

আমাদের সেবাসমূহ:
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস: ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি এবং এ্যালার্জি টেস্টিং।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় নিরিবিলি পরিবেশে

অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার

প্রবাসী বাংলাদেশীদের অধিকতর সেবার প্রত্যয়ে আমরা

আমাদের সেবাসমূহ:
- শারীরিক চেকআপ
- টিএলসি টেস্ট
- DMV-ভিশন টেস্ট
- ডায়াবেটিস পরীক্ষা
- উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষা
- হাই কোলেস্টেরল পরীক্ষা
- হজ্ব ও ওমরাহ টিকা
- স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
- স্কুল ফর্ম পূরণ
- WIC ফর্ম
- PAP Smear পরীক্ষা
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট
- ড্রাগ টেস্ট
- ভ্যাক্সিন প্রদান

Immigration Physical Done Here
এখানে ইমিগ্রেশন (গ্রিনকার্ড) স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করে থাকি

জাকিয়া হোসেন (লিপা) MD, FACP
BOARD CERTIFIED IN INTERNAL MEDICINE
www.zakiahossainmd.com

Doctors Office

Jackson Heights
64-17, Broadway
(bet. 64th & 65th st.)
Woodside, NY 11377
(subway E,F,R,N,V,G,7,)
Ph. 718-424-0309
718-424-0137

Jamaica
171-09, Mayfield Road
Jamaica, NY 11432
Ph. 718-298-5680
718-298-5681
সহজে পার্কিং পাওয়া যায়

Bronx Office
1803 Westchester Ave.
Bronx, NY 10472
718-828-0600, 718-828-5800

আমরা ৭ দিনই খোলা

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

অপ্টার সুপার কম্পিউটারের মতে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ জিতবে যে দল

স্পোর্টস ডেস্ক : ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬'র বাছাই পর্বের অনেকটা ধাপ শেষ হয়েছে। এরই মধ্যে নিশ্চিত হয়েছে বিশ্বকাপের ৪২ দল। বাকি ছয় দল নিশ্চিত হবে প্লে-অফের মাধ্যমে। যার চারটি আসবে ইউরোপিয়ান অঞ্চলের প্লে-অফ থেকে আর বাকি দুটি দল নিশ্চিত হবে আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফের মাধ্যমে। ফিফা জানিয়েছে এই ৫ ডিসেম্বর, বিশ্বকাপ ফুটবল ২০২৬'র ড্র অনুষ্ঠিত হবে। ড্র হওয়ার আগে অপ্টার সুপার কম্পিউটার জানিয়েছে, বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনা কোন কোন দলের বেশি। অপ্টার সুপার কম্পিউটার ২০২২ সালের বিশ্বকাপ নিয়ে জানিয়েছিল, আর্জেন্টিনার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। হয়েছেও তাই। এবার কি তাহলে মিলবে সুপার কম্পিউটারের প্রেডিকশন।

স্পেন : ইউরো ২০২৪ জিতেছে স্পেন। গেল বছর হওয়া ইউরোতে স্পেন তাদের সাত ম্যাচের ছয়টি জিতেছে ৯০ মিনিটের মধ্যে। পুরো টুর্নামেন্টে স্পেন করে ১৫ গোল। তার চেয়ে বড় কথা স্পেন জাতীয় দল শেষ ৩১ ম্যাচে আছে অপরাজিত (পেনাল্টিতে যাওয়া ম্যাচ বাদে)। এমন পরিসংখ্যানের আলোকে অপ্টার সুপার কম্পিউটার বলছে স্পেনের বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনা ১৭ শতংশ।

ফ্রান্স : দিদিয়ের দেশমের কোচিংয়ে ২০১৮ বিশ্বকাপ জেতে ফ্রান্স। ২০২২ সালেও ফাইনালে উঠেছিল ফরাসিরা। তবে আর্জেন্টিনার কাছে তারা হারে টাইব্রেকারে। এবার ২০২৬ বিশ্বকাপেও ফ্রান্স ফেবারিটদের তালিকায় আছে উপরের দিকেই। সুপার কম্পিউটারও দিচ্ছে তেমনই হিসেব। অপ্টার সুপার কম্পিউটার বলছে, ফ্রান্সের বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনা ১৪.১ শতাংশ। ফ্রান্সের জন্য তুরুপের তাস হতে পারেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। বিশ্বকাপের মঞ্চে নিজেকে প্রমাণ করেছেন এমবাপ্পে। ফ্রান্সের সর্বোচ্চ গোলদাতা হতে তার প্রয়োজন আর দুটি গোল। বিশ্বকাপের দুই আসরে ১২ গোল করা হয়ে গেছে এমবাপ্পের। এবারের বিশ্বকাপে আর চারটি গোল করলেই মিরোস্লাভ ক্লোসার ১৬ গোলের রেকর্ড ভাঙবেন এমবাপ্পে।

জার্মানি : বিশ্বকাপ জয় করতে পারে ২০২৬ সালে, সুপার কম্পিউটারের সেই সম্ভাবনায় দেশের তালিকায় জার্মানি আছে ব্রাজিলেরও আগে। যদিও ২০২৪ ইউরোতে কোয়ার্টার ফাইনালে বিদায় নিয়েছিল জার্মানি। তবে বল পজিশনিংয়ে জার্মানি ছিল সেই টুর্নামেন্টে দ্বিতীয় সেরা। তবু সুপার কম্পিউটার জার্মানির বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনা দেখছে ৭.১ শতাংশ।

পর্তুগাল : ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলতে কতটা মরিয়অ তা এই কিংবদন্তির ফিটনেস দেখেই বোঝা যায়। কিছুদিন আগে আল নাসরের হয়ে একটি বাইসাইকেল গোলও করেন তিনি। তার আগে রোনালদো শিরোনাম হন, বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে লাল কার্ড দেখে। শঙ্কা ছিল রোনালদো বিশ্বকাপে খেললে গ্রুপ পর্বের তিন ম্যাচ নিষিদ্ধ হবেন। তবে ফিফা রোনালদোর নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করেছে। তাই আবারও রোনালদো ভক্তরা দেখছেন স্বপ্ন। পর্তুগাল দারুণ এক দল। ভিতিনহা, জোয়াও নেভেস এবং নুনো মেন্ডেস গেল মৌসুমটা দারুণ কাটিয়েছেন পিএসজির হয়ে। রবেন দিয়াস, বার্নার্দো সিলভা এবং ব্রুনো ফার্নান্দেজরাও বেশ অভিজ্ঞ। এসব বিবেচনায় সুপার কম্পিউটার বলছে, পর্তুগালের বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনা ৬.৬ শতাংশ।

ব্রাজিল : পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। বিশ্বকাপে ফেভারিটদের তালিকায় ব্রাজিল থাকবে না এমনটি বোধ হয় কল্পনাও করতে পারেন না ফুটবল সমর্থকরা। তবে অপ্টার কম্পিউটার এবার ব্রাজিলকে ফেভারিটের তালিকায় রাখলেও তাদের অবস্থান বা সম্ভাবনার হার আপাতত কমই বলছে অপ্টার সুপার কম্পিউটার। এর পেছনে অন্যতম কারণ হতে পারে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে কনমেবল অঞ্চলে ব্রাজিলের পঞ্চম স্থানে শেষ করা। এছাড়া ভিনিসিয়ুস ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে দারুণ খেললেও ব্রাজিল দলে নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারছেন না। তবে এখন ব্রাজিলের কোচ কার্লো আনচেলত্তি। তার অধিনে ব্রাজিল গ্রুপ পর্ব পেরোনোর পর নকআউটে ভালো করলে বিশ্বকাপ হাতে উঠতে পারে সেলেসাওদের।

ডার্ক হর্স হতে পারে যারা : তিনবার বিশ্বকাপে রানার্সআপ হয়েছে নেদারল্যান্ডস। ২০২৪ ইউরোতে তারা সেমিফাইনালে খেলেছে। তাই অপ্টার সুপার কম্পিউটার ৫ শতাংশ সম্ভাবনা দেখছে নেদারল্যান্ডসের বিশ্বকাপ জেতার। নরওয়েকে বলতে গেলেই একাই বিশ্বকাপের মূলপর্বে নিয়েছেন আর্লিং হালান্ড। ডার্ক হর্স হিসেবে নরওয়ের নামটাও আছে। এছাড়া বেলজিয়াম, কলম্বিয়া, ক্রোয়েশিয়া ও মরক্কোর নামও আছে অপ্টার সুপার কম্পিউটারের ডার্ক হর্স এর তালিকায়।

বিপিএলের সূচি প্রকাশ; শুরু ২৬ ডিসেম্বর, ফাইনাল ২৩ জানুয়ারি

স্পোর্টস ডেস্ক : বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) দ্বাদশ আসরের চূড়ান্ত সূচি প্রকাশ করেছে বিসিবি। ২৬ ডিসেম্বর শুরু হয়ে ২৩ জানুয়ারি ফাইনালের মধ্য দিয়ে শেষ হবে এবারের টুর্নামেন্ট। সিলেট, চট্টগ্রাম ও ঢাকাড় তিন ভেন্যুতে মোট ৩৪টি ম্যাচ আয়োজন করা হবে। সিলেট পর্ব দিয়েই এবারের বিপিএলের যাত্রা শুরু হবে। উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে সিলেট টাইটানস ও রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। সিলেট পর্ব শেষে খেলা যাবে চট্টগ্রামে; শেষ ধাপের ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে ঢাকায়।

সূচি অনুযায়ী, ১৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে এলিমিনেটর ও প্রথম কোয়ালিফায়ার। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার হবে ২১ জানুয়ারি, আর ২৩ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে ফাইনাল। নকআউট পর্বের সব ম্যাচই ঢাকায় হবে এবং এসব ম্যাচের জন্য রিজার্ভ ডে রাখা হয়েছে। এবারের বিপিএলে অংশ নিচ্ছে ছয়টি দলড় ঢাকা ক্যাপিটালস, সিলেট টাইটানস, চট্টগ্রাম রয়্যালস, রংপুর রাইডার্স, রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ও নোয়াখালী এক্সপ্রেস। এর আগে গত সোমবার অনুষ্ঠিত হয়েছে টুর্নামেন্টের নিলাম।

বিপিএল নিলাম থেকে কে গেলেন কোন দলে

স্পোর্টস ডেস্ক : বিপিএলের ১২তম আসরের নিলাম শেষে জানা গেল কারা কোন দলে গেলেন। প্রতিটি দল আগেই সরাসরি চুক্তিতে কয়েকজনকে দলে নিয়েছিল। রোববার নিলাম থেকে বাকি স্কোয়াড তৈরি করে দলগুলো। নিলাম শেষে দলগুলোর স্কোয়াড-

রংপুর রাইডার্স : সরাসরি: নুরুল হাসান, মোস্তাফিজুর রহমান, খাজা নাফি, সুফিয়ান মুকিম।

নিলাম: লিটন দাস (৭০ লাখ), তাওহিদ হৃদয় (৯২ লাখ), নাহিদ রানা (৫৬ লাখ), রকিবুল হাসান (৪২ লাখ), আলিস আল ইসলাম (২৮ লাখ), মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরি (১৮ লাখ), নাঈম হাসান (১৮ লাখ),, মেহেদি হাসান সোহাগ (১১ লাখ), মাহমুদউল্লাহ (৩৫ লাখ), আব্দুল

হালিম (১১ লাখ), এমিলিও গে (১০ হাজার ডলার), মোহাম্মদ আখলাক (১০ হাজার ডলার)।

সিলেট টাইটানস : সরাসরি: নাসুম আহমেদ, মেহেদী হাসান মিরাজ, সাইম আইয়ুব, মোহাম্মদ আমির।

নিলাম: পারভেজ হোসেন (৩৫ লাখ), খালেদ আহমেদ (৪৭ লাখ), আফিফ হোসেন (২২ লাখ), রনি তালুকদার (২২ লাখ), জাকির হাসান (২২ লাখ), রুয়েল মিয়া (২৩ লাখ), আরিফুল ইসলাম (২৬ লাখ), ইবাদত হোসেন (২২ লাখ), শহিদুল ইসলাম (১৪ লাখ), রাহাতুল ফেরদৌস জাভেদ (১৪ লাখ), তৌফিক খান তুষার (১৪ লাখ), মুমিনুল হক (২২ লাখ), রবিউল ইসলাম রবি (১১ লাখ), অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস (৩৫ হাজার ডলার), অ্যারন জোন্স (২০ হাজার ডলার)।

রাজশাহী ওয়ারিয়র্স : সরাসরি: নাজমুল হোসেন শান্ত, তানজিদ হাসান, সাহিবজাদা ফারহান, মোহাম্মদ নওয়াজ

নিলাম: তানজিম হাসান (৬৮ লাখ), ইয়াসির আলি (৪৪ লাখ), আকবর আলী (৩৪ লাখ), রিপন মণ্ডল (২৫ লাখ), জিসান আলম (১৮ লাখ), হাসান মুরাদ (১৮ লাখ), আব্দুল গাফফার (৪৪ লাখ), মেহেরব হাসান (৩৯ লাখ), ওয়াসী সিদ্দিকী (১৯ লাখ), মোহাম্মদ রুবেল (১১ লাখ), মুশফিকুর রহিম (৩৫ লাখ), দুশান হেমান্থ (২৫ হাজার ডলার), জাহান্দাদ খান (২০ হাজার ডলার)।

চট্টগ্রাম রয়্যালস : সরাসরি: মেহেদী হাসান, তানভীর ইসলাম, আবরার আহমেদ।

নিলাম: মোহাম্মদ নাঈম (১ কোটি ১০ লাখ), শরীফুল ইসলাম (৪৪ লাখ), আবু হায়দার (২২ লাখ), মাহমুদুল হাসান (৩৭ লাখ), সুমন খান (৩২ লাখ), জিয়াউর রহমান (৩০ লাখ), আরাফাত সানি (১৮ লাখ), মুকিদুল ইসলাম (৩৩ লাখ), সালমান হোসেন (১৪ লাখ), শুভাগত হোম (১৪ লাখ), জাহিদুজ্জামান সাগর (১১ লাখ), নিরোশান ডিকভেলা (৩৫ হাজার ডলার), অ্যাঞ্জেলো পেরেরা (২০ হাজার ডলার)

নোয়াখালী এক্সপ্রেস : সরাসরি: হাসান মাহমুদ, সৌম্য সরকার, জনসন চার্লস, কুশল মেন্ডিস।

নিলাম: জাকের আলী (৩৫ লাখ), মাহিদুল ইসলাম (৩৫ লাখ), হাবিবুর রহমান সোহান (৫০ লাখ), নাজমুল ইসলাম অপু (১৮ লাখ), আবু হাশিম (১৮ লাখ), মুশফিক হাসান (১৮ লাখ), শাহাদাত হোসেন (১৮ লাখ), রেজাউর রহমান (১৮ লাখ), মেহেদি হাসান (১৪ লাখ), সৈকত আলী (১৪ লাখ), সাব্বির হোসেন (১৪ লাখ), ইহসানউল্লাহ (২৮ হাজার ডলার), হায়দার আলি (২৫ হাজার ডলার)।

ঢাকা ক্যাপিটালস : সরাসরি: তাসকিন আহমেদ, সাইফ হাসান, উসমান খান, অ্যালেক্স হেলস।

নিলাম: শামীম পাটোয়ারী (৫৬ লাখ), সাইফউদ্দিন (৬৮ লাখ), মোহাম্মদ মিঠুন (৫২ লাখ), তাইজুল ইসলাম (৩০ লাখ), সাব্বির রহমান (২৮ লাখ) , নাসির হোসেন (১৮ লাখ), তোফায়েল আহমেদ (১৮ লাখ), ইরফান শুক্কুর (১৮ লাখ), আব্দুল্লাহ আল মামুন (১৪ লাখ), মারুফ মৃধা (১৪ লাখ), জায়েদ উল্লাহ (১১ লাখ), দাসুন শানাকা (৫৫ হাজার ডলার), জুবাইরউল্লাহ আকবর (২০ হাজার)।

বিওএ'র নতুন মহাসচিব জোবায়েদুর রানা

স্পোর্টস ডেস্ক : ৩০ নভেম্বর নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনে (বিওএ) নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিওএ'র নতুন মহাসচিব হয়েছেন জোবায়েদুর রহমান রানা। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। এর আগে সার্চ কমিটির প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন জোবায়েদুর রানা। এছাড়া সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, সদস্য পদের

বিপরীতে একাধিক প্রার্থী না থাকায় তারাও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। নতুন বিওএ সহ-সভাপতি হয়েছেন মেজর ইমরোজ আহমেদ, আব্দুল হাই সরকার, আব্দুস সালাম, মেজর জেনারেল ড. মো: নাঈম আশফাক চৌধুরী ও ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ। কোষাধ্যক্ষ পদে বিনা ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন সাইফুল ইসলাম। এছাড়া ২৫ জন নির্বাহী সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন। বিওএ নির্বাচনে ভোটাভুটি হয়েছে উপমহাসচিব পদে। উপমহাসচিব পদের মধ্যে দুটি অলিম্পিক ডিসিপ্লিনের, আরেকটি ডিসিপ্লিনের বাইরে। অলিম্পিক ডিসিপ্লিনের দুই পদের বিপরীতে তিন জন প্রার্থী ছিলেন। এর মধ্যে সাঁতার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান শাহীন সর্বোচ্চ ৭০ এবং ৬৭ ভোট পেয়ে বক্সিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এমএ কুদ্দুস উপমহাসচিব নির্বাচিত হয়েছেন। আর্চারি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক তানভীর আহমেদ (আলো) ১৯ ভোট পেয়ে হেরেছেন। এবার বিওএ নির্বাচনে কাউন্সিলার সংখ্যা ছিল ৯২। এজিএমে ৭৬ জন কাউন্সিলার উপস্থিত ছিলেন। এর আগে বার্ষিক সাধারণ সভায় উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন বিওএ সভাপতি ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান ওয়াকার-উজ-জামান। তার নেতৃত্বে নতুন কমিটি আগামী চার বছর (২০২৯ সাল পর্যন্ত) দায়িত্ব পালন করবে।

বিশ্বকাপে বাংলাদেশকে দেখতে চান ফিফা সভাপতি

স্পোর্টস ডেস্ক : ফুটবল বিশ্বকাপে খেলবে বাংলাদেশ, বিষয়টা অকল্পনীয়ই বটে! তবে খোদ ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বাংলাদেশকে দেখতে চান বিশ্বমঞ্চে। অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ ফাইনালে উপস্থিত হয়ে এমনটাই বলেছেন বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রধান। কাতারের খলিফা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে গত বুধবার অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবল বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রিয়াকে ১-০ গোলে

হারিয়ে শিরোপা জিতে পর্তুগাল। ডাচদের প্রথমবারের মতো অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ জয়ের মধ্য দিয়ে পর্দা নামল ফিফার বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্ট।

আবজল রহমান নামে এক বাংলাদেশি তরুণ স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করেছেন ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপে। সেখানে আবজলের ভিডিওতেই ধরা পড়েন ফিফা সভাপতি। ১১ সেকেন্ডের সেই ভিডিওতে ইনফান্তিনো বলেছেন, "এগিয়ে যাও বাংলাদেশ।" এরপর তিনি আরও যোগ করেন, "বিশ্বকাপে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি।" ফিফা সভাপতি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অপেক্ষায় থাকলেও আপাতত সেটির সম্ভাবনা ক্ষীণ। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে তিন ধাপ (১৮০) এগোলেও এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাই, এর আগে বিশ্বকাপের প্রাথমিক বাছাইয়ে তেমন একটা সুবিধা করতে পারেনি হাভিয়ের কাবরেরা দল।

ওয়াশিংটনে বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠান বর্জনের ঘোষণা ইরানের

স্পোর্টস ডেস্ক : ওয়াশিংটনে আগামী সপ্তাহে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বের ড্র বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে ইরান। যুক্তরাষ্ট্র ইরানের প্রতিনিধিদলের কয়েকজনকে ভিসা দিতে অস্বীকার করায় এমন সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে পশ্চিম এশিয়ার দেশটি। ইরান ফুটবল ফেডারেশনের মুখপাত্র রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনকে বলেন, 'আমরা ফিফাকে জানিয়েছি যে এই সিদ্ধান্তগুলোর সঙ্গে খেলাধুলার কোনো সম্পর্ক নেই এবং ইরানি প্রতিনিধিদলের সদস্যরা বিশ্বকাপ ড্রতে অংশ নেবে না।' ইরানের ক্রীড়াবিষয়ক ওয়েবসাইট 'ভারজেশ ৩' জানায় যে ফেডারেশনের সভাপতি মেহদি তাজসহ প্রতিনিধিদলের কয়েকজন সদস্যকে ভিসা দিতে অস্বীকার করেছে যুক্তরাষ্ট্র। বৃহস্পতিবার তাজ এই সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বলে তীব্র সমালোচনা করেন।

তাজ আরও বলেন, 'আমরা ফিফাপ্রধান জনাব (জিয়ান্নি) ইনফান্তিনোকে জানিয়েছি যে এটি পুরোপুরি একটি রাজনৈতিক অবস্থান এবং ফিফাকে অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রকে এ ধরনের আচরণ থেকে বিরত থাকতে বলতে হবে।' ভারজেশ-৩ এর তথ্য অনুযায়ী, প্রতিনিধিদলের চার সদস্যকে ৫ ডিসেম্বরের ড্রতে অংশ নেওয়ার জন্য ভিসা দেওয়া হয়েছে। সেই চারজনের মধ্যে আছেন দলের কোচ আমির ঘালেনোয়ি। এর আগে ইরান গত মার্চ মাসে ২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করে। এটি হতে যাচ্ছে ফিফা বিশ্বকাপের ইরানের টানা চতুর্থ এবং সব মিলিয়ে সপ্তম অংশগ্রহণ। তবে এখন পর্যন্ত গ্রুপ পর্বের বাধা পেরোতে পারেনি দেশটি।

দেশে হাজারে অসুস্থ ৩৩২ জন

ঢাকা : দেশে প্রতি এক হাজার মানুষের মধ্যে অসুস্থ রয়েছেন ৩৩২ দশমিক ১৯ জন (জরিপ পূর্ববর্তী ৯০ দিনে)। শহর ও পল্লি অঞ্চলের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। পল্লি অঞ্চলে এ হার প্রতি হাজারে ৩৩৩ দশমিক ৩০ জন ও শহরাঞ্চলে ৩৩১ দশমিক ০৪ জন। নারীদের অসুস্থতার হার পুরুষদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। নারীদের ক্ষেত্রে প্রতি হাজারে ৩৫৪ দশমিক ৬ জন অসুস্থ এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে তা ৩০৯ দশমিক ২ জন। এছাড়া অসুস্থ জনসংখ্যার অর্ধেকই কোনো চিকিৎসকের কাছে যান না। সেই সঙ্গে চিকিৎসার পেছনে একটি পরিবারের মোট আয়ের বড় অংশই খরচ হয়ে যায়। রোববার 'হেলথ অ্যান্ড মর-বিডিটি স্ট্যাটাস সার্ভে-২০২৫ এর ফলাফলে এমন চিত্র উঠে এসেছে।
জরিপের প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অবস্থিত বিবিএস সম্মেলন কক্ষে এই প্রকাশনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব আলেয়া আক্তার। বিশেষ অতিথি ছিলেন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. হুজুর আলী। বিবিএসের মহাপরিচালক মোহাম্মদ মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জরিপ প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক মোস্তফা আশরাফুজ্জামান। মুক্ত আলোচনা পর্ব পরিচালনা করেন বিবিএসের উপপরিচালক আলমগীর হোসেন।
জরিপ থেকে পাওয়া তথ্যে দেখা যায়, প্রতি এক হাজার জনে শীর্ষ ১০টি রোগের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন ৭৮ দশমিক ২৮ জন, পেপটিক আলসারে ৬৩ দশমিক ৭৯ জন, ডায়াবেটিসে ৪৩ দশমিক ১৫ জন এবং বাত বা আর্থ্রাইটিসে ভুগছেন ৩৯ দশমিক ৭৫ জন। এছাড়া চর্মরোগে ৩৭ দশমিক ২৩, হৃদরোগে ৩১ দশমিক ৩২, হাঁপানিতে ৩০ দশমিক ৯৪, অস্টিওপরোসিসে ২২ দশমিক ৩০ জন, হেপাটাইটিসে ২২ দশমিক ৩০ জন এবং ডায়রিয়ায় ভুগছেন ১৫ দশমিক ৮৯ জন।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থতার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে। এক বছরের কম বয়সি শিশুদের মধ্যে প্রতি হাজারে অসুস্থতার হার ২৩২ জন, যেখানে ৭৫-৮৯ বছর বয়সিদের মধ্যে তা ৭৫৪ জন। প্রাপ্ত তথ্যমতে, বয়স্ক নারীদের মধ্যে অসুস্থতার হার পুরুষদের তুলনায় বেশি। চিকিৎসা গ্রহণের প্রবণতা ও স্বাস্থ্যসেবা ব্যয়ের তথ্যে বলা হয়েছে, জরিপের পূর্ববর্তী তিন মাসে ব্যক্তি প্রতি গড় চিকিৎসা ব্যয় ছিল ২ হাজার ৪৮৭ টাকা। এর মধ্যে নারীদের বায় ২ হাজার ৪৭৬ টাকা। শুধু ওষুধ খাতে ব্যয় হয় ২ হাজার ৩৮৭ টাকা। সরকারি সেবা বেশি ব্যবহার করা সত্ত্বেও নারীদের চিকিৎসাজ-নিত ব্যায় তুলনামূলকভাবে বেশি।
প্রতিবেদনে দেখা যায়, জরিপে অংশ নেওয়া উত্তরদাতার ৫১ দশমিক ১ শতাংশ চি-কিৎসকের কাছে যান না। তারা স্বচিকিৎসা বা স্থানীয় ফার্মেসি থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। এর কারণ হচ্ছে, চিকিৎসাসেবা সহজলভ্য নয়, ডাক্তারদের খারাপ আচরণ এবং অতিরিক্ত ব্যয়। প্রায় ২০ শতাংশ মানুষ বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেন। অন্যদিকে, মাত্র ১১ দশমিক ৫ শতাংশ মানুষ সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে চিকিৎসা নিয়েছেন। যেখানে দেখা যায়, নারীদের মধ্যে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা ব্যবহারের প্রবণতা পুরুষদের তুলনায় কিছুটা বেশি।
জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা গ্রহণের হার ১ দশমিক ৬৪ শতাংশ। এক্ষেত্রে শহরাঞ্চলে এ হার পল্লি অঞ্চলের তুলনায় সামান্য বেশি।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, দেশে সি-জারিয়ান প্রসবের হার ৪৯ দশমিক ৩ শতাংশ। প্রসবপ্রতি গড় খরচ হয় ২২ হাজার ৬৫৫ টাকা। এছাড়া ২৫-৪৯ বছর বয়সি নারীদের ৫ দশমিক ২ শতাংশ গর্ভবতী ছিলেন (জরিপ পরিচালনার সময়) এবং ৬ দশমিক ৯ শতাংশ নারী তথ্য সংগ্রহের পূর্ববর্তী ১২ মাসের সন্তান জন্ম দিয়েছেন। জরিপের ফলাফল হতে লক্ষ্য করা যায়, শহরাঞ্চলে সিজারিয়ান প্রসবের

হার ৫৩ দশমিক ৩ শতাংশ এবং পল্লি অঞ্চলে ৪৮ দশমিক ১ শতাংশ। বলা হয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় প্রসবের হার দিন দিন বাড়ছে, যা নিরাপদ প্রসবে ইতিবাচক অগ্রগতি। বর্তমানে ৯০৬ শতাংশ প্রসব চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয় এবং ১৫ দশমিক ৯ শতাংশ প্রসবে প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফ বা ধাত্রী উপস্থিত ছিলেন। তবে ৪ দশমিক ১ শতাংশ প্রসব এখনো অল্পশিক্ষিত সহকারীর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য ব্যয় এখনো অনেক পরিবারের জন্য একটি বড় আর্থিক চাপ তৈরি করে। জরিপ অনুযায়ী, প্রতি প্রসবে গড়ে ২২ হাজার ৬৭৭ টাকা ব্যয় হয়।
প্রতিবেদনে দেখা যায়, তামাক ও তামাকজাতীয় দ্রব্য ব্যবহারের হার ২৬ দশমিক ৭ শতাংশ। ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সি জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় ২৬ দশমিক ৭ শতাংশ ব্যক্তি কোনো না কোনোভাবে তামাক ও তামাকজাতীয় দ্রব্য ব্যবহার করেন। শহর ও পল্লির মধ্যে তামাক সেবনের এ হারে পার্থক্য রয়েছে। পল্লি অঞ্চলে তামাক সেবনের হার ২৭ দশমিক ৭ শতাংশ, যেখানে শহরাঞ্চলে এ হার ২৪ দশমিক ১ শতাংশ। তামাক সেবনের ক্ষেত্রে পুরুষ এবং নারীর মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পুরুষদের মধ্যে তামাক সেবনের হার ৩৭ দশমিক ৯ শতাংশ এবং নারীদের মধ্যে তা ১৬ দশমিক শতাংশ। প্রতিবেদন বলছে, মাদকদ্রব্য সেবনের হার তুলনামূলকভাবে কম (০ দশমিক ৮ শতাংশ) । তবুও এতে পরিবারের ওপর আর্থিক চাপ স্পষ্ট। শহরাঞ্চলের প্রতি মাসে গড়ে ১ হাজার ৪২৭ টাকা মাদক সেবনে ব্যয় করা হয়, যা পল্লি অঞ্চলে গড় ব্যয় ৫৫৬ টাকা। জরিপের তথ্যে দেখা যায়, দেশে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতার হার ৫ দশমিক ২ শতাংশ। শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতার জন্য ব্যয় হয় ৬ হাজার ৭৭৫ টাকা। দেশে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতার প্রাদুর্ভাব এবং এর ফলে সৃষ্ট আর্থিক চাপ তথা স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। জরিপের ফলাফল অনুযায়ী, প্রতি ১০০ জনে গড়ে ৫ দশমিক ২ জন কোনো না কোনো ধরনের শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে জীবনযাপন করছেন। নারীদের মধ্যে প্রতিবন্ধিতার হার কিছুটা বেশি প্রতি ১০০ জনে ৫৩ জন। যেখানে পুরুষদের ক্ষেত্রে এ হার ৫ দশমিক ১ শতাংশ। চিকিৎসা ব্যয়ও পরিবারের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য আর্থিক চাপ সৃষ্টি করে। প্রতিবন্ধকতা-সম্পর্কিত চিকিৎসা বাবদ গড় ব্যয় ৬ হাজার ৭৭৫ টাকা।

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

সৌদি আরবে ১০ বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা

INDIAN VISA

- ওমরাহ প্যাকেজ
- ওমরাহ ভিসা
- হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট
- মোয়াল্লেম

Emirates KUWAIT AIRWAYS السعودية SAUDIA QATAR AIRWAYS TURKISH AIRLINES

আমরাই দিচ্ছি

সবচেয়ে কম দামে

718-721-2012

নজরুল ইসলাম
সিইও, ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
Cell: 917-459-7181

IATA Approved

আমরা বিশ্বের যে কোন দেশের ভিসা প্রসেস করি।

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station
Cell: 917-459-7181
website: www.digitaltraveltour.com

We are on Facebook

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE

নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
elderplan a participating agency of MJHS Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
RiverSpring Living
MetroPlus Health
SWH Senior Whole Health

SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

FUHAD HUSSAIN
CCO

MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

প্রবাসীদের জন্য ব্যালট অ্যাপ: কী, কেন এবং কীভাবে ব্যবহার করবেন

ঢাকা : বাংলাদেশ সরকার প্রথমবারের মতো প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটাধিকার কার্যকর করার লক্ষ্যে চালু করেছে "Postal Vote BD" নামের বিশেষ অ্যাপ। বিদেশে বসবাসরত নাগরিকরা এখন দেশ ছাড়াই পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। এই অ্যাপ পুরো প্রক্রিয়াকে করেছে সহজ, নিরাপদ এবং প্রযুক্তিনির্ভর।কেন এই ব্যালট অ্যাপ চালু করা হলো? : বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক নাগরিক বিদেশে বসবাস করেন। তারা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও ভোটাধিকারের সুযোগ এতদিন ছিল সীমিত। দূতাবাস বা দেশে এসে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা বাস্তবে খুবই কঠিন ছিল। এই ব্যালট অ্যাপ চালুর মাধ্যমে-
প্রবাসীরা নিজের মোবাইল থেকেই ভোটপূর্ব নিবন্ধন করতে পারবেন। ব্যালট পেপার তাদের বিদেশের ঠিকানায় পাঠানো হবে। ভোট সম্পন্ন করার পর ব্যালট ফেরত পাঠানো যাবে ডাকযোগে। পুরো প্রক্রিয়া ডিজিটাল ভাবে ট্র্যাক করা যাবে। এটি প্রবাসীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার এক বড় উদ্যোগ। কারা আবেদন করতে পারবেন? যিনি বাংলাদেশের নাগরিক ও বৈধ NID কার্ডধারী। যিনি বর্তমানে বিদেশে অবস্থান করছেন যার একটি সক্রিয় মোবাইল নম্বর আছে (বাংলাদেশি বা বিদেশি যেকোনো)। যিনি নিজেকে অ্যাপে যাচাই (verification) করতে পারবেন। এ ছাড়া, বিশেষ কর্মসূত্রে দেশের বাইরে অবস্থানকারী সরকারি কর্মকর্তা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও প্রয়োজনে এ আবেদন করতে পারবেন।অ্যাপটির মূল সুবিধা। অনলাইনে দ্রুত ব্যালট আবেদন/রেজিস্ট্রেশন। বিদেশের ঠিকানায় ব্যালট পেপার প্রেরণ। নিরাপদ ই-ভেরিফিকেশন। ব্যালট পাঠানো ও গ্রহণের ট্র্যাকিং সিস্টেম। ব্যবহার বান্ধব ইন্টারফেসড় প্রবাসীদের কথা মাথায় রেখে সহজ নকশা। কীভাবে অ্যাপ ব্যবহার করবেন ড় ধাপে ধাপে নির্দেশনা
১. অ্যাপ ডাউনলোড : আপনার ফোনের Google Play Store ev App Store-এ যান
"Postal Vote BD" লিখে অফিসিয়াল অ্যাপটি ইনস্টল করুন।
২. একাউন্ট তৈরি করুন : অ্যাপ ওপেন করে নতুন একাউন্ট তৈরি করুন। মোবাইল নম্বর দিলে OTP-এর মাধ্যমে যাচাই হবে।
৩. ব্যক্তিগত তথ্য জমা দিন : NID নম্বর, নাম, জন্মতারিখসহ প্রয়োজনীয় তথ্য দিন। আপনার বর্তমান বিদেশি ঠিকানা লিখুনড় যেখানে ব্যালট পেপার পাঠানো হবে। ঠিকানাটি ইংরেজিতে ও সঠিকভাবে দিন।
৪. ভেরিফিকেশন সম্পন্ন করুন : অ্যাপে মুখ যাচাই (face verification) বা পরিচয় যাচাইয়ের ধাপ থাকতে পারে। এ ধাপটি সম্পন্ন হলে আপনার আবেদন নিবন্ধিত হবে।
৫. আবেদন অনুমোদনের পর : নির্বাচন উপলক্ষে আপনার ব্যালট পেপার বিদেশের ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠানো হবে।
৬. ভোট প্রদান : ব্যালট পেপারে ভোট চিহ্ন দিন। প্রদত্ত ফেরত খামে ব্যালট রেখে ডাকযোগে ইসি-র ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। সময়সীমা অবশ্যই মেনে চলুন।
৭. ব্যালট ট্র্যাকিং : অ্যাপের "Track Ballot" অপশনে আপনার ব্যালট পাঠানো ও গ্রহণের অবস্থা জানতে পারবেন।কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ। আবেদন করার সময় ঘওউ ও ব্যক্তিগত তথ্য ভুল করবেন না। বিদেশের ঠিকানা স্পষ্টভাবে লিখুন-ছোট ভুলেও ব্যালট পৌঁছাতে সমস্যা হতে পারে। ডাকযোগে ব্যালট পাঠাতে সময় লাগে-অতএব ভোটের সময়সূচি মাথায় রাখুন। অ্যাপের নোটিফিকেশন ও আপডেট নিয়মিত চেক করুন। "Postal Vote BD" অ্যাপটি প্রবাসীদের ভোটাধিকারকে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে বাস্তবায়নের সঠিক দিকচিহ্ন। এখন আর দেশের বাইরে থাকার জন্য ভোট থেকে বঞ্চিত হতে হবে না। নিজের মোবাইল ফোন থেকেই আপনি আবেদন করে ভোট দিতে পারবেন, তাও সম্পূর্ণ বৈধ ও নিরাপদ পদ্ধতিতে। দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে আপনিও অংশ নিনড়কারণ আপনার ভোট মূল্যবান।

ভোট দেওয়ার জন্য প্রবাসী নিবন্ধন ছাড়াল দেড় লাখ

ঢাকা : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন দেশ থেকে ভোট দেওয়ার জন্য 'পোস্টাল ভোট বিডি' অ্যাপে প্রবাসী নিবন্ধন ছাড়াল দেড় লাখ। বুধবার (০৩ ডিসেম্বর) সকালে ইসির ওয়েবসাইট (https://portal.ocv.gov.bd/report/by-country) থেকে বিষয়টি জানা গেছে। গত ১৯ নভেম্বর থেকে বিভিন্ন দেশে বসবাসকারীদের নিবন্ধন শুরু হয়েছে, চলবে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ইসি জানিয়েছে, অ্যাপে নিবন্ধনকারীদের ঠিকানায় পোস্টাল ব্যালট ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ভোটার ভোট দিয়ে ফিরতি খামে তা আবার রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে পাঠাবেন।
যে সকল দেশে নিবন্ধন চলছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে, লাইবেরিয়া, বতসোয়ানা, কেনিয়া, রুয়ান্ডা, আলজেরিয়া, অ্যাঙ্গোলা, তানজানিয়া, সোমালিয়া, ঘানা, গিনি, মরক্কো, দক্ষিণ সুদান, চিলি, সিয়েরা লিওন, ইকুয়েডর, তাইওয়ান, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা, চীন, মিশর, মোজাম্বিক, লিবিয়া, মরিশাস, হংকং, ব্রাজিল, উগান্ডা, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো, ইথিওপিয়া, নাইজেরিয়া, গাম্বিয়া, পেরু, জিম্বাবুয়ে, যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি। মোট নিবন্ধন করেছেন (সকাল দশটা পর্যন্ত) ১ লাখ ৫৫ হাজার ১৩১ প্রবাসী। আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি। এক্ষেত্রে ৫০ লাখ প্রবাসী ভোট টানার টার্গেট নিয়ে কার্যক্রম চালাচ্ছে সংস্থাটি।

বিশ্বজুড়ে ডায়াবেটিসের ভয়াবহতা, বাংলাদেশ শীর্ষ দশে

বাংলাদেশ ডেস্ক : বিশ্বজুড়ে ডায়াবেটিস পরিস্থিতি দ্রুত উদ্বেগজনক আকার নিচ্ছে। আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস ফেডারেশন (আইডিএফ) প্রকাশিত সর্বশেষ অ্যাটলাসে দেখা গেছে, বিশ্বের প্রতিটি ৯ জন প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে একজন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। ২০ থেকে ৭৯ বছর বয়সীদের মধ্যে এই রোগীর সংখ্যা বর্তমানে ৫৮৯ মিলিয়ন, যার মধ্যে প্রায় ২৫২ মিলিয়ন রোগী এখনো নির্ণীত হয়নি। ফলে অজান্তেই বিপুলসংখ্যক মানুষ গুরুতর জটিলতার ঝুঁকিতে রয়েছেন।
সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বের যেসব দেশে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, তার তালিকার শীর্ষে রয়েছে চীন, ভারত, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ, মিশর, ইরান, ফিলিপাইন এবং সউদী আরব। এসব দেশে রোগীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদে জাতীয় অর্থনীতি ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্য বড় হুমকি হিসেবে দেখা দিচ্ছে। আইডিএফের ২০২৫ সালের আগস্টে প্রকাশিত প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, গত বছর বিশ্বে ডায়াবেটিসে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৩৪ লাখ। অর্থাৎ প্রতি ৯ সেকেন্ডে একজন মানুষ এই রোগে প্রাণ হারাচ্ছেন। গত ১৭ বছরে ডায়াবেটিসজনিত স্বাস্থ্য ব্যয় বেড়ে ১ ট্রিলিয়ন ডলার পৌঁছেছে, যার বৃদ্ধির হার ৩৩৮ শতাংশ।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই ব্যয়ের বোঝা সবচেয়ে বেশি চাপ ফেলছে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে, যেখানে প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা এবং প্রাথমিক শনাক্তকরণের ব্যবস্থা সবচেয়ে দুর্বল। প্রতিবেদনে সতর্ক করে বলা হয়েছে, ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা ৮৫৩ মিলিয়নে পৌঁছাবে, যার ৮১ শতাংশ থাকবে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে। নগরায়ন, জীবনযাত্রার পরিবর্তন, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, স্থূলতা এবং শারীরিক নিষ্ক্রিয়তার কারণে বিশেষভাবে বাড়ছে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের প্রকোপ, যা সাধারণত অতিরিক্ততার রোগ হিসেবে পরিচিত। ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এখনই জোর দিতে হবে প্রতিরোধ, সময়মতো রোগ শনাক্তকরণ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি। একইসঙ্গে স্বাস্থ্যব্যবস্থার সক্ষমতা বাড়ানো এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর নিয়মিত স্ক্রিনিং অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে। তথ্যসূত্র : গালফ

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত পেশাদার বাহিনী গড়ে তোলা হবে

- সেনাবাহিনী প্রধান

ঢাকা : সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষিত, সুশৃঙ্খল এবং আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত পেশাদার বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির (বিএমএ) ৮৯তম বিএমএ দীর্ঘমেয়াদি কোর্স এবং ৬০তম বিএমএ স্পেশাল কোর্সের অফিসার ক্যাডেটদের কমিশনপ্রাপ্তি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ চট্টগ্রামের ভাটিয়ারি বিএমএ প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হয়। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও প্যারেডের অভিবাদন গ্রহণ করেন। পুরস্কার বিতরণ করেন কৃতী ক্যাডেটদের মাঝে। সেনাবাহিনী প্রধান প্রশিক্ষণ সমাপনকারী ক্যাডেটদের উদ্দেশে বক্তব্যে বলেন, শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে সদ্য কমিশনপ্রাপ্ত অফিসারদের ওপর ন্যস্ত হলো দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব।

সামরিক চেতনা ও মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখতে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দেশপ্রেমকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। সাহসিকতার সঙ্গে সকল পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে। প্রতিনিয়ত নিজেদের সক্ষমতা বাড়াতে সচেষ্ট থাকতে হবে। প্রধান অতিথি সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষিত, সুশৃঙ্খল এবং আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত পেশাদার বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তিনি মনোমুগ্ধকর কুচকাওয়াজ প্রদর্শনের জন্য একাডেমির কমান্ড্যান্ট, সংশ্লিষ্ট সব অফিসার, জেসিও, এনসিও, সৈনিক এবং অসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। কঠোর সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে এই মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজের মাধ্যমে ৮৯তম বিএমএ দীর্ঘমেয়াদি কোর্সের ১৮৪ জন অফিসার ক্যাডেট ও ৬০তম বিএমএ স্পেশাল কোর্সের ২০ জন অফিসার ক্যাডেট কমিশন লাভ করেন। কমিশনপ্রাপ্ত নবীন সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে ১৮৩ জন পুরুষ ও ২১ জন মহিলা সেনা কর্মকর্তা রয়েছেন। কোম্পানি সিনিয়র আন্ডার অফিসার আজমাইন ইশরাক ৮৯তম বিএমএ দীর্ঘমেয়াদি কোর্সের সেরা চৌকশ ক্যাডেট হিসেবে অসামান্য গৌরবমণ্ডিত 'সোর্ড অব অনার' এবং সামরিক বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য 'সেনাবাহিনী প্রধান স্বর্ণপদক' অর্জন করেন। পরে প্রশিক্ষণ সমাপনকারী ক্যাডেটগণ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ করেন। এরপর অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দ এবং প্রশিক্ষণ সমাপনকারী ক্যাডেটদের পিতা-মাতা ও অভিভাবকগণ নবীন অফিসারদের র‍্যাঙ্ক-ব্যাজ পরিয়ে দেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধান অতিথি বিএমএ প্যারেড গ্রাউন্ডে এসে পৌঁছালে জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিওসি) আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ড, জিওসি ২৪ পদাতিক ডিভিশন ও এরিয়া কমান্ডার চট্টগ্রাম এরিয়া এবং বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির কমান্ড্যান্ট তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। অনুষ্ঠানে উচ্চপদস্থ সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ, সদ্য কমিশনপ্রাপ্ত অফিসারগণের পিতা-মাতা ও অভিভাবকগণ এবং গণমাধ্যম ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থেকে এ বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ প্রত্যক্ষ করেন।

খালেদা জিয়াকে রাষ্ট্রের 'অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি' ঘোষণা, নিরাপত্তায় এসএসএফ

ঢাকা : বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে 'অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি' ঘোষণা করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। ১ ডিসেম্বর (সোমবার) প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। খালেদা জিয়াকে 'অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি' (ভিভিআইপি) ঘোষণার পর থেকে স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ) তার নিরাপত্তা দেওয়া শুরু করেছে।

মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) দুপুর ২টা ২০ মিনিটে এসএসএফ সদস্যরা আনুষ্ঠানিকভাবে খালেদা জিয়াকে নিরাপত্তা প্রদান শুরু করেন। বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান। বেলা দুইটার দিকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে এসএসএফ সদস্যদের গাড়ি প্রবেশ করতে দেখা যায়। বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতা ও রোগের কারণে কয়েক দিন ধরে রাজধানীর বসুন্ধরার এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন খালেদা জিয়া।

বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী আইন, ২০২১ অনুযায়ী, অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিরাপত্তা বিধান করা এই বাহিনীর অর্থাৎ এসএসএফের দায়িত্ব। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ছাড়াও আইনের ৮(২) ধারা মোতাবেক, এসএসএফ 'বাহিনী বাংলাদেশে অবস্থানরত অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকেও দৈহিক নিরাপত্তা প্রদান করিবে'। অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নিরাপত্তার জন্য কাউকে ক্ষতিকর মনে হলে এসএসএফ তাকে বিনা গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় গ্রেপ্তারও করতে পারে এবং তাদের এই ক্ষমতা দেশের সব প্রান্তে প্রযোজ্য। শুধু তাই নয়, পরিস্থিতি বিবেচনায় তাকে গুলি অথবা হত্যাও করতে পারবে।

দেশবাসীর সম্মিলিত সমর্থনই জিয়া পরিবারের শক্তি : তারেক রহমান :

দেশবাসীর সম্মিলিত সমর্থনই জিয়া পরিবারের শক্তি ও প্রেরণার উৎস বলে জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। মঙ্গলবার (০২ ডিসেম্বর) সকালে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে

দেওয়া এক পোস্টে এ কথা বলেন তিনি। পোস্টে তারেক জিয়া লেখেন, 'বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতার জন্য যেভাবে সহযোগিতা ও শুভকামনা জানানো হচ্ছে, জিয়া পরিবার ও বিএনপির পক্ষ থেকে আমরা সবার প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।' তিনি লেখেন, 'বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ, কূটনীতিকবৃন্দ ও বন্ধুগণের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা, পাশাপাশি বাংলাদেশের মানুষের অপরিসীম ভালোবাসা ও দোয়া, সবকিছু আমাদের আবেগ ও অনুভূতিকে গভীরভাবে স্পর্শ করছে। দেশবাসীর সম্মিলিত সমর্থনই আমাদের পরিবারের শক্তি ও প্রেরণার উৎস।' তারেক জিয়া আরও লেখেন, 'মমতাময়ী দেশনেত্রীর দ্রুত আরোগ্যের জন্য আমরা সবাই নিরন্তর দোয়া করছি। এই কঠিন সময়ে ঐক্য, সহমর্মিতা ও সংহতির জন্য প্রতিটি মানুষের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা রইল।' খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস, লিভার সিরোসিস ও কিডনির জটিলতাসহ নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন। ২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবসের অনুষ্ঠান শেষে বাসায় ফেরার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়। ২৩ নভেম্বর জরুরি ভিত্তিতে তাকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। চিকিৎসকদের মতে, তিনি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন এবং সঙ্গে আরও কিছু জটিলতা রয়েছে। গত কয়েক দিনে তার অবস্থার অবনতি হলে তাকে আইসিইউ সমমানের হাই ডিপেনডেন্সি ইউনিটে (এইচডিইউ) রাখা হয়। পরে রোববার ভোরে সেখান থেকে আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়। সোমবার (০১ ডিসেম্বর) বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আহমেদ আযম খান জানান, 'সিসিইউ থেকে আইসিইউ, আইসিইউ থেকে ভেন্টিলেশন- যাই বলি, ম্যাডাম বর্তমানে খুবই সংকটাপন্ন অবস্থায় আছেন। এ মুহূর্তে বলার মতো কিছু নেই। আমরা শুধু তার জন্য জাতির কাছে দোয়া চাই।'

রাষ্ট্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা যেসব সুবিধা পান

বাংলাদেশের প্রটোকল বা 'অর্ডার অফ প্রিসিডেন্স' অনুযায়ী, 'অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি' (ভিভিআইপি) হিসেবে শুধুমাত্র রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দুই পদাধিকারীকে গণ্য করা হয়। তারা হলেন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। এ ছাড়াও ভিভিআইপি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত বিদেশি রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানগণ, যখন তারা বাংলাদেশ সফর করেন। তবে সরকার যদি মনে করে যেকোনো ব্যক্তি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তবে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে তাদের ভিভিআইপি মর্যাদা দিতে পারে। সোমবার বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে 'অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি' ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার। একই সঙ্গে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর জন্য বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সরকার, বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী (স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স) আইন, ২০২১-এর ধারা ২(ক)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে 'অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি' হিসেবে ঘোষণা করা হলো। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

এসএসএফ আইন, ২০২১ অনুযায়ী ভিভিআইপিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এই বাহিনীর প্রধান দায়িত্ব। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ছাড়াও আইনের ৮(২) ধারা মোতাবেক, 'এসএসএফ বাহিনী বাংলাদেশে অবস্থানরত অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকেও দৈহিক নিরাপত্তা প্রদান করিবে।' অর্থাৎ, সরকারের অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ঘোষিত হলে তার সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে এসএসএফ নিয়োজিত হবে এবং তার 'নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটাইতে পারে এইরূপ গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও আদান-প্রদান করিবে এবং তাহাদিগকে দৈহিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।' অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নিরাপত্তার জন্য কাউকে ক্ষতিকর মনে হলে এসএসএফ তাকে বিনা গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় গ্রেপ্তারও করতে পারে এবং তাদের এই ক্ষমতা দেশের সকল প্রান্তে প্রযোজ্য। শুধু তাই নয়, পরিস্থিতি বিবেচনায় তাকে গুলি অথবা হত্যাও করতে পারবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সম্প্রতি ভুটানের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন এবং গেজেটের মাধ্যমে তাকে ৩ দিনের জন্য সরকারের অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ঘোষণা করা হয়। প্রধানমন্ত্রী বা বর্তমানে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই ঘোষণা দেয় যে, কারা সরকারের অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবেন। তবে, পদাধিকার বলের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সেটা আলাদা করে প্রয়োজন হয় না।

বিদেশে দক্ষতা অর্জনে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দিচ্ছে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

ঢাকা : বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে ভাষাশিক্ষা ও বিশেষ দক্ষতা অর্জনের জন্য সহজ শর্তে ঋণের সুবিধা চালু করেছে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক। এর ফলে বিদেশগামী প্রশিক্ষণার্থী ও শিক্ষার্থীরা ব্যাংকটি থেকে ১ লাখ থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারবেন। এই ঋণের মেয়াদ হবে দুই থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত। আর ঋণের সুদ দিতে হবে ১১ শতাংশ হারে। এ হার পরিবর্তন হতে পারে।

বিদেশে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে জাপান, জার্মানি, দক্ষিণ কোরিয়া, ইতালি ও রাশিয়ায় ভাষাশিক্ষা ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ নিতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষণার্থীরা এই ঋণের সুবিধা নিতে পারবেন। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের যেকোনো শাখা থেকে এই বিশেষ ঋণ নেওয়া যাবে। সম্প্রতি এ সুবিধা চালু করেছে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক। এর জন্য স্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে 'দক্ষতার মূল্য বিশ্বজুড়ে, ভাষা জানলে সুযোগ বাড়ে।'

বিদেশে উচ্চ আয়ের চাকরিতে যোগদানে দক্ষতা অর্জন এখন জরুরি হয়ে উঠেছে। ১৫ বছর আগে দেশে বছরে তিন লাখের মতো গ্র্যাজুয়েট তৈরি হতো। সেখানে এখন প্রতিবছর সাড়ে চার লাখের বেশি গ্র্যাজুয়েট শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। তাঁদের অনেকে আবার বিদেশে কাজের জন্য যান। কিন্তু যথাযথ প্রশিক্ষণ বা ভাষাশিক্ষা না থাকায় বিদেশে শ্রমিক পর্যায়ের কাজেই যুক্ত হন তাঁরা। বিডিজবসের প্রধান নির্বাহী ফাহিম মাসরুর জানান, প্রতিবছর ১২ লাখ মানুষ বিদেশে যান। কিন্তু তাঁদের ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশই মাধ্যমিক পাস। ফাহিম মাসরুর বলেন, নিম্ন দক্ষতার শ্রমিক রপ্তানিতে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা দেওয়া উচিত। এর পরিবর্তে বিদেশি ভাষা শিখলে ও কোনো প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ন্যূনতম দক্ষতা অর্জন

করলে ভালো মানের কাজ পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে অনেকেই অর্থের সংকটে থাকেন। ফলে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের এ ঋণের সুবিধা তাঁদের জন্য বড় সুযোগ তৈরি করবে।

কী যোগ্যতা লাগে : প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক জানিয়েছে, ন্যূনতম কিছু যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে এই ঋণ নেওয়া যাবে। শর্তগুলোর মধ্যে রয়েছেড়আবেদনকারীকে স্থানীয় বাসিন্দা হতে হবে। যে দেশে যেতে চান, সেই দেশের সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ইস্যু করা অফার লেটার (ভর্তি নিশ্চিতকরণপত্র) থাকতে হবে। গন্তব্য দেশে গ্রহণযোগ্য ন্যূনতম মধ্যম পর্যায়ের ভাষাশিক্ষার সনদ থাকতে হবে। যেমন জাপানের জন্য এন৪, দক্ষিণ কোরিয়ার জন্য টপিক লেভেল৩ যোগ্যতার সনদ থাকতে হবে। আবেদনকারীর বয়স ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। এই ঋণের সুবিধা শুধু স্বল্পমেয়াদি কোর্সের (সর্বোচ্চ দুই বছর মেয়াদি) জন্য প্রযোজ্য হবে।

যেসব কাগজপত্র লাগবে : ঋণের জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে কিছু নথিপত্র লাগবে। সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের তিন কপি ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, বিদেশি সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ইস্যু করা অফার লেটার, পাসপোর্ট ও সর্বশেষ একাডেমিক সার্টিফিকেটের ফটোকপি, গন্তব্য দেশে গ্রহণযোগ্য ন্যূনতম মধ্যম পর্যায়ের ভাষাশিক্ষার সনদ আবেদনের সঙ্গে জমা দিতে হবে। এ ছাড়া ঋণ পরিশোধে সক্ষম একজন জামিনদারের নামঠিকানা ও প্রয়োজনীয় নথি জমা দিতে হবে। পরিবারের সদস্য বা আত্মীয় জামিনদার হতে পারবেন।

তিন লাখ টাকা পর্যন্ত জামানত নেই : এক থেকে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো জামানত লাগবে না। শুধু একজন জামিনদারের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি ও তাঁর সচল ব্যাংক হিসাবের চেকের তিনটি পাতা লাগবে। তিন থেকে পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে ঋণসীমার ন্যূনতম দ্বিগুণ বাজারমূল্যের স্থাবর সম্পত্তির মূল দলিলসহ জামানত হিসেবে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখায় জমা থাকবে। এর সঙ্গে একজন জামিনদারের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি ও তাঁর সচল ব্যাংক হিসাবের চেকের তিনটি পাতা লাগবে। আর ৫ থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে ঋণসীমার ন্যূনতম দ্বিগুণ বাজারমূল্যের স্থাবর সম্পত্তি দিয়ে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের অনুকূলে রেজিস্টার্ড মর্টগেজ ও অপ্রত্যাহারযোগ্য আমমোক্তারনামা দলিল করতে হবে। ঋণ প্রদানের প্রক্রিয়ায় প্রতারণার বিষয়ে সতর্ক করেছে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক। ব্যাংকটি জানিয়েছে, তাদের কোনো এজেন্ট নেই। ঋণের আবেদন শুধু অনলাইনের মাধ্যমে অথবা নিকটস্থ শাখায় সরাসরি করা যাবে। এ ছাড়া যেকোনো তথ্য বা সহায়তার জন্য হেল্পলাইন নম্বর–১৬২৩৮ চালু রয়েছে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

রাজনৈতিক আশ্রয় : নিজ দেশে ভ্রমণের বিষয়ে যুক্তরাজ্যের আইন কী বলে

বাংলাদেশ ডেস্ক : প্রতিবছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে হাজারো মানুষ রাজনৈতিক নিপীড়ন ও নিরাপত্তাহীনতার কথা তুলে ধরে যুক্তরাজ্যে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। এই আবেদন মঞ্জুর হলে সরকার প্রথমে পাঁচ বছরের জন্য সুরক্ষাভিত্তিক থাকার অনুমতি দেয়। এই মেয়াদ পূর্ণ হলে দেওয়া হয় 'ইনডেফিনিট লিভ টু রিমেইন (আইএলআর)' বা স্থায়ী বসবাসের সুযোগ। এর অন্তত ১২ মাস পর যুক্তরাজ্যের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করা যায়। এখানে উতরে গেলে পাওয়া যায় ব্রিটিশ পাসপোর্ট। তখন ইচ্ছেমতো বিদেশ ভ্রমণ ও যুক্তরাজ্যে ফেরার অধিকার পান আশ্রয়প্রার্থী ওই ব্যক্তি। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এক এগারোর পটপরিবর্তনের পর গ্রেপ্তার হন এবং ২০০৮ সালে কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে চিকিৎসার জন্য সপরিবার যুক্তরাজ্যে যান। এর পর থেকে তিনি লন্ডনে বসবাস করছেন। তারেক রহমান যুক্তরাজ্যে যাওয়ার পর রাজনৈতিক আশ্রয় পেয়েছিলেন বলে জানা গেছে। তবে বর্তমানে তিনি কোন মর্যাদায় আছেন, সেটা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। সম্প্রতি বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তারেক রহমানের দেশে ফেরা নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়। তবে তিনি কোন প্রক্রিয়ায় ফিরবেন, সেটা জানা যায়নি।

যুক্তরাজ্যে রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়া ব্যক্তি তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী বা ইচ্ছেমতো নিজ দেশে ফিরতে পারেন কি না, সে বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল ইংল্যান্ডের অভিবাসন ও মানবাধিকার আইনে বিশেষজ্ঞ ব্যারিস্টার মনোয়ার হোসেনের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়া মানে আশ্রয়দাতা দেশে নিরাপত্তাহীনতা থেকে সুরক্ষা পাওয়া। তাই আইএলআর তথা স্থায়ী বসবাসের অনুমতি পাওয়ার পরেও নিজ দেশে ফিরে গেলে যুক্তরাজ্য সরকার কর্তৃপক্ষ তথা হোম অফিস ধারণা করতে পারে যে নিজ দেশে ওই ব্যক্তির আর কোনো নিরাপত্তা ঝুঁকি নেই। এতে তার রিফিউজি স্ট্যাটাস ও আইএলআর দুটোই ঝুঁকিতে পড়ে।' সাধারণ অভিবাসীদের জন্য যুক্তরাজ্যে স্থায়ী বসবাসের অনুমতি (আইএলআর) পাওয়ার পর অন্য দেশে যাওয়া এবং আবার ফিরে আসার আইনগত অধিকার থাকে। তবে যুক্তরাজ্যের বাইরে টানা দুই বছরের বেশি অবস্থান করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আইএলআর বাতিল হতে পারে। তখন আবার আসতে চাইলে পুনরায় ভিসা (রিটার্নিং রেসিডেন্ট) লাগে। তবে আশ্রয়প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে এটা আরও বড় ঝুঁকি তৈরি করে বলে জানান লন্ডনে আইন পেশায় নিয়োজিত ব্যারিস্টার মনোয়ার হোসেন। তিনি বলেন, 'নিজ দেশে ভ্রমণই আশ্রয়দাবির বিরোধী। কারণ, যে নিপীড়নের ভয় দেখিয়ে আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল, সেই দেশে যেতে পারলে যুক্তরাজ্যের সরকারি কর্তৃপক্ষ মনে করতে পারে আশ্রয়ের প্রকৃত কারণ আর নেই। এতে স্থায়ী বসবাসের অনুমতি (আইএলআর) বাতিলের পথও খুলে যায়। যদি ব্যক্তি যুক্তরাজ্যে থাকাকালে এটি বাতিলের সিদ্ধান্ত হয়, তবে আপিলের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু বাইরে অবস্থানকালে বাতিল হলে পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে ওঠে। তখন যুক্তরাজ্যে ফিরে আসা সম্ভব নাও হতে পারে।'

যুক্তরাজ্যে রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়া ব্যক্তিদের জন্য হোম অফিস একটি বিশেষ 'রিফিউজি ট্রাভেল ডকুমেন্ট' দেয়। এই নথি ব্যবহার করে আশ্রয়প্রাপ্তরা নিজ দেশ ছাড়া বিশ্বের অন্যান্য দেশে ভ্রমণ করতে পারেন। তবে যে দেশে নির্যাতনের আশঙ্কার কথা বলে আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, সেই দেশে এই ভ্রমণ নথি ব্যবহার করা যায় না।

যুক্তরাজ্যে আশ্রয়প্রাপ্ত কোনো বাংলাদেশি যদি স্বদেশে যেতে চান, তাহলে তাঁকে বাংলাদেশি পাসপোর্ট বা বাংলাদেশ সরকারের ইস্যু করা ভ্রমণ পারমিট ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু এতে গুরুতর আইনি ঝুঁকি তৈরি হয়। যুক্তরাজ্যের হোম অফিস এটি ধরে নিতে পারে যে আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আর নেই এবং সেই দেশে আর কোনো নিরাপত্তা ঝুঁকি নেই। এর ফল হিসেবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির রিফিউজি স্ট্যাটাস বা মানবিক সুরক্ষার মর্যাদা বাতিল হতে পারে। একই সঙ্গে স্থায়ী বসবাসের অনুমতি হারানোর ঝুঁকিও দেখা দেয়। এমন পরিস্থিতিতে ব্যক্তি যুক্তরাজ্যে ফিরে আসতে নাও পারেন এবং ফিরতে চাইলে নতুন ভিসা বা অন্যান্য আইনগত প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

নাগরিকত্ব ত্যাগের বিধান কী : যদি কোনো ব্যক্তি যুক্তরাজ্যের নাগরিকত্ব ত্যাগ করতে চান, তাহলে হোম অফিস বরাবর একটি আনুষ্ঠানিক আবেদন করতে হয়। এই প্রক্রিয়া শেষ হতে সাধারণত দুই থেকে তিন মাস (১২ সপ্তাহ) সময় লাগে। আবেদন মঞ্জুর হলে হোম অফিস একটি প্রমাণপত্র জারি করবে এবং ওই তারিখ থেকেই এটি কার্যকর হবে। নাগরিকত্ব ত্যাগের পর যুক্তরাজ্যে থাকতে চাইলেও বসবাসের অধিকার আর থাকবে না। এ ক্ষেত্রে নতুন ভিসা বা অনুমোদনের প্রয়োজন হবে।

জনগণকে নিয়েই দেশ পরিচালনা করবে জামায়াত : জামায়াতে ইসলামীর আমির

ঢাকা : জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, জনগণকে অন্ধকারে রেখে আমরা কোনো কাজ করব না। জনগণকে সঙ্গে নিয়েই দেশ পরিচালনার নীতি গ্রহণ করবে জামায়াত। ইনসাফ এবং কোরআনের সমাধানের ভিত্তিতে আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণ করবে জামায়াত। মিরপুরের ওষুধ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। জামায়াত ক্ষমতায় গেলে সমাজের সব অংশীজনের সম্মানিত করা হবে জানিয়ে শফিকুর রহমান বলেন, জামায়াত একটি মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

যারা দুর্নীতিতে জড়িত তারা মানসিক শান্তি পায় না। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠিত হলে সবার জন্য শান্তি নিশ্চিত হবে। একমাত্র ইসলামই পৃথিবীতে নারীর সম্মান ও অধিকার নিশ্চিত করেছে বলেও মন্তব্য করেন জামায়াত আমির। ওষুধ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অবৈধ সুবিধা নিয়ে কিছু চিকিৎসক মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করছেন উল্লেখ করে জামায়াত আমির বলেন, বাংলাদেশি চিকিৎসকদের জন্য হালাল পন্থায় বেঁচে থাকার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। একসময় বাংলাদেশ ওষুধশিল্পে বিদেশিদের ওপর নির্ভরশীল থাকলেও বর্তমানে বহু দেশে বাংলাদেশের ওষুধ রপ্তানি হয়।

৮০ শতাংশ মানুষ মনে করেন নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে

ঢাকা : বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ ইউনূস সরকারের কার্যক্রমে সন্তুষ্ট। তবুও তারা একটি অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে চান। গণতান্ত্রিক উত্তরণের ওই মুহূর্তে বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ কি ভাবছে? তা নিয়ে একটি জরিপ করেছে মার্কিন পর্যবেক্ষক সংস্থা আইআরআই। ১৩ই সেপ্টেম্বর থেকে ১২ই অক্টোবর পরিচালিত ওই জরিপে অংশ নেয়া বাংলাদেশের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি (৬৯ শতাংশ) উত্তরদাতা মনে করেন- অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস ভালো কাজ করছেন। জরিপে অংশ নেয়া সত্তর শতাংশ মানুষ অন্তর্বর্তী সরকারের কার্যক্রমের প্রশংসা করেছেন। তারা খোলাসা করেই বলেছেন- দেশের বেশির ভাগ মানুষ ড. ইউনূসের নেতৃত্বে অগ্রগতি দেখতে পাচ্ছেন। জরিপের বরাতে আইআরআই-এর এশিয়া-প্যাসিফিকের সিনিয়র ডিরেক্টর জোহানা কাও বলেন- ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি বাংলাদেশের আস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে। এ দেশের মানুষ একটি জবাবদিহিমূলক সরকার এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার দেখতে চায়। জরিপে সেই আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন রয়েছে। বাংলাদেশে একটি নির্বাচন অত্যাসন্ন। জরিপে অংশ নেয়া ৮০ শতাংশ মানুষ আশাবাদী যে, আগামী নির্বাচনটি অবাধ এবং সুষ্ঠু হবে। ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের (আইআরআই) সেন্টার ফর ইনসাইটস ইন সার্ভে রিসার্চ কর্তৃক পরিচালিত জরিপের সামগ্রিক মূল্যায়ন হচ্ছে- বাংলাদেশিরা প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কর্মক্ষমতাকে এখনো অপ্রতিরোধ্যভাবে সমর্থন করে চলেছেন।

ভারত ছেড়ে এবার নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে কামাল

ঢাকা : গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ভারত ছাড়ছেন। মৃত্যুদণ্ডের বিধান নেই এমন কোনো দেশে গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি। পাশাপাশি বাংলাদেশের সঙ্গে বন্দিবিনিময় চুক্তি নেই, এমন দেশে যাওয়ার চেষ্টাও করছেন। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে রায় ঘোষণার পরপরই তিনি কলকাতার রোজডেলে এলাকা ছেড়ে অজ্ঞাত স্থানে চলে গেছেন। তাই কয়েকদিন ধরে কলকাতায় অবস্থানকারী নিজ দলের নেতাকর্মীসহ কেউই তার সাক্ষাৎ পাননি। বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্বশীল সূত্র এবং ভারতের একাধিক কূটনৈতিক সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। অবশ্য কামাল নিজেও ভারত ছাড়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'ভারতে বেশিদিন থাকা নিরাপদ মনে করছি না। এখনই আমাকে বিকল্প চিন্তা করতে হচ্ছে।' জুলাই বিপ্লবে গত বছর ৫ আগস্ট আওয়ামী সরকারের পতনের পর শেখ হাসিনার পাশাপাশি তার সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামালও পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন। জুলাই গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে গত ১৭ নভেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খানকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার রায় দেন। ট্রাইব্যুনালের এ রায়ের পর শেখ হাসিনা ও কামালকে ফেরত চেয়ে ভারত সরকারের কাছে কূটনৈতিক চিঠি দেয় বাংলাদেশ। বাংলাদেশের এ চিঠি পর্যালোচনা করে দেখা হচ্ছে বলে এরই মধ্যে জানিয়েছে নয়াদিল্লি। ওই রায় ঘোষণার পর একটি আঞ্চলিক জোটের সম্মেলনে যোগ দিতে দিল্লি যান বাংলাদেশের নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান। সফরকালে গত ১৯ নভেম্বর ভারতের নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হয় তার। কূটনৈতিক সূত্রে জানা যায়, ওই বৈঠকে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হাসিনা ও কামালের প্রত্যর্পণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামি হাসিনা ও কামালকে ফেরাতে বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে কূটনৈতিক চ্যানেলে যোগাযোগের মধ্যেই সামনে আসে কামালের ভারত ছাড়ার প্রচেষ্টার তথ্য। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক শাখার দায়িত্বশীল একজন কর্মকর্তা জানান, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায়ের সূত্র ধরে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামালকে ফেরত চেয়ে ঢাকার তরফ থেকে দিল্লিকে চিঠি দেওয়ার পর বিচলিত হয়ে পড়েন তিনি। ইতোমধ্যেই তিনি তার এক বছরের পুরোনো ঠিকানা পরিবর্তন করে সে দেশেরই অজ্ঞাত স্থানে আত্মগোপনে চলে গেছেন বলে মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে।

ভারত ছাড়ার বিষয়ে কামালের টেলিকথোপকথন : সম্প্রতি আসাদুজ্জামান খান কামাল ভারতে অবস্থানকারী তার এক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গে ফোনালাপে জানান, সেখানে অবস্থান করা আর নিরাপদ নয়। সম্প্রতি তিনি ওই ব্যক্তির (নিরাপত্তার জন্য নাম ও পরিচয় প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক) সঙ্গে টেলিফোনে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তার মৃত্যুদণ্ডের রায়, ভারত সরকারের আশ্রয় দেওয়া এবং প্রত্যর্পণের বিষয় নিয়ে কথা বলেন। তিন মিনিটের ওই কথোপকথনের অডিও রেকর্ড আমার দেশ-এর হাতে এসেছে। পূর্ব পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার সূত্র টেনে ওই ব্যক্তি টেলিফোনে কামালের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ চান। কামাল আপাতত দেখা করতে অসম্মতি জানিয়ে বলেন, আপাতত দেখা করতে চাচ্ছি না। কয়েকদিন পরে প্রয়োজনে আমিই ডেকে কথা বলব। সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এমন বক্তব্যের জবাবে ওই ব্যক্তি বলেন, 'আমি তো আপনার বাসার সামনে চলে এসেছি। যেহেতু এসেই পড়েছি, একটু দেখা করে দু-একটি কথা বলেই চলে যাব'। এ পর্যায়ে কামাল বলেন, 'আমি এখন ওই ঠিকানায় থাকি না। ওইখান থেকে অন্যত্র চলে এসেছি। আর ভারত তাদের দেশে আমাদের আশ্রয় দিয়েছে। আমাদেরও এমন কোনো কাজ করা ঠিক নয়, যাতে তাদের সমস্যা হয়।' নতুন ঠিকানার কথা গোপন রেখে ওই ব্যক্তিকে কামাল আরো বলেন, 'আমি তো এখানেও নিরাপদ মনে করছি না। নতুন কোনো চিন্তা করতে হচ্ছে।' নতুন চিন্তার বিষয়ে পরে ওই ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলবেন বলেও জানান তিনি।

অবৈধ পথে ভারতে পলায়ন : হাসিনার পতনের পর পালাতে গিয়ে সীমান্ত এলাকা ও দেশের বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে তৎকালীন মন্ত্রী আনিসুল হক, ডা. দীপু মনি, ড. আব্দুর রাজ্জাক, মুহাম্মদ ফারুক খান, ইমরান আহমেদ, ফরহাদ হোসেন, সাধন চন্দ্র মজুমদার, টিপু মুনশি, গোলাম দস্তগীর গাজী, আসাদুজ্জামান নূর, নুরুল ইসলাম সুজন, নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, নারায়ণ চন্দ্র চন্দ, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, আব্দুস শহীদ, র আ ম ওবায়দুল মুক্তাদির চৌধুরী, আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, নুরুজ্জামান আহমেদ, আমির হোসেন আমু, রাশেদ খান মেনন, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, হাসানুল হক ইনু, কামরুল ইসলাম, শাজাহান খান ও রমেশ চন্দ্র সেন গ্রেপ্তার হন। এ ছাড়া সাবেক প্রধানমন্ত্রীর তিন উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী ও কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী কারাগারে রয়েছেন। গ্রেপ্তারের পর বিভিন্ন মামলায় কারাগারে আছেন সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, ক্যাপ্টেন এ বি তাজুল ইসলাম, মাহবুব আলী, জাহিদ ফারুক, কামাল আহমেদ মজুমদার, জাকির হোসেন, শহীদুজ্জামান সরকার, ডা. এনামুর রহমান ও দীপংকর তালুকদার। উপমন্ত্রীদের মধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছেন আরিফ খান জয়, আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব ও ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু। এদের মধ্যে সাবেক শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক শাখার একজন কর্মকর্তা জানান, দেশের কোনো বন্দর ব্যবহার না করে যাতে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের কোনো মন্ত্রী কিংবা জুলাই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত কেউ দেশত্যাগ করতে না পারে, সেজন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি অন্তর্বর্তী সরকারের বিশেষ নির্দেশনা রয়েছে। তবে এর মধ্যেও বিভিন্ন উপায়ে অবৈধ পথে অনেকেই দেশত্যাগ করেছেন। আসাদুজ্জামান খান কামালও অবৈধভাবে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে পালিয়ে গেছেন। ওই কর্মকর্তা বলেন, গত বছরের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের দিকে কামালকে কলকাতার একটি পার্কে আওয়ামী লীগের আরো কয়েক নেতার সঙ্গে দেখা গেছে। এমন সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশের পর মন্ত্রণালয় থেকে পুলিশের বিশেষ শাখা ও অন্যান্য সংস্থার কাছে প্রতিবেদন চাওয়া হয়েছিল। তাদের প্রতিবেদনগুলো আমরা পর্যালোচনা করে দেখেছি। তাতে বৈধভাবে সীমান্ত পার হওয়ার কোনো রেকর্ড ও তথ্য নেই। আমরা এটা নিশ্চিত হয়েছি, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবৈধভাবেই সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে পালিয়েছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা মনে করেন, আসাদুজ্জামান খান কামালকে অন্য কোনো নিরাপদ দেশে আশ্রয় নেওয়ার জন্য পাঠাতে সব ধরনের সহযোগিতা দিতে পারে ভারত। ওই কর্মকর্তা বলেন, শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খানের নির্দেশে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় এক হাজার ৪০০ নিরস্ত্র মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া আরো কয়েক হাজার মানুষ চিরতরে পঙ্গু হয়েছেন। এ বিষয়ে জাতিসংঘের তদন্ত প্রতিবেদন রয়েছে। এরপরও তারা পালিয়ে ভারতে নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছে। এখন তাদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়েছে। আমরা ভারতের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকব। তিনি আরো বলেন, আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে–শেখ হাসিনা একবার বলেছিলেন যে তিনি 'ভারতকে যা দিয়েছেন, তাতে ভারত আজীবন তাকে মনে রাখবে'। ভারত খুব স্বাভাবিকভাবেই নিজ দেশে হোক কিংবা অন্য কোনো তৃতীয় দেশেই হোক–তাদের নিরাপদে রাখার চেষ্টা করবে।

দ্রুত ভারত ছাড়তে চান কামাল : ভারত থেকে দ্রুত অন্য দেশে পাড়ি দিতে চান কামাল– এমন তথ্য দিয়েছে ভারতের একটি কূটনৈতিক সূত্র। সূত্রটি জানায়, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে কামালের মৃত্যুদণ্ডের রায় হওয়ার পরপরই তাকে ফেরত চেয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় চুক্তির আওতায় তাকে ফেরত চেয়ে ঢাকার তরফ থেকে গত ২১ নভেম্বর দিল্লিকে চিঠি দেওয়া হয়। ওই চিঠির কথা পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমরা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের দেওয়া রায় কার্যকর করার জন্য শেখ হাসিনা ও কামালকে ফেরত চেয়ে কূটনৈতিক মারফতে নোটভারবাল (চিঠি) দিয়েছি। বাংলাদেশের ওই চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করে ভারতও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল নয়াদিল্লিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন, 'আমরা চলমান বিচারিক ও অভ্যন্তরীণ আইনি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বাংলাদেশের অনুরোধপত্রটি পরীক্ষা করে দেখছি। আমরা সব সময় প্রতিবেশী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের শান্তি, গণতন্ত্র, অন্তর্ভুক্তি ও স্থিতিশীলতাসহ সে দেশের জনগণের সর্বোত্তম স্বার্থের বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ। এ লক্ষ্য অর্জনে আমরা অব্যাহতভাবে সব অংশীজনের সঙ্গে গঠনমূলকভাবে যুক্ত থাকব।' ভারতের সূত্রটি জানায়, বাংলাদেশের চিঠি ও ভারতের প্রতিক্রিয়ায় সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বেশ ঘাবড়ে গেছেন। তিনি ওইদিন তার কলকাতার ডেরা পাল্টে অন্যত্র এক অজানা গন্তব্যে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে চলাচলে কোনো বিধিনিষেধ না থাকলেও তিনি নিজেকে অনেকটাই গুটিয়ে নিয়েছেন। এর আগে তিনি কলকাতায় অবস্থানকারী তার দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীর সঙ্গে নিয়মিতই বসতেন। এখন সবার আড়ালে চলে গেছেন। সূত্র জানায়, ভারত থেকে আসাদুজ্জামান খান কামাল দ্রুতই অন্য কোনো দেশে আশ্রয় নিতে যাচ্ছেন–এমন তথ্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেছে দেশের একটি সংস্থা। সরকারের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, 'আমরা জানতে পেরেছি পলাতক সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল ভারত থেকে দ্রুতই অন্য দেশে পাড়ি জমাচ্ছেন–এমন তথ্য আমাদের কাছে এসেছে। এখন আমরা ভারতের জবাবের অপেক্ষায় আছি।

মন্ত্রিসভায় ঘুমিয়ে পড়লেন ট্রাম্প

বাংলাদেশ ডেস্ক : ওয়াশিংটনে স্থানীয় সময় গত মঙ্গলবার দুপুর ঠিক বারোটার কিছু পর মন্ত্রিসভার বৈঠক শুরু হয়। সেখানে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্বভাবমতোই প্রথমে 'ঘুমকাতুরে জো' বাইডেনকে নিয়ে কিছু কথা বলেন। এরপরই তিনি দাবি করেন, তিনি ২৫ বছর আগে যতটা বিচক্ষণপ্রাণবন্ত ছিলেন, এখন তার চেয়েও অনেক বেশি। এবং এই কথা বলার কিছুক্ষণ পরেই তিনি বৈঠকের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েন।সংবাদমাধ্যম সিএনএনএর খবর, গত সপ্তাহে নিউইয়র্ক টাইমস ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ করে। যেখানে বলা হয় ৭৯ বছর বয়সী প্রেসিডেন্ট তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদে কিছুটা ধীর হয়ে গেছেন। ট্রাম্প সেই রিপোর্টের কড়া সমালোচনা করেই বলেন, তিনি নাকি '২৫ বছর আগের চেয়েও এখন অনেক বেশি বিচক্ষণ ও প্রাণবন্ত।' নিউ-ইয়র্ক টাইমসকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, 'ট্রাম্প ঝরঝরে, কিন্তু ওরা ঝরঝরে নয়।'

এ সময় ট্রাম্প সাংবাদিকদের ওপর ক্ষোভ ঝাড়েন। কারণ, তিনি মনে করেনড়তাঁর স্বাস্থ্য এবং কর্মক্ষমতা নিয়ে তাঁর সঙ্গে অন্যায় আচরণ করা হচ্ছে। তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, 'তোমরা সবাই পাগল।' কিন্তু এর পরের দেড় ঘণ্টা ধরে মন্ত্রিসভার বৈঠকে ট্রাম্পের নিজেকে 'ঝরঝরে' এবং 'প্রাণবন্ত' দাবি করার প্রমাণ দিতে রীতিমতো সংগ্রাম করেছেন।তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন মধ্যদুপুরের ভাতঘুমের সঙ্গে এক দীর্ঘ ও প্রায়শই হেরে যাওয়া লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। এমনকি তাঁর মন্ত্রিসভা যখন তাঁর প্রিয় কাজড় মানে ট্রাম্পের প্রশংসা করাড়নিয়ে ব্যস্ত, তখনো তাঁকে বারবার চোখ বুজে ঘুমে ঢলে পড়তে দেখা গেল।মজার বিষয় হলোড়একসময় ট্রাম্প নিজেই বাইডেনের এ ধরনের দৃশ্য দেখে উপহাস করে বলতেন এটা প্রেসিডেন্টের কাজের শক্তি ও যোগ্যতার অভাবের প্রমাণ। নিজের স্বাস্থ্য এবং কাজের ক্ষমতা নিয়ে রিপোর্টের বিরুদ্ধে কথা বলার প্রায় ১৫ মিনিট পর, ট্রাম্পের নিজ চোখ খোলা রাখতে কষ্ট হচ্ছিল। ঠিক তখন বাণিজ্যমন্ত্রী হাওয়ার্ড লুটনিক তাঁর বাণিজ্য যুদ্ধের প্রশংসা করে বলছিলেন, 'সর্বকালের সেরা প্রেসিডেন্টের জন্য সর্বকালের সেরা মন্ত্রিসভা।'

এরপর আবাসন ও নগর উন্নয়নমন্ত্রী স্কট টার্নার এবং কৃষিমন্ত্রী ব্রুক রোলিনসের কথা শোনার সময় ট্রাম্পের চোখের পাতা আরও ধীরে নামতে থাকল। যখন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট, শ্রমমন্ত্রী লরি চাভেজ-ডেরেমেড এবং পরিবেশ রক্ষা সংস্থার প্রশাসক লি জেলডিন কথা বলছিলেন, তখন তাঁর ঘুম ঠেকানোর লড়াই আরও কঠিন হলো।শিক্ষামন্ত্রী লিন্ডা ম্যাকমাহন এবং স্বাস্থ্য ও মানব পরিষেবামন্ত্রী রবার্ট এফ. কেনেডি জুনিয়রের কথা বলার সময়, ট্রাম্পকে ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ডের জন্য চোখ বন্ধ করে নিশ্চল থাকতে দেখা গেল। এরপর তিনি চোখ নাড়ালেন বা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।দুপুর ১টা ৪৫ মিনিটের ঠিক আগে, যখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও কথা বলছিলেন, তখনো ট্রাম্প ঘুমে ঢুলছিলেন। রুবিও যখন যুদ্ধ শেষ করার জন্য ট্রাম্পের চেষ্টার প্রশংসা করছিলেন, তখন ট্রাম্পের এই ঘুমিয়ে পড়াটা আরও বেশি চোখে পড়ল। কারণ তিনি রুবিওর ঠিক পাশেই বসেছিলেন এবং ক্যামেরা দুজনের ওপর জুম করা ছিল।

মঙ্গলবারের এই দৃশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লেভিট দাবি করেন, ট্রাম্প 'মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন এবং পুরো তিন ঘণ্টার বিশাল মন্ত্রিসভার বৈঠক পরিচালনা করছিলেন।'এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে এই নিয়ে দ্বিতী-য়বার ট্রাম্পকে এত স্পষ্ট করে ঘুমের সঙ্গে লড়তে দেখা গেল। এর আগের ঘটনাটি ছিল ৬ নভেম্বর, ওভাল অফিসে। সেবার ওয়াশিংটন পোস্ট একাধিক ভিডিও দেখে হিসাব করেছিল যে ট্রাম্প প্রায় ২০ মিনিট চোখ খোলা রাখতে সংগ্রাম করেছিলেন।এক সময় যে ট্রাম্প তাঁর পূর্বসূরি বাইডেনকে ঘুমকাতুরে বলে তিরস্কার করতেন সেই ট্রাম্পই আজ নিজের তৈরি করার মানদণ্ডে নিজেই ফেঁসে যাচ্ছেন। ২০২১ সালে স্কটল্যান্ডের জলবায়ু সম্মেলনে বাইডেনকে ঘুমিয়ে পড়তে দেখার পর ট্রাম্প এক ইমেইলে বলেছিলেন, 'যে কেউ কোনো বিষয়ে সত্যি সত্যি উৎসাহী ও বিশ্বাসী হবে, সে কখনো ঘুমিয়ে পড়বে না!'

এবার ট্রাইব্যুনালে বিচারের মুখোমুখি হচ্ছেন জয়

ঢাকা : জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। পাশাপাশি সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এবং সাবেক তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহ্মেদ পলকের বিরুদ্ধেও তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে কর্মরত সাংবাদিকদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে প্রসিকিউটর গাজী মোন-াওয়ার হুসাইন তামীম বুধবার সন্ধ্যায় এসব তথ্য জানান।

হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে প্রসিকিউটর গাজী মোন-াওয়ার লেখেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে সজীব ওয়াজেদ জয়, আনিসুল হক, সালমান এফ রহমান ও জুনায়েদ আহ্মেদ পলকের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন হাতে পেয়েছে প্রসিকিউশন। নিয়ম অনুযায়ী, ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা তদন্তের পর প্রতিবেদন চিফ প্রসিকিউটর কার্যালয় বা প্রসিকিউশনে প্রতিবেদন দাখিল করে। পরে প্রসিকিউশন তা যাচাইবাছাই করে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আকারে ট্রাইব্যুনালে জমা দেয়।

খালেদা জিয়ার অবস্থা সংকটাপন্ন

(প্রথম পাতার পর)

অবস্থা অপরিবর্তিত বলে জানা গেছে। যুক্তরাজ্য থেকে আসা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রিচার্ড বেলে ঢাকায় নেমে দুপুরে সরাসরি এভারকেয়ার হাসপাতালে যান এবং খালেদা জিয়াকে দেখেন। এরপর তিনি খালেদা জিয়ার সর্বশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতিবেদনগুলোও দেখেন। তবে এই চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে গতকাল বুধবার রাত পর্যন্ত বিএনপির পক্ষ থেকে কোনো তথ্য জানানো হয়নি। গত রাতে চীন থেকে এসেছেন আরও চারজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। তাঁরা রাতেই খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় যুক্ত হন বলে বিএনপি সূত্রে জানা গেছে। খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে। তাঁকে নিয়ে দেশের মানুষ উদ্বেগে রয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় তাঁকে দেখতে হাসপাতালে যান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। এভারকেয়ার হাসপাতালের একটি সূত্র জানায়, অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের অধীন খালেদা জিয়ার চিকিৎসা কার্যক্রম চলছে।

বিএনপির মিডিয়া উইং থেকে জানানো হয়, সর্বশেষ গত রাতে আসা চীনের চারজন চিকিৎসক হলেন কাই জিয়ানফাং, ইউয়ান জিন, মিজ ঝাং ইউহুই ও মিজ মেং হং। তাঁরা রাত ১০টা ১০ মিনিটে এভারকেয়ার হাসপাতালে পৌঁছালে বিএনপির মহাসচিব স্বাগত জানান। বিএনপির একটি সূত্র জানায়, খালেদা জিয়ার ফুসফুসে সংক্রমণের কারণে যে জটিলতা তৈরি হয়েছিল, সেটা কিছুটা উন্নতির দিকে। হৃদ্ যন্ত্রে জটিলতা রয়েছে। বাকি সমস্যাগুলো অনেকটাই অপরিবর্তিত। হাসপাতালের প্রধান ফটক কাঁটাতারের ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। এ ছাড়া হাসপাতাল এলাকায় বিশেষ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা, স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ), বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতি রয়েছে। হাসপাতালের নিকটবর্তী দুটি মাঠে আজ সেনা ও বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টারের পরীক্ষামূলক অবতরণ ও উড্ডয়নের কথা রয়েছে। এ নিয়ে অপপ্রচার বা বিভ্রান্তি না ছড়াতে সরকারের দিক থেকে অনুরোধ করা হয়েছে।

খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা নিয়ে নানা গুঞ্জন ছড়িয়েছে। এ পরিস্থিতিতে গতকালও বিএনপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের নেতারা হাসপাতালে গিয়ে বিএনপির নেত্রীর খোঁজখবর নিয়েছেন। সবার মুখে প্রশ্ন, খালেদা জিয়ার অবস্থা কোন পর্যায়ে, তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে নেওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান মাকে দেখতে দেশে আসছেন কি না ইত্যাদি। তবে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্র থেকে জানা গেছে, খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে নেওয়া যাবে কি না, সে বিষয়েও বিদেশে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও মেডিকেল বোর্ডের সদস্যরা মতামত দেবেন। এই মতামতের ওপর অনেকটা নির্ভর করছে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও খালেদা জিয়ার জ্যেষ্ঠ সন্তান তারেক রহমান কবে দেশে ফিরবেন। উন্নত চিকিৎসার জন্য গত জানুয়ারিতে লন্ডনে গিয়েছিলেন খালেদা জিয়া। সেখানে প্রথমে হাসপাতালে এবং পরে ছেলে তারেক রহমানের বাসায় থেকে চিকিৎসা নিয়ে প্রায় চার মাস পর গত ৬ মে তিনি দেশে ফেরেন। গত ২৩ নভেম্বর রাতে শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে খালেদা জিয়াকে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। পরীক্ষায় ফুসফুসে সংক্রমণ ধরা পড়ায় তাঁকে ভর্তি করা হয়। গত রোববার ভোরের দিকে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে এসডিইউ থেকে সিসিইউতে নেওয়া হয়।

এভারকেয়ারে প্রধান উপদেষ্টা

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানায়, বুধবার সন্ধ্যা সাতটার পর সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিতে এভারকেয়ার হাসপাতালে যান প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।

হাসপাতালে পৌঁছালে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, বেগম খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন, অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদার, খালেদা জিয়ার প্রয়াত ছোট ছেলের স্ত্রী সৈয়দা শামিলা রহমান এবং ছোট ভাই শামীম এসকান্দার প্রধান উপদেষ্টাকে স্বাগত জানান। প্রধান উপদেষ্টা প্রায় আধা ঘণ্টা হাসপাতালে অবস্থান করেন। এ সময় তিনি বেগম জিয়ার পরিবার ও দলের নেতা-কর্মীদের ধৈর্য ধারণের আহ্বান জানান। বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে তাঁর চিকিৎসক দল প্রধান উপদেষ্টাকে অবহিত করে। তাঁরা জানান, যুক্তরাষ্ট্রের মাউন্ট সিনাই ও জনস হপকিনস হাসপাতাল এবং যুক্তরাজ্য ও চীনসহ বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধান ও সহায়তায় খালেদা জিয়ার চিকিৎসা চলছে।

এ সময় সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করেন প্রধান উপদেষ্টা। একই সঙ্গে তিনি দেশবাসীর কাছে বেগম জিয়ার আরোগ্য কামনায় দোয়া ও প্রার্থনার আহ্বান জানান। হাসপাতাল পরিদর্শনকালে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমানও ছিলেন। এর আগে গতকাল দুপুরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার ও বিকেলে ইসলামী আন্দোলনের সিনিয়র নায়েবে আমির সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম হাসপাতালে যান। তাঁরা খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। পরে ফয়জুল করীম সাংবাদিকদের বলেন, 'যাঁরা দায়িত্বশীল আছেন, তাঁদের থেকে আমরা খোঁজখবর নিয়েছি। আগের মতোই এখন পর্যন্ত। এখন পর্যন্ত খুব পরিবর্তন হয়েছেড়এ রকম তাঁরা আমাকে খবর দিতে পারেন নাই।'

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের নতুন কমিটি

(শেষ পাতার পর)

হয়েছে নতুন কমিটি। সেই সঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি ও ট্রাস্টি বোর্ডের কর্মকর্তাদের নাম। নবগঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির প্রেসিডেন্ট হয়েছেন ডা. নাজমুল এইচ. খান এবং সেক্রেটারী নির্বাচিত হয়েছেন মো. ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ।

গত সপ্তাহে অনুমোদন দেওয়া হয় নতুন কমিটি। নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি ও ট্রাস্টি বোর্ডের কর্মকর্তাদের বাছাইয়ের জন্য গঠিত ১১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন সৈয়দ আবু মুজাফফর এবং ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আখতার হুসেন। ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ সভায় তাদের চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হবে। জেএমসির গঠনতন্ত্র মোতাবেক নূতন দু'টি কমিটির কর্মকর্তাদের নাম অনুমোদনের জন্য সদস্যদের মাঝে উপস্থাপন করেন। উপস্থিত সদস্যগণ অকুণ্ঠ সমর্থন জানান প্রস্তাবিত কমিটির প্রতি এবং নব নির্বাচিতদের স্বাগত জানান।

কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকর্তারা হলেন : প্রেসিডেন্ট ডা. নাজমুল এইচ. খান, ভাইস প্রেসিডেন্ট আফতাবউদ্দিন মান্নান, সেক্রেটারী মো. ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার জয়েন্ট সেক্রেটারি মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন, ট্রেজারার সৈয়দ এম. রহমান লাবু, অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেজারার শাহাদাত হাসান, সদস্য-১ মোহাম্মদ আই. রাশেদ রানা, সদস্য-২ মোহাম্মদ এন. আহসান, সদস্য-৩ মোহাম্মদ শাহাবুল উদ্দিন, সদস্য-৪ শোয়েব বখত, সদস্য-৫ আজাহার হক, সদস্য-৬ জুলকার এন. হায়দার ও সদস্য-৭ মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম নির্বাচিত হয়েছেন।

ট্রাস্টি বোর্ডের কর্মকর্তারা হচ্ছেন: চেয়ারম্যান ডা. মোহাম্মদ এম. রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান এনাম মোহাম্মদ হক, সদস্য-১ মোহাম্মদ শাব্বির তাহের, সদস্য-২ মহিবুল ইসলাম, সদস্য-৩ আসাবুর রহমান সাবু, সদস্য-৪ মুজিবুর রহমান, সদস্য-৫ মোহাম্মদ এ. মুকিত, সদস্য-৬ মোহাম্মদ এস. আহমেদ হুমায়ুন ।

ডা. নাজমুল এইচ. খান দীর্ঘদিন যাবত জেএমসির সাথে সম্পৃক্ত। তিনি বিদায়ী কমিটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। এর বাইরেও তিনি একজন কমিউনিটি সেবক এবং ক্লিন ইমেজের ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত। তার মেডিকেল অফিসও মসজিদ ভবনের নিকটেই। জেএমসির বিদায়ী কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার নির্বাচিত হয়েছেন সাধারণ সম্পাদক । তিনি জ্যামাইকা তথা নিউইয়র্কের তরুণ নেতৃত্বের একটি প্রতীক। বাংলাদেশিদের জন্য জ্যামাইকাকে নিরাপদ বাসযোগ্য এলাকা হিসাবে গড়ে তোলার পেছনে রয়েছে অনেকের সাথে তার নিরলস নেতৃত্ব। তিনি জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা এবং সভাপতি।

ক্রেডিট কার্ডে বিল গ্রহণ করা হয়
সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এ আপনার পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিন
ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন প্রতি সপ্তাহে ১০ ডলার ৩ সপ্তাহে ২০ ডলার।
ফোন: ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯
ফ্যাক্স: ৭১৮-২০৬-২৫৭৯

বাইডেনের 'অটোপেনে' সই করা সব নথি বাতিল করছেন ট্রাম্প

বাংলাদেশ ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত মঙ্গলবার জানিয়েছেন, তিনি তাঁর পূর্বসূরি জো বাইডেনের সই করা সব নথি বাতিল করছেন। এর মধ্যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট থাকাকালে নির্বাহী ক্ষমতাবলে বাইডেন যেসব ক্ষমার আদেশ দিয়েছিলেন সেগুলোও রয়েছে। ট্রাম্পের দাবি, তাঁর পূর্বসূরি বাইডেন অটোপেন ব্যবহার করে এই নথিগুলোতে সই করেছেন।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের খবরে বলা হয়েছে, অটোপেন হলো এমন একটি যন্ত্র, যা দিয়ে কারও সই হুবহু নকল করা যায়। সাধারণত প্রচুর নথিপত্র বা আনুষ্ঠানিক কাগজে নির্ভুলভাবে সই করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। আমেরিকার দুই প্রধান দলের প্রেসিডেন্টরাই চিঠি বা ঘোষণাপত্রে সইয়ের জন্য এটি ব্যবহার করে এসেছেন। তাই ট্রাম্পের এ ধরনের পদক্ষেপ নজিরবিহীন।

আইন বিশেষজ্ঞরা এটিকে সাবেক প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত উল্টে দেওয়ার জন্য একটি ঠুনকো অজুহাত বলে মনে করছেন। মার্কিন ফ্যাক্টচেকিং প্রতিষ্ঠান পলিটিফ্যাক্ট জানাচ্ছে, আইন বিশারদেরা প্রায় সবাই একমত যে, সংবিধান অনুযায়ী অনেক নথিপত্রঙ্ক্ষমার আদেশসহড়আইনত কার্যকর করতে প্রেসিডেন্টকে নিজ হাতে সই করতেই হবে, এমন কোনো নিয়ম নেই। তা ছাড়া, ফেডারেল আইনেও এমন কোনো ব্যবস্থা নেই, যার মাধ্যমে একজন প্রেসিডেন্ট তার আগের প্রেসিডেন্টের ক্ষমার আদেশ বাতিল করতে পারেন।

ট্রাম্প এবং তাঁর সমর্থকেরা নানা ভিত্তিহীন দাবি করেছেন। তাঁরা বলেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাইডেন এই যন্ত্রটি ব্যবহার করায় তাঁর কাজগুলো বাতিল হয়ে গেছে, অথবা তিনি পুরোপুরি সচেতন ছিলেন না। তবে বাইডেন ক্ষমার আদেশে অটোপেন ব্যবহার করেছিলেন কি না, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। ট্রাম্প তাঁর ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে লিখেছেন, 'যাঁরা এই ধরনের সই করা ক্ষমা, সাজা মওকুফ বা অন্য কোনো আইনি নথি পেয়েছেন, তাঁদের জানানো হচ্ছে যেড়এই নথিটি সম্পূর্ণ বাতিল করা হয়েছে এবং এর কোনো আইনি বৈধতা নেই।'

জানুয়ারিতে ক্ষমতা ছাড়ার আগে বাইডেন বেশ কিছু ব্যক্তিকে ক্ষমা করেছিলেন। এর মধ্যে তাঁর পরিবারের সদস্যরাও ছিলেনড় যেমন তাঁর দুই ভাই ও বোন। বাইডেনের বক্তব্য ছিল, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তদন্ত থেকে তিনি তাঁদের রক্ষা করতে চান। তিনি অহিংস মাদক অপরাধীদের সাজা মওকুফও করেছিলেন।

ফক্স নিউজের খবর অনুযায়ী, ট্রাম্পের এই বাতিল করার চেষ্টা বাইডেনের ছেলে হান্টারের ক্ষমার ওপর প্রভাব ফেলবে না। কারণ জানা যায়, ওই কাগজটিতে বাইডেন কলম দিয়েই সই করেছিলেন। তবে সংবাদমাধ্যমটি অনুমান করেছে যে, ট্রাম্পের এই পদক্ষেপ ড. অ্যান্থনি ফাউচিকে প্রভাবিত করতে পারে। বাইডেনের ক্ষমার তালিকায় থাকা অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা হলেনড় অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল মার্ক মিলি, ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল হিলে হামলার তদন্তকারী হাউস কমিটির সদস্যরা এবং সাবেক রিপাবলিকান প্রতিনিধি লিজ চেনি ও অ্যাডাম কিনজিংগার। ট্রাম্প তাঁর উসকানিমূলক ভঙ্গি এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের প্রতি অপছন্দের জন্য পরিচিত। তিনি প্রেসিডেন্ট থাকাকালে বাইডেনের অটোপেন ব্যবহারের বিষয়টি বারবার তুলে ধরেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বাইডেনের মানসিক সুস্থতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন এবং বলেছেন যে বাইডেন নিজে নন, বরং তাঁর সহকারীরাই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নিতেন। তবে বাইডেন ও তাঁর সাবেক সহকারীরা এসব অভিযোগ অস্বীকার করে জোর দিয়ে বলেছেন, দেশ পরিচালনায় প্রেসিডেন্টের সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

হাতে লেখা নথিপত্রের জন্য যান্ত্রিক প্রতিলিপি যন্ত্র ব্যবহার শুরু হয়েছিল টমাস জেফারসনের সময় থেকে। তিনি পলিগ্রাফ যন্ত্র ব্যবহার করতেন। জর্জ ডব্লিউ বুশের আমলে বিচার বিভাগ যুক্তি দিয়েছিল যে, আইনি প্রয়োজনেড়এমনকি আইন সই করার ক্ষেত্রেওড়অটোপেন ব্যবহার করা আর প্রেসিডেন্টের নিজস্ব সইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

অটোপেন ব্যবহার করা হয়েছে এমন দাবি করে ক্ষমার আদেশ বাতিল করার চেষ্টা আইনি দিক থেকে খুবই দুর্বল। সংবিধান অনুযায়ী ক্ষমার আদেশ লিখিত হতে হবেড় এমন কোনো কঠোর নিয়ম নেই, সেখানে সই করার বাধ্যবাধকতা তো আরও কম। ট্রাম্প অবশ্য আইনি নজিরের তোয়াক্কা না করে সরাসরি সিদ্ধান্ত নিতে এবং পরে আদালতকে তা সামলাতে দিতে পছন্দ করেন। তবে অটোপেন এর আগে কখনো এমন বড়সড় আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েনি।

খালেদা জিয়ার এক হাত ধরে আছে মৃত্যু, অন্য হাত ধরে আছে কোটি জনতা

(শেষ পাতার পর)

অভূতপূর্ব ভালোবাসায় আজ তিনি স্নাত, তিনি পূর্ণ। মৃত্যু-দূতের মুখোমুখি কোটি মানুষের ভালোবাসা, দুই পক্ষের এই মল্লযুদ্ধে কেউ একজন বিজয়ী হবে। মানুষের জীবনের সবচেয়ে অবধারিত সত্যের নাম মৃত্যু, তবু আমরা এই সত্যের মুখোমুখি হতে ভয় পাই। খালেদা জিয়ার বয়স এখন আশি। পরিণত বয়সে একটি সম্মানজনক মৃত্যু, এটিই তো জীবনের সফল পরিণতি। বেগম খালেদা জিয়া একজন সফল মানুষ, বর্ষীয়ান রাজনীতিক, স্বামীভাগ্যে হয়েছেন দেশের ফার্স্ট লেডি, গৃহবধু থেকে রাজপথের রাজনীতি করে দেশের সর্বোচ্চ নির্বাহী পদ, প্রধানমন্ত্রীর আসন অলংকৃত করেছেন একাধিকবার।

যেহেতু তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার, যেহেতু তিনি কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, তাই স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসার পর তার মুখোমুখি হবার একটা দারুণ আগ্রহ ছিল সংবাদকর্মীদের। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে জিয়াউর রহমানের প্রথম কোনো সাক্ষাৎকার ছাপা হয় গণমাধ্যমে। দৈনিক বাংলা পত্রিকার জন্য এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করতে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে যান সাংবাদিক মনজুর আহমদ। একদিন মনজুর আহমদ সেই গল্প সবিস্তারে বলেন আমাকে। লে. কর্নেল জিয়াউর রহমান তখন কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের কমান্ডিং অফিসার। নিজের অফিসে বসে অনেকক্ষণ সাক্ষাৎকার দেবার পরে তিনি অফিস থেকে তার স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে টেলিফোন করে বলেন, মেহমান নিয়ে আসছি, চা, নাশতার ব্যবস্থা করো। মনজুর আহমদকে নিয়ে পড়ন্ত বিকেলে জিয়াউর রহমান বাসায় আসেন। একটি ট্রেতে কিছু বিস্কুট আর তিন কাপ চা আসে। বেগম জিয়াও স্বামী এবং অতিথির সঙ্গে একটি চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বসেন। তখন তিনি সাতাশ বছরের এক তরুণী গৃহবধূ। দুই সন্তানের জননী এবং সেনা কর্মকর্তার স্ত্রী। জিয়াউর রহমান বিস্কুটের দিকে আঙুল নির্দেশ করে বলেন, এই নাশতা? সঙ্গে সঙ্গে খালেদা জিয়া স্বামী পরায়না এক বাঙালী বধুর মত লজ্জিত হয়ে লাফ দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে পড়েন এবং বলেন, 'না, না, আরো আছে, আসছে।'

অনেক বছর পরে, বিগত শেখ হাসিনার সরকারের সময়ে তিনি নিউইয়র্কে আসেন। ডাক পড়ে সাংবাদিক মনজুর আহমদের। বিভিন্ন আলাপের এক পর্যায়ে তিনি বলেন, 'দিন তো বদলাবেই, এই অবস্থা তো আর থাকবে না কিন্তু দেশটাকে যেখানে ঢুকিয়ে দিয়েছে সেখান থেকে বের করবো কীভাবে?' তার এই আশংকায় সুস্পষ্টতই শেখ হাসিনার ভারতের প্রতি নতজানু পররাষ্ট্র নীতি এবং আত্মঘাতী চুক্তিগুলোর ইঙ্গিত ছিল।

একজন গৃহবধু দীর্ঘ রাজনৈতিক পথপরিক্রমার মধ্য দিয়ে এভাবেই হয়ে ওঠেন এক বিচক্ষণ ও দেশপ্রেমিক রাজনীতিক। পারিবারিক পটভূমির পাশাপাশি দ্রুত উত্থানের পেছনে তার সৌন্দর্যও একটি বড়ো ভূমিকা রেখেছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে খালেদা জিয়ার রূপের প্রশংসা করছেন এবং আকৃষ্ট হয়েছেন। এইরকম একজন সুদর্শনা দেশের সরকার প্রধান হোক এটা অনেকেই চেয়েছেন। সুন্দরের প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণ তো আছেই, যদিও রাজনীতিতে সৌন্দর্যের চেয়ে প্রজ্ঞা, রাজনৈতিক জ্ঞান, কূটনৈতিক দক্ষতা, নেতৃত্বের গুণাবলী অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু স্বল্প গড় বুদ্ধিমত্তার দেশে এইসব উপেক্ষিত হবে, পারিবারিক ঐতিহ¨, দৈহিক আকৃতি ও সৌন্দর্য প্রধান হয়ে দেখা দেবে এটি খুবই স্বাভাবিক। ব্যক্তিগতভাবে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোনো কথা কখনোই শুনিনি তবে তার শাসনামলে তার দলের এবং কাছের মানুষদের দুর্নীতির দায় তো তাকেই নিতে হবে।

বিএনপির মত একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের প্রধানের পদে তিনি অধিষ্ঠিত আছেন ৪৫ বছর ধরে। ১৯৮১ সালে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা এবং দেশের রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হলে তিনি বিএনপির নেতৃত্বে আসেন। সেই থেকে আজ অবধি, ৪৫ বছর ধরে, তিনিই দলের প্রধান। এতো দীর্ঘ সময় দলের প্রধান থাকা, এবং তার অবর্তমানে পুত্র তারেক রহমানকে দলের প্রধান করার পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে দেওয়া তার চরিত্রে নিশ্চয়ই লোভ এবং ক্ষুদ্রতার কালিমা লেপন করেছে। বেগম খালেদা জিয়ার অর্জন অনেক কিন্তু পরিবারতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কারণে শেখ মুজিব এবং শেখ হাসিনার মত তিনিও ইতিহাসে নিন্দিত চরিত্র হিসেবে সমালোচিত হবেন।

তার স্বামী জিয়াউর রহমান পরিবারের কাউকে দলের নেতৃত্বে আসার কোনো সুযোগ তো দূরের কথা কোনো ইঙ্গিতও দেননি, তিনি চাইতেন দেশের সবচেয়ে মেধাবী এবং দেশপ্রেমিক মানুষটিই নিজ যোগ্যতায় দলের প্রধান হবেন এবং দেশের মানুষ চাইলে ভোটে বিজয়ী হয়ে রাষ্ট্রের দায়িত্ব নেবেন, এটিই গণতন্ত্র, এই লক্ষ্যে তিনি শেখ মুজিবের বাতিল করা বহুদলীয় গণতন্ত্রকে দেশবাসীর জন্য উন্মুক্ত করেন কিন্তু বেগম খালেদা জিয়া সেই আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পরিবারতন্ত্রকে পাকাপোক্ত করেন। রাজতন্ত্রের আদলে শুধু নিজেই আমৃত্যু দলের প্রধানের পদ ধরে রাখেননি, তার অবর্তমানে যেন তার পুত্র এই পদে আসীন হন সেই ব্যবস্থাও নিশ্চিত করেন। শুধু তাই না তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তার বোন খুরশিদ জাহান হককে মন্ত্রী বানিয়েছেন, নিজের ছোটো ভাই সাঈদ এস্কেন্দারকে এমপি হবার সুযোগ করে দিয়েছেন, দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য করেছেন। এগুলো তার বিশাল অর্জনের বর্ণিল ক্যানভাসে কতগুলো কালির আচড় হিসেবে জ্বলজ্বল করতে থাকবে। তার এই ক্ষুদ্রতাগুলো যদি জাতির ক্ষতির কারণ না হত তাহলে হয়ত এই কালো দাগগুলো কালের ধুলোয় ধীরে ধীরে মিইয়ে যেত কিন্তু পরিবারতন্ত্রের যে ভারী এক বোঝা তিনি এবং শেখ হাসিনা মিলে বাংলাদেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন তা এই দেশকে মেধাহীন নেতৃত্বের দিকে ঠেলে দিয়েছে, বাংলাদেশকে হয়ত এক শতাব্দী পিছিয়ে দিয়েছে। ফলে এই দাগ সহজে মুছবে না। তাকে এই ক্ষুদ্রতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে পারেন তারই কোনো এক উত্তরসূরী, হয়ত তার পুত্র, যদি সুমতি হয়।

খালেদা জিয়ার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও রাজনীতিতে তিনি ছিলেন একজন সফল নেত্রী। একজন সেনাপ্রধানের স্ত্রী হিসেবে, একজন রাষ্ট্রপ্রধানের স্ত্রী হিসেবে জিয়াউর রহমানের পাশে থেকে তিনি তার নিজ বুদ্ধিমত্তা দিয়ে শিখে নিয়েছিলেন দেশ পরিচালনার কৌশলগুলো। রাজপথে থেকে এরশাদ বিরোধী আন্দোল‡ন তার সফল নেতৃত্ব আজও মানুষের মনে উজ্জ্বল স্মৃতি হয়ে আছে। যখন আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ হাসিনা এরশাদের প্রলোভনের কাছে ধরাশায়ী হন তখন তিনি স্বৈরাচার হঠানোর আন্দোলনে অটল থেকে আপোষহীন নেত্রীর মর্যাদা লাভ করেন। এরপর থেকে তিনি সকল সময়েই তার আপোষহীন ভূমিকার জন্য প্রশংসিত হয়েছেন।

এরশাদের পতন হলে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত হয় একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার। তার অধীনে ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জয়লাভ করে খালেদা জিয়ার দল সরকার গঠন করে। তিনি হন বাংলাদেশের প্রথম এবং মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় সরকারপ্রধান। এরপর তত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবী উঠলে তিনি তা বারবার প্রত্যাখ্যান করেন। নিজে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন করে জয়লাভ করলেও বিরোধী দলগুলোর দাবীর মুখে বলেন, "একমাত্র পাগল এবং শিশু ছাড়া কেউ নিরপেক্ষ নয়"। এই বক্তব্য তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। জামায়াতে ইসলামী এবং আওয়ামী লীগের দাবীকে উপেক্ষা করে তিনি ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী একটি এক তরফা নির্বাচন করেন। সেই নির্বাচনে ফ্রিডম পার্টি ছাড়া আর কোনো দল অংশগ্রহণ করেনি। এক তরফা নির্বাচন করে তিনি সরকার গঠন করলে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই জায়গাটিতে অবশ্য বেগম খালেদা জিয়া কিছুটা প্রশংসা পাবেন। তিনি সেদিন একটি বিচক্ষণ-আপোষ করেছিলেন। ৩ মার্চ ১৯৯৬ তারিখে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে বলেছিলেন, সংসদের প্রথম অধিবেশনেই তত্বাবধায়ক সরকারের বিল পাশ করা হবে। কথা রেখেছিলেন তিনি এবং জাতির বিপুল প্রশংসা লাভ করেছিলেন।

মাত্র দেড় মাসের সরকার বিলুপ্ত হলে বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে একটি নির্বাচনকালীন তত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। এই সরকারের অধীনে ১৯৯৬ সালের জুন মাসে নির্বাচন করে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। আওয়ামী লীগের মেয়াদ শেষ হলে ২০০১ সালে যথারীতি বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত হয় নতুন তত্বাবধায়ক সরকার। ২০০১ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতায় ফিরে আসে বিএনপি। বেগম খালেদা জিয়া পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হন।

২০০৬ সালে তার সরকারের মেয়াদ শেষ হলে আবারও একটি কুটকৌশলের আশ্রয় নেয় বিএনপি সরকার। বেগম খালেদা জিয়া, হয়ত দলের দ্বিতীয় সারির নেতাদের প্ররোচনায় (আরো স্পষ্ট করে আমরা তৎকালীন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মওদুদ আহমেদের নামটাই বলতে পারি), দলের অনুগত একজন ব্যক্তিকে তত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান করার জন্য হিসেব-নিকেশ করে বিচারপতিদের অবসরে যাওয়ার বয়স বাড়িয়ে দেন। এই কুটবুদ্ধিটা যারই হোক, দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এর দায় তাকে নিতেই হবে। ফলে আওয়ামী লীগ তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে, লগি-বৈঠার তাণ্ডবে উত্তাল করে তোলে সারাদেশ। এরপর সেনাসমর্থিত ফখরুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বাধীন একটি বিশেষ তত্বাবধায়ক সরকার দুই বছর ক্ষমতায় থাকে। ২০০৯ সালের নির্বাচনে সেই সরকার কৌশলে নিজেদের এক্সিট প্লান নিশ্চিত করার শর্তে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনে। এরপরের ইতিহাস ভয়ানক অন্ধকারে ঢাকা। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে তত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে দিয়ে শেখ হাসিনা তার পিতার মত চিরকাল ক্ষমতায় থাকার আয়োজন করে। তিনটি পাতানো, বালখিল্য নির্বাচন করে ১৫ বছর অবৈধভাবে ক্ষমতায় থাকে। এই সময়ে তারা বেগম খালেদা জিয়াকে নিজ বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে, ঠুনকো এবং ভূয়া মামলা দিয়ে কারাগারে প্রেরণ করে। এতে তার স্বাস্থ্যের ভয়ানক অবনতি হয়, উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে বিদেশে পর্যন্ত যেতে দেননি নিষ্ঠুর এবং অবিবেচক সরকার প্রধান শেখ হাসিনা।

স্বামী ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিলে দুই সন্তান নিয়ে যুদ্ধের নয় মাস তাকে অবর্ণনীয় কষ্টের এবং ভীতিকর দিন কাটাতে হয়। স্বাধীন দেশে মাত্র ১১ বছরের মাথায় তাকে বিধবা হতে হয়। এরপর স্বামীর গড়ে তোলা রাজনৈতিক আদর্শকে আকড়ে ধরে শুরু হয় নতুন যুদ্ধ। এই যুদ্ধে তিনি জয়ী হয়েছেন, কিছু মন্দ ঘটনা থাকলেও সাফল্যের পাল্লা তার অনেক ভারী, বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় আজ পূর্ণ তার ঝুলি। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা পালিয়ে গেলে তিনিই হয়ে ওঠেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে, রাষ্ট্র পরিচালনায় সবচেয়ে অভিজ্ঞ অভিভাবক। এই অভিভাবকের বিদায় কিছুতেই মেনে নিতে চাইছে না দেশবাসী। সবাই তার জন্য দোয়া করছে, আল্লাহ যেন তাকে বাঁচিয়ে রাখেন, দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি যেন পরবর্তী রাষ্ট্রনায়কদের আরো অনেক দিন সুপরামর্শ দিতে পারেন।

লেখক: কবি, রাজনীতি বিশ্লেষক

BD TAX & ACCOUNTING LLC
FILE YOUR TAX RETURN BY FEDERALLY LICENSED (EA) TAX PROFESSIONAL
- Individual Tax (All States)
- Business Tax (All States)
- Bookkeeping (QuickBooks)
- Payrolls (Pay Stubs)
- New Business Setup (including for Foreigner)
- Licensing
- IRS/State Audit
Immigration Form Fill-up Service
Family Petition
Citizenship Application
Affidavit of Support
Green Card Renewal
Green Card Condition Removal

Munir Ahmed EA, MBA
ENROLLED AGENT
Maximum Refund Affordable Fees Professional Service
We Accept
Cell: 917-655-8271
Office: 718-446-4200
37-22 73rd Street, Suite#2E
(Kabir Tower), Jackson Heights, NY 11372
Fax: 718-446-0042, Email: bdtaxllc@gmail.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
ARMAN CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com
সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
Individual Income Tax
Business Income Tax
Non-Profit Tax Return
Accounting & Bookkeeping
Retirement and Investment Planning
Tax Resolution (Individual & Business)
F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বাতিঘর বেগম খালেদা জিয়া

(প্রথম পাতার পর)

দেশবাসীর। খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া চাইছেন তারা। দলমত নির্বিশেষে দাঁড়িয়েছেন তার পাশে। একাশি'র ৩০ মে'র পর গোটা বাংলাদেশ যেমন দাঁড়িয়েছিল তার শহীদ স্বামী রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কফিনের সামনে। খালেদা জিয়া বাংলাদেশের রাজনীতিতে স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে অনন্য ইতিহাস সৃষ্টিকারী একটি নাম। আমরা তাকে যেভাবেই দেখিনা কেন, ডানে ঝুঁকে কিংবা বায়ে বেঁকে সবদিক থেকেই তিনি এক এবং অতুলনীয়। জেল-জুলুম নির্যাতন নীপিড়ন কখনো অবদমিত করতে পারেনি তাকে। নিজ দল বিএনপিকে তিনি ভাঙ্গনের কবল থেকে রক্ষা করেছেন বারকয়েক। শুধু তাই নয় একাধিকবার রাষ্ট্র ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন দলটিকে। খালেদা জিয়া তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমে নিবিড় আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলেন দেশ ও দেশের মানুষের সাথে। যে কারণে ওয়ান ইলেভেনের মতো চরম দুর্দিনেও দেশ ছাড়তে রাজি হননি তিনি। আশির দশকের প্রথমার্ধে বিএনপির হাল ধরে জাতী-য়তাবাদী রাজনীতিকে দাঁড় করান সুদৃঢ় ভিত্তির উপর। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধকে অবিভাজ্য সম্মিলনের মধ্য দিয়ে তিনি এগিয়ে নিয়ে যান বিএনপিকে। খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ঘটে অসাধারণ ঘটনা। রাজনীতিতে তিনি ধারাবাহিকভাবে ধরে রাখেন সফলতা। সংগঠিত করেন জনগণকে। তিনি নিজে স্বপ্ন দেখেন এবং স্বপ্ন দেখান তার অনুগামীদেরকে। নেতাকর্মীদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে নেতৃত্ব দেন এরশাদ বিরোধী আন্দোলন সংগ্রামে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ছিল জিয়ার কালজয়ী দর্শন। এই দর্শনকে সামনে রেখে খালেদা জিয়া জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বাতিঘর হিসেবে আর্বিভূত হন।

খালেদা জিয়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির চেয়ারপার্সন টানা ৪২ বছর ধরে। জাতীয় রাজনীতিতে ১৯৮২ সাল থেকে ২০২৫ সাল দীর্ঘ চার দশকেরও অধিক সময়কালের সাক্ষী তিনি। বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনে খালেদা জিয়া আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার নেতৃত্ব। বিএনপির নেতা কর্মীদের চোখে খালেদা জিয়া একজন আপসহীন দেশনেত্রী। দল ও সরকার পরিচালনা করতে গিয়ে বহুবার তিনি মোকাবিলা করেছেন চরম সংকট ও ক্রান্তিকাল। যদিও রাজনীতিতে তার অভিষেক সাধারণ গৃহবধূ থেকে। ১৯৮১ সালের ৩০ মে স্বামী রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাহাদাত বরণের পর পাল্টে যায় খালেদা জিয়ার জীবন ধারা। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তিনি বাধ্য হন বিএনপির হাল ধরতে। আনুষ্ঠানিকভাবে দলটির সদস্যপদ গ্রহন করেন ১৯৮২ সালের ৩ জানুয়ারি। চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হন ১৯৮৪ সালের ১০মে। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ৭বার গৃহবন্দী হন খালেদা জিয়া। ওয়ান-ইলেভেন ও হাসিনার আমলে মিথ্যে মামলায় দু'বার গ্রেফতার হয়ে কারাবাস করেন। জুলাই অভ্যুত্থানের পর কারামুক্ত হন তিনি।

খালেদা জিয়া জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরাবরই ছিলেন অপরাজেয়। চারটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি ৬টি জেলা থেকে ১৮টি আসনে নির্বাচন করে জয়ী হন সবকটি আসনেই। ১৯৯১ সালে পঞ্চম, '৯৬ সালের জুনে সপ্তম এবং ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত অষ্টম সংসদ নির্বাচনে ৫টি করে আসনে জয়লাভ করেন তিনি। ২০০৮ সালে নবম সংসদ নির্বাচনে সর্বোচ্চ ৩টি আসনে প্রার্থী হয়ে বিজয়ী হন খালেদা জিয়া। এই নির্বাচনে প্রথমবারের মতো একজনের প্রার্থীতা সীমিত করা হয় তিনটি আসনে। অপরদিকে শেখ হাসিনা ১৯৯১ সালে দু'টি এবং ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে একটি আসনে পরাজিত হন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এভাবেই সবাইকে ছাড়িয়ে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌছান খালেদা জিয়া। জাতীয় নেতৃত্বের আসনে সুদৃঢ় করেন তার অবস্থান ও ভাবমূর্তি। ২০১৮ সালে কারান্তরীন হওয়ার পর খালেদা জিয়া নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন রাজনীতিতে। এমতাবস্থায় পুত্র তারেক রহমান দায়িত্ব নেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর মোড় ঘুরে যায় দেশের রাজনীতির। শুরু হয় আওয়ামী দুঃশাসন। জিয়া পরিবার ও বিএনপি'র ঘাড়ে চেপে বসে স্বৈরশাসনের দৈত্য। গুম, খুন, অপহরণ ও মিথ্যে মামলা হামলায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে বিএনপির রাজনীতির ভিত। বড় সন্তানের নির্বাসন এবং ছোট সন্ত্রানের মৃত্যু শোকে মুহ্যমান খালেদা জিয়া চেষ্টা করেন ঘুরে দাঁড়াতে। তার আগেই ফ্যাসিস্ট হাসিনা তাকে মিথ্যে মামলায় নিক্ষেপ করেন কারাগারে। এর মাঝেই ঘাতক ব্যাধি বাসা বাঁধে তার দেহে। বারবার অনুমতি চেয়েও সুযোগ মিলেনি বিদেশে চিকিৎসার। আজকে তার এই বিপন্ন প্রায় জীবনের জন্য দায় নিতে হবে ফ্যাসিস্ট হাসিনাকেও। আপসকামী হলে খালেদা জিয়া হয়তো অনেক বিপদ এড়াতে পারতেন। নির্বিঘ্ন হতো তার জীবন চলার পথ। কিন্তু দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সে পথে হাঁটেননি তিনি। অনন্য নেতৃত্বের গুনাবলীই আজকে তাকে আসীন করেছে মহীয়সী নারীর আসনে।

অশীতিপর খালেদা জিয়া দীর্ঘস্থায়ী গুরুতর শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছেন। অন্যান্য জটিলতার পাশাপাশি সম্প্রতি সংক্রমন ছড়িয়ে পড়েছে তার হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসে। ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসকরা নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখেছেন তাকে। তার দেহের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি অঙ্গ মারাত্মকভাবে আক্রান্ত ঘাতক ব্যাধিতে। বিশেষ করে লিভার সিরোসিস, হৃদরোগ, ফুসফুস ও কিডনীর সমস্যা, আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিস ও বার্ধক্যজনিত জটিলতা। কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হন তিনি। এসব কারণে বারবার তাকে চিকিৎসা নিতে হচ্ছে হাসপাতালে। অন্যের সাহায্য ছাড়া স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারছেন না তিনি। তাকে সবচেয়ে বড় ঝুঁকিতে ফেলে লিভার সিরোসিস। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে প্রয়োজন ছিলো তার দেহে স্থায়ী লিভার প্রতিস্থাপন। বাংলাদেশে এই চিকিৎসা সুযোগ না থাকায় প্রয়োজন ছিলো তাকে বিদেশে নেয়ার। গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময় তাকে লন্ডন নেয়া হলেও বয়স এবং অন্যান্য জটিলতার কারণে লিভার প্রতিস্থাপন সম্ভব হয়নি। গত ৭ জানুয়ারি থেকে ৫ মে পর্যন্ত লন্ডনে ছিলেন তিনি। হার্টের মারাত্মক সমস্যায়ও ভুগছেন খালেদা জিয়া। ২০২৪ সালের জুনে পেসমেকার সংযোজন করা হয়েছে তার হার্টে। ইলেক্ট্রোনিক এই ডিভাইসটি তার হৃদকম্পন স্বাভাবিক রাখছে। তার হার্টের তিনটি ব্লকের মধ্যে একটিতে রিং পরানো আছে। দীর্ঘস্থায়ী আর্থ্রাইটিস সম্প্রতি ভয়াবহ জাটিলতা সৃষ্টি করেছে তার দু'হাতে। দীর্ঘস্থায়ী আর্থ্রাইটিস সম্প্রতি ভয়াবহ জাটিলতা সৃষ্টি করেছে তার দু'হাতে। গত ২১ নভেম্বর সেনাকুঞ্জে সশস্ত্র বাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানে তার দু'হাতের অস্বাভাবিক স্ফীতি ও বিকল অবস্থা দেখে শিউড়ে উঠেছেন প্রত্যক্ষদর্শী অতিথিগণ।

রাজনীতিতে আসার পূর্বে খালেদা জিয়া ছিলেন অনেকটাই নিভৃতচারী। রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে স্বামীর সাহচর্য ছাড়া কোথাও দেখা যেতো না তাকে। জিয়ার শাহাদাত বরণের পর দু'সন্তান নিয়ে কঠিন দুঃসময় পাড় করেন তিনি। ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্বের আসন যারা অলংকৃত করেছেন তিনি তাদের অন্যতম। খালেদা জিয়াই বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী। ১৯৯৩ সালে সার্কের প্রথম মহিলা চেয়ারপার্সনও নির্বাচিত হন তিনি। বাকসংযমী ও রাজনৈতিকভাবে দূরদর্শী খালেদা জিয়া মানুষের কথা শুনেন আগ্রহভরে। খালেদা জিয়ার আত্মবিশ্বাস, আকর্ষনীয় ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাধারা অগণিত মানুষের আস্থাভাজন করে তুলে তাকে। একাত্তরে ২৫মার্চ থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশের বহু ঘটনার নীরব সাক্ষী তিনি। তার নেতৃত্বেই বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা প্রেসিডেন্ট থেকে প্রধানমন্ত্রী শাষিত এবং বহুল আলোচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় ফিরে যায়। এমন একজন নেত্রীকে তার ৩৭ বছরের ক্যান্টনমেন্টের বাড়ি থেকে নির্মমভাবে উচ্ছেদ করা হয় সপরিবারে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে এই কাজ করেন শেখ হাসিনা। দল এবং সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি যে ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে ছিলেন এমনটি নয়। অনেক সীমাবদ্ধতাও ছিলো তার জীবন ও কর্মে। প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান পারিবারিক রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে সফল হলেও তার প্রতিষ্ঠিত বিএনপিতে সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেননি তার উত্তরসূরিরা। জিয়া অনেকটা এড়িয়েই চলতেন আত্মীয়স্বজনকে। জিয়া পরিবারের দ্বিতীয় পুরুষ তারেক রহমান বিএনপির জেষ্ঠ্য যুগ্ম মহাসচিবের দায়িত্ব পান ২০০২ সালে। পরবর্তীতে ২০১৮সালের ৮ ফেব্রুয়ারি নিযুক্ত হন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন। বিএনপিতে জিয়ার নিজ পরিবারের তেমন কেউ রাজনীতিতে নেই। কিন্তু খালেদা জিয়ার পরিবারের অনেকেই ফুলটাইম রাজ-নীতি করছেন বিএনপিতে। কিন্তু নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে তিনি বিচ্যুত হয়েছেন এমন অভিযোগ উঠেনি কখনো। খালেদা জিয়ার বিরল দেশপ্রেম ও নেতৃত্ব রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে মর্যাদাশীল করেছে বিশ্ব দরবারে। অন্তিম সময়ে তার প্রতি দেশবাসীর ভালোবাসা আরো গভীরতর হয়েছে। খালেদা জিয়া স্বার্থপরতা পরিহার করে নিজেকে নিবেদিত করেন সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে। দেশ ও জাতির অনাগত ভবিষ্যত সম্পর্কে তার চিন্তা-চেতনা পাথেয় হয়ে থাকবে রাষ্ট্র বিনির্মাণে। জীবনের খানিকটা আকাশ শূণ্যতার পরিবৃত্তে সীমিত থাকে প্রত্যেকেরই। হয়তো বা খালেদা জিয়ারও রয়েছে। এই শূণ্যতা তখনই পূর্ণতা পাবে যদি তিনি জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সার্থকতা দেখে যেতে পারেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সুস্থ করে তুলবেন এটাই আমাদের কাম্য।

বিজয়ের মাস ডিসেম্বর শুরু

(প্রথম পাতার পর)

জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন ও গর্বের মাস এই ডিসেম্বর। বিজয়ের মাস ডিসেম্বর। একই সঙ্গে অশ্রু ও বেদনার মাসও। আজ গৌরবের ডিসেম্বরের প্রথম দিন। মৃদুমন্দ শীতের আমেজ পাওয়া যাচ্ছে। উত্তরের বাতাস ছড়িয়ে পড়ছে দেশেরে আনাচে-কানাচে। রাজনীতি, সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য, সংবাদমাধ্যম, অন্তর্জালসহ জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে লাল-সবুজ পতাকার আভা ছড়িয়ে দ্যুতিময় হয়ে ওঠার অপেক্ষায় ডিসেম্বর। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে বিজয়ী হয় বাঙালি জাতি। তৎকালীন পূর্ব বাংলার বাঙালিদের দীর্ঘদিনের স্বাধিকারের আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতি পায় ডিসেম্বর মাসে। বিশ্বের বুকে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেয় বাংলাদেশ নামের এক নতুন স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র। ব্রিটিশদের কাছ থেকে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা পাওয়ার পর ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি এ অঞ্চলের মানুষের। পশ্চিম পাকিস্তানিদের নতুন ঔপনিবেশিক শাসনের কবলে পড়ে পূর্ব বাংলার মানুষ। ২৩ বছর চলে এই শোষণ-বঞ্চনা। বাহান্নর ভাষা আন্দোলন দিয়ে শুরু করে ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলন, ছয় দফা, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচনের পথ ধরে চলে আসে ঐতিহাসিক একাত্তর। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার আহবান জানান। ২৫ মার্চ পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী বাঙালি জনগণের ওপর আক্রমণ শুরু করে।

তাদের পরিকল্পিত গণহত্যা 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর পর শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। জন্মভূমিকে বাঁচানোর যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে সব শ্রেণি-পেশার মানুষ। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ৩০ লাখ মানুষের শহীদ হওয়া এবং দুই লাখ নারীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে বাঙালি জাতি দেখা পায় তার পরম আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। তবে সেই আনন্দের ক্ষণেই ঘনিয়ে ওঠে এক অভূতপূর্ব শোক। এ দেশীয় স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির সহায়তায় চূড়ান্ত বিজয়ের মাত্র দুই দিন আগে পাকিস্তানি সেনারা পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে লেখক, শিক্ষক, শিল্পীসহ জাতির শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের অনেককে। ডিসেম্বর তাই বাঙালি জাতির জন্য যুগপৎ অশ্রুও উৎসবের মাস। প্রয়াত লেখক যতীন সরকারের 'পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন' বইয়ে উঠে এসেছে মুক্তিযুদ্ধের নানা স্মৃতি, বিশ্লেষণ ও ঘটনাপ্রবাহ। ১৪ ডিসেম্বরের বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের কথা স্মরণ করে তিনি লেখেন, 'সে রাতে আকাশবাণীর খবরে সম্ভবত মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, গিয়াসুদ্দিন আহমদ, সন্তোষ ভট্টাচার্য, শহীদুল্লাহ কায়সার, ডাক্তার আলিম চৌধুরী, ডাক্তার ফজলে রাব্বি, ডাক্তার মোর্তজাড়এই কজন বুদ্ধিজীবীর শহীদ হওয়ার কথা শুনি। এরপর আরো কয়েকজনের নাম জানতে পারি। শুনি আনোয়ার পাশার নামটিও।' লেখক মঈদুল হাসানের বহুল আলোচিত বই "মূলধারা '৭১'-এ তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের সংশ্লিষ্টতা এবং ডিসেম্বরে মুক্তিযুদ্ধ কিভাবে 'অকল্পনীয় গতিময়তা ও শক্তি' অর্জন করে তা নিয়ে আলোচনা করেন। মঈদুল হাসান লেখেন, 'বৈপ্লবিক রাজনৈতিক উপাদান ও জনগণের সর্বাত্মক অংশগ্রহণের ফলে মুক্তিযুদ্ধ যে অকল্পনীয় গতিময়তা ও শক্তি অর্জন করতে পারে, তা সম্ভবত পাকিস্তান বা ভারত কোনো দেশেরই স্টাফ কলেজের পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্গত ছিল না।"

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

ইসির নিবন্ধন সার্টিফিকেট পেয়েছে এনসিপি

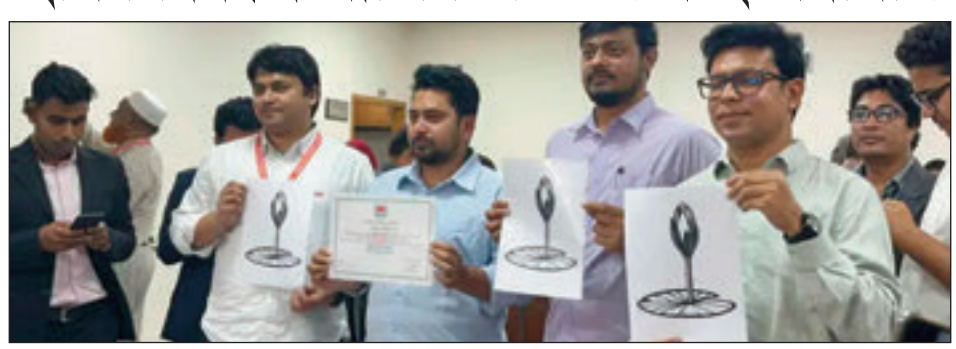

ঢাকা : নির্বাচন কমিশন (ইসি) থেকে নিবন্ধন সার্টিফিকেট গ্রহণ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠকের পর ইসি সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদের কাছ থেকে তিনি দলের নিবন্ধন সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন। বৈঠক শেষে এনসিপি আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধন সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, সেটি আমরা গ্রহণ করেছি। এনসিপি একটি নিবন্ধিত দল হিসেবে এখন থেকে কাজ করবে। এই নিবন্ধন সার্টিফিকেটের সঙ্গে আমাদের প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। অনেক চড়াই উতরাই পার হয়ে প্রতীক পেয়েছি শাপলা কলি। এই শাপলা কলি প্রতীকে এবার এনসিপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে, গ্রাম বাংলার মানুষের প্রতীক হিসেবে শাপলা কলি এবার নির্বাচনে থাকবে। নিবন্ধনের শুরু থেকেই কেন্দ্রীয় ও তৃণমূল নেতারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। ইসি ও এনসিপির শুভাকাঙ্ক্ষীসহ সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন সংস্কার প্রস্তাবনা অনুযায়ী আর-পিওতে পরিবর্তন এনেছে। প্রত্যেকটা দল তাদের স্ব স্ব প্রতীকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে। আমরা এনসিপির পক্ষ থেকে এই সংস্কার প্রস্তাবনাকে সাধুবাদ জানিয়েছি। আমরা মনে করি বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র চর্চার জন্য এই নিয়মটি প্রয়োজন। প্রত্যেকটা দলকে তার নিজস্ব প্রতীকে, নিজস্ব মার্কায়, নিজস্ব আদর্শে রাজনীতি করা উচিত। কোনো দলের সাথে জোট বা সমঝোতা হলেও তার প্রতীক আলাদা হওয়া উচিত। তিনি বলেন, আমরা বলেছি হলফনামায় প্রার্থীরা যে তথ্য নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে থাকবে, সেই তথ্য যাতে ইসি যাচাই-বাছাই করে। সেই তথ্যে যদি ভুল থাকে, ইসির পক্ষ থেকে যাতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এছাড়া নির্বাচন কমিশন কর্তৃক যে আইন, সে আইন যাতে সবার জন্য সমানভাবে প্রয়োগ হয়। দলটির আহ্বায়ক বলেন, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিয়ে আমাদের উদ্বেগ রয়েছে। এখন যে ডিসি, এসপি বদলি হচ্ছে, সে বিষয়ে যেন ইসি খেয়াল রাখে। এই বিষয়ে যেন ইসি ব্যবস্থা নেয় এবং নিরপেক্ষ লোক যেন নিয়োগ হয়। নাহিদ ইসলাম বলেন, তফসিলের বিষয়ে ইসি আমাদের সুস্পষ্টভাবে জানায়নি। ইসি মিডিয়াতে বলেছে হয়তো আগামী দুই-এক সপ্তাহের মধ্যে দেবে।

পিলখানা ট্র্যাজেডি : ১৬ বছর পর তদন্তে মিলল চাঞ্চল্যকর তথ্য

(প্রথম পাতার পর)

প্রধান উপদেষ্টার কাছে জমা দেওয়া ৪০০ পৃষ্ঠার এ প্রতিবেদনে উঠে এসেছে বহু অজানা ও স্পর্শকাতর তথ্যভ্রা এতদিন পর্দার আড়ালে ছিল। স্বাধীন তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর অনেক অজানা তথ্য। কারা ছিলেন এই হত্যাকাণ্ডের নির্দেশদাতা, কারা ঘটনা জানতেন অথচ কিছুই করলেন না, আর কেনই বা সত্য চাপা পড়ে ছিল-বিশদ বিবরণ উঠে এসেছে প্রধান উপদেষ্টার কাছে রোববার জমা দেওয়া ৪০০ পৃষ্ঠার এই তদন্ত প্রতিবেদনে। এই তদন্ত প্রতিবেদনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক এমপি ও সাবেক মেয়র ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপসসহ আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা, সেনাবাহিনীর সাবেক কর্মকর্তা, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা, পুলিশ, র‍্যাব, বিডিআর, এমনকি তৎকালীন মিডিয়ার কয়েকজনসহ প্রভাবশালী অর্ধশতাধিক ব্যক্তির নাম উঠে এসেছে তদন্তে। একটি রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হতে পারে, যখন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা এবং গোয়েন্দা ব্যর্থতার জাল একে অপরকে শক্তভাবে জড়িয়ে ধরে। এই জালের কেন্দ্রবিন্দুতে কারা ছিলেন-সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কমিশন স্পষ্ট করে অর্ধশতাধিক ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ঘোষণা করেছে। প্রতিবেদনে রাজনৈতিক অভিযুক্তদের তালিকার শীর্ষে রয়েছেন শেখ হাসিনা ও ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, জাহাঙ্গীর কবির নানক, মির্জা আজম, মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম, ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল, মাহবুব আরা গিনি, প্রয়াত মতিয়া চৌধুরী, আসাদুজ্জামান নূর, মেজর জেনারেল তারিক আহমেদ সিদ্দিকি (অব.), তার স্ত্রী শাহীন সিদ্দিক, লে. কর্নেল ফারুক খান (অব.), মেহের আফরোজ চুমকি, তোরাব আলীর ছেলে লেদার লিটন ও মেজর খন্দকার আব্দুল হাফিজসহ (অব.) আরও কয়েকজন।

প্রতিবেদনে বেশ কয়েকজন সাবেক সেনা কর্মকর্তার নামও এসেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল মইন ইউ আহমেদ, সাবেক নৌবাহিনী প্রধান ভাইস অ্যাডমিরাল জহির উদ্দীন আহম্মেদ, সাবেক বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল এসএম জিয়াউর রহমান, লে. জেনারেল সিনা ইবনে জামালী, জেনারেল আজিজ আহমেদ, লে. জেনারেল মো. মইনুল ইসলাম, লে. ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুল হাকিম আজিজ, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. শামসুল আলম চৌধুরী, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইমামুল হুদা, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহমুদ হোসেন, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহবুব সারোয়ার। এছাড়া অন্তত তিনজন সাংবাদিকের নাম উঠে এসেছে এই তদন্ত প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই হত্যাযজ্ঞে সরাসরি শেখ হাসিনার গ্রিন সিগন্যাল ছিল। তিনি দীর্ঘমেয়াদি ক্ষমতায় থাকার লক্ষ্যে এবং ভারতীয় স্বার্থ রক্ষায় এই হত্যাযজ্ঞে সায় দিয়েছিলেন। ফজলে নূর তাপসের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি এই হত্যাযজ্ঞের প্রধান সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করেছেন। বিদ্রোহীদের সঙ্গে তিনি একাধিক বৈঠক করেছেন। এছাড়া জাহাঙ্গীর কবির নানক ও মির্জা আজমের বিরুদ্ধে উল্লেখ করা হয়েছে, তারা সাদা পতাকা নিয়ে ভেতরে গেছেন, বেরিয়ে এসেছেন, তারা বাইরে এসে সত্য চেপে গেছেন। পিলখানার ভেতরে অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে হত্যাকারীদের পালাতে সহায়তা করেছেন। লাশ গুম, লুটপাট, প্রহসনমূলক অস্ত্র সমর্পণে সহায়তাসহ ১৩টি অভিযোগ আনা হয়েছে তারা দুজনের বিরুদ্ধে। তারা বিডিআর ডিজিসহ অন্য কর্মকর্তাদের লাশ দেখে এলেও বাইরে তা প্রকাশ করেননি, এমন অভিযোগও আনা হয়েছে প্রতিবেদনে। সাবেক প্রতিমন্ত্রী কামরুল ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, প্রহসনমূলক অস্ত্র সমর্পণের মাধ্যমে অপরাধ সংঘটনের সুযোগ করে দেওয়া। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, আওয়ামী লীগের দুই সাবেক এমপি ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল (কর্নেল তাহেরের ভাই) ও মাহবুব আরা গিনির ২৫ ফেব্রুয়ারি বিডিআর সদস্যদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য ৪ নম্বর গেটে যান। পরে তারা পিলখানার ভেতরে যান। হত্যাকারীদের সঙ্গে বৈঠকের নামে ওইদিন বিকালে (২৫ ফেব্রুয়ারি) তারা সামরিক অভিযান বাধাগ্রস্ত করেছেন। শেখ সেলিমের (শেখ ফজলুল করিম সেলিম) বিরুদ্ধে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে, বিডিআরের বিদ্রোহী একটি গ্রুপ ১৩ ফেব্রুয়ারি তার (শেখ সেলিম) সঙ্গে একটি বৈঠক করে। সেই বৈঠকে বিডিআর সদস্যদের শেখ সেলিম পরামর্শ দেন বিডিআর অফিসারদের জিম্মি করার। সাবেক এমপি আসাদুজ্জামান নূরের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনায় বাধাগ্রস্তের অভিযোগ আনা হয়েছে। তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তানজীম আহমেদ সোহেল তাজের বিষয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার অভিযোগ আনা হয়।

শেখ হাসিনার নিরাপত্তা উপদেষ্টা তারিক আহম্মেদ সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে অভিযোগে বলা হয়, তিনি সেনা অভিযান চালানোর বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে অফিসারদের হত্যার সুযোগ করে দিয়েছেন। র‍্যাব যখন পিলখানায় প্রবেশ করতে চায় তখন তিনি তাদের বাধা দেন। মতিয়া চৌধুরী, মেহের আফরোজ চুমকি, আওয়ামী লীগ নেতা তোরাব আলী ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে সহযোগিতা করেছেন বলে উল্লেখ করা হয় প্রতিবেদনে। তোরাব আলীর ছেলে লেদার লিটন হত্যাকারীদের সঙ্গে সহায়তা, মিছিল নিয়ে পিলখানায় প্রবেশ এবং হত্যাকারীদের অনেককেই সঙ্গে নিয়ে এসে পালাতে সহযোগিতা করে বলে অভিযোগ করা হয় প্রতিবেদনে। বিডিআর হত্যাকাণ্ডের পরপরই বাহিনীটির ডিজি হিসাবে দায়িত্ব নেন লে. জেনারেল মইনুল। তার সময়ে অস্বাভাবিকভাবে বিডিআর সদস্যদের মৃত্যু হয়েছে। ব্যারিস্টার তাপস হত্যাচেষ্টার ভুয়া মামলায় তিনি অফিসারদের ডিজিএফআইর হাতে তুলে দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। লে. জেনারেল হাসান সারওয়ার্দীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পিলখানা হত্যাকাণ্ডের ঘটনাস্থলে তিনি গিয়েছিলেন। তবে বিদ্রোহের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করে আওয়ামী লীগের সঙ্গে তিনি একাত্মতা প্রকাশ করে সামরিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুল হাকিম আজিজের বিরুদ্ধে চেইন অব কমান্ড ভাঙাসহ বিভিন্ন অভিযোগ আনা হয়েছে। সামরিক অভিযান না করে ৪৬ ব্রিগেডকে নিয়ে পিছু হটে আসার অভিযোগ আনা হয়েছে তার বিরুদ্ধে। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ সামসুল আলম চৌধুরী ৪৪ রাইফেলসের অধিনায়ক ছিলেন। তিনি ষড়যন্ত্রের সবকিছু জানতেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনে। তিনিই শেখ সেলিমের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন বিডিআরের বিদ্রোহীদের। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহমুদ হোসেন ব্যারিস্টার তাপস হত্যাচেষ্টা মামলায় অফিসারদের ফাঁসানোর নেপথ্যে তার সক্রিয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহবুব সারোয়ারের বিরুদ্ধেও তাপস হত্যাচেষ্টা মামলায় সেনা কর্মকর্তাদের ফাঁসানোর অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বিদ্রোহ শুরুর পরপরই ডিজি বিডিআর মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ শেখ হাসিনাকে ফোন করে উদ্ধার অভিযানের অনুমতি চেয়েছিলেন। তিনি পরিস্থিতি জানার পরে সৈন্য পাঠানোর ইঙ্গিত দিলেও দ্রুত কোনো পদক্ষেপ নেননি। এই বিলম্ব বিদ্রোহীদের সাহস বাড়িয়েছে এবং ভেতরের অফিসাররা প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছেন। তদন্ত প্রতিবেদনে ২০০৯ সালে গঠিত সেনা তদন্ত কমিটি ও জাতীয় তদন্ত কমিটির প্রধানদের দায়হীন তদন্তের বিষয়েও বলা হয়েছে। এছাড়া গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ব্যর্থতার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনে। স্বাধীন তদন্ত কমিশন-সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, উল্লেখিত নামের বাইরেও অনেক নাম তদন্ত প্রতিবেদনে রয়েছে। সংগত কারণে সেসব নাম এখনই সামনে আসছে না। তবে প্রধান উপদেষ্টার কাছে দাখিল করা তদন্ত প্রতিবেদনটি পাবলিক (উন্মুক্ত) করলে সবার বিষয়ে দেশের মানুষ জানতে পারবে। এদিকে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লে. জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) মঙ্গলবার সচিবালয়ে এক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, বিডিআর হত্যাকাণ্ডের তদন্ত প্রতিবেদনটি বেশ বড়। এটি এখনো পুরোপুরি পড়া সম্ভব হয়নি। মন্ত্রণালয় বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে। প্রতিবেদনে যেসব সুপারিশ করা হয়েছে, তা পড়ার পর অবশ্যই বাস্তবায়ন করা হবে। প্রতিবেদনে ভারতের সম্পৃক্ততার বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পুরো প্রতিবেদন না পড়ে এ বিষয়ে মন্তব্য করা সমীচীন হবে না। উল্লেখ্য, ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহে ৫৭ সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জন নিহত হন। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর পুনঃতদন্তের দাবি ওঠায় গত ২৪ ডিসেম্বর সরকার জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

Law Offices of
Nasrin A Moznu
All Immigration Matters, Appeal & Waiver

Mohammed N Mujumder
Master of Laws (NY)
Chief Paralegal

আপিল এবং ওয়েভারসহ
সকল প্রকার ইমিগ্রেশন
এসাইলাম ও
কনস্যুলার প্রসেসিং
এছাড়া সকল প্রকার দুর্ঘটনা, রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং ও বৈষম্যের (Discrimination) মামলায়ও কল দিতে পারেন। আমরা আপনাকে সঠিক আইনী নির্দেশনা দিতে পারি।

Nasrin A Moznu
Attorney at Law
New York

1222 white Plains Road, Bronx, NY 10472
Office Phone : 718-518-0470 (Office)
মি. মজুমদার : 917-597-6349
অ্যাটর্নি নাছরিন: 347-493-9906
E-mail: mujumderlaw@yahoo.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

সংসদ নির্বাচন ৮ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে

(প্রথম পাতার পর)

গণভোট ও সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হতে পারে। এ ছাড়া ডিসেম্বরের ৭ থেকে ১১ তারিখের মধ্যে তফসিল ঘোষণা করবে ইসি। সেই সঙ্গে ভোট গ্রহণের সময় ৮ ঘণ্টা থেকে ১ ঘণ্টা বাড়িয়ে ৯ ঘণ্টা করা হতে পারে। দুজন নির্বাচন কমিশনার এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। নির্বাচন কমিশন প্রকাশিত ৩০০ আসনের সীমানাসংক্রান্ত গেজেটের আলোকেই তফসিল ঘোষণা করা হবে। অপরিবর্তিত থাকছে সংসদীয় আসনের সীমানা। গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধন বিষয়ক রুলের জবাব প্রস্তুত করছে ইসি। নির্বাচন কমিশনার মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার গণমাধ্যমকে বলেন, ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। এক্ষেত্রে ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে এক দুই দিন পর কিংবা ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে এক দুই দিন আগেও ভোট গ্রহণের তারিখ হতে পারে। অর্থাৎ মাঝামাঝি কোনো সময় হতে পারে। ইসি সূত্র বলছে, ফেব্রুয়ারির ৮ তারিখ রবিবার এবং ফেব্রুয়ারি ১২ তারিখ বৃহস্পতিবার। সে হিসেবে মঙ্গলবারের দিকে সংসদ নির্বাচন হতে পারে। আবার ১২ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবারও ভোট গ্রহণ হতে পারে। কেননা ১২ ফেব্রুয়ারি ভোট গ্রহণ হলে দুই দিন ছুটিতে থাকতে পারবেন ভোট গ্রহণের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা। তবে সব কিছু নির্বাচন কমিশনের বৈঠকের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে। তফসিল ঘোষণার বিষয়ে নির্বাচন কমিশনার আবদুর রহমানেল মাছউদ বলেন, ৭ ডিসেম্বর কমিশন সভা অনুষ্ঠিত হবে। আগামী সপ্তাহের ৭ ডিসেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বরের মধ্যে যে কোনো দিন তফসিল ঘোষণা হবে। তবে ৭ ডিসেম্বর তফসিল ঘোষণা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সি-নিয়র সচিব আখতার আহমেদ বলেন, আগামী রবিবার (৭ ডিসেম্বর) নির্বাচন কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হবে। ভোট নিয়ে আলোচনা হবে সভায়।

ইসির কর্মকর্তারা বলেন, আগামী রবিবার (৭ ডিসেম্বর) ভোট নিয়ে কমিশন সভা অনুষ্ঠিত হবে। সেখানেই সব তারিখ নির্ধারণ করা হবে। এক্ষেত্রে দু-তিন দিন সময় রেখে বা বৃহস্পতিবারের দিকে (১১ ডিসেম্বর) তফসিল ঘোষণা করা হতে পারে। তবে ওইদিন তফসিল ঘোষণার তারিখ জানানো হতে পারে। অন্যদিকে ভোট গ্রহণের সময়ও এক ঘণ্টা বাড়ানোর কথা ভাবছে ইসি। নির্বাচন কমিশনার আনোয়ারুল ইসলাম জানান, যেহেতু গণভোট ও সংসদ নির্বাচন একদিনে হবে, তাই গোপন কক্ষের সংখ্যা বাড়ানোর কথা ভাবা হচ্ছে। আবার ভোটের সময় এক ঘণ্টা বাড়িয়ে নয় ঘণ্টা করা হতে পারে। এজন্য সকাল-বিকালে দুই দিকেই সময় বাড়ানোর কথা ভাবা হচ্ছে। এখন সকাল ৮টা থেকে ভোট শুরু হয়, সেটা সাড়ে সাতটা থেকে হতে পারে। আবার বিকাল ৪টা পর্যন্ত ভোট হয়। সেটা সাড়ে চারটা করার কথা ভাবা হচ্ছে। প্রথমবারের মতো প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোট নেওয়ার আয়োজন হচ্ছে 'আইটি সাপোর্টেড পোস্টাল ব্যালটের' মাধ্যমে। প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকার সংসদ নির্বাচনে ১০ লাখের বেশি লোকবল নিয়োজিত থাকবে।

হঠাৎ ভোটের আইনশৃঙ্খলা কর্মশালা স্থগিত : আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে আইনশৃঙ্খলাবিষয়ক কর্মশালা স্থগিত করা হয়েছে। বুধবার বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে এ কর্মশালা অনুষ্ঠানের কথা ছিল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক চিঠিতে সরকারের এ সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে কেন স্থগিত করা হলো চিঠিতে তার কোনো কারণ উল্লেখ করা হয়নি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, পুলিশ মহাপরিদর্শক, আইন ও বিচার বিভাগের সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার মহাপরিচালক, মিলিটারি অপারেশনসের পরিচালক, পুলিশের সব রেঞ্জ ডিআইজি, সব জেলা প্রশাসক, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সব চিফ জু-ডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সব আঞ্চলিক ও জেলা নির্বাচনি কর্মকর্তা, ইউএনও, সব পুলিশ কমিশনার, ওসিসহ সব বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও পাবলিক প্রসিকিউটরদের এ চিঠির কপি পাঠিয়েছে। এতে বলা হয়, 'আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০২৬ যথাযথভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে আগামী ৩ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ৯টায় বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে অনু-ষ্ঠিতব্য 'সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সমন্বিত ভূমিকা' শীর্ষক কর্মশালাটি অনিবার্য কারণবশত স্থগিত করা হলো।' ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এ জন্য ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে তফসিল ঘোষণা করা হবে বলে ইসির তরফে জানানো হয়েছে।

শতাব্দীর ভালো নির্বাচন চাই : ইসি সচিব : দেশ বর্তমানে নির্বাচনের জোয়ারে আছে বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। বুধবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে (ইটিআই) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ উপলক্ষ্যে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে তিনি এ কথা বলেন। ইসি সচিব বলেন, 'আমরা নির্বাচনের জোয়ারে আছি। আমরা সবাই শতাব্দীর ভালো নির্বাচন চাই।' আখতার আহমেদ আরও বলেন, 'আমাদের সামনে যে নির্বাচন ও গণভোটের যে আয়োজন, তা বিশাল কর্মযজ্ঞ। এবং একটি আরেকটির পরিপূরক। গণভোটের যে চারটি প্রশ্নের উপর শুধু একটি উত্তর, সেটি নিয়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন আছে। কিন্তু উপদেষ্টা পরিষদের আলোচনায় বলা হচ্ছিল, রাজনৈতিক দলের প্রচারণায় বিশটা ম্যানিফেস্টো থাকে। তার সবগুলোতে একমত হয় না সবাই, তবে সার্বিকভাবে দেখে। গণভোটের ব্যাপারটাও তেমনি। পুরো প্যাকেজ দেখে আপনারা ভোট দেবেন।' ইটিআই মহাপরিচালক মেহাম্মদ হাসানুজ্জামানের সভাপতিত্বে কর্মসূচিতে নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউ-ল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।

ডিসি-ইউএনওর কাঁধে সুষ্ঠু ভোটের চ্যালেঞ্জ : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দর করতে প্রশাসন সাজাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার। মাঠ প্রশাসনে জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) এবং উপজেলায় নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনের সময় ডিসিরা রিটার্নিং অফিসার ও ইউএনওরা সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিযুক্ত হন। পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলেও নতুন ডিসি ইউএনওর কাঁধে থাকবে সুষ্ঠু ভোটের চ্যালেঞ্জ। নতুন কর্মকর্তারা জেলা-উপজেলায় যোগ দিয়ে নিজের আওতাধীন এলাকার বিষয়ে খোঁজ নিচ্ছেন। নির্বাচনের কী কী চ্যালেঞ্জ রয়েছে সে বিষয়েও তারা কাজ শুরু করেছেন বা প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সংশ্লিষ্ট অনেকেই মনে করছেন, জুলাই অভ্যুত্থানের পর নতুন কর্মকর্তাদের ঘাড়ে বড় চ্যালেঞ্জ এই জাতীয় নির্বাচন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে মাঠ প্রশাসনে জেলা-উপজেলায় নতুন কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে আরও নিয়োগ দেওয়া হবে। ইতোমধ্যেই ৫০ জন নতুন ডিসি বিভিন্ন জেলায় নিয়োগ পেয়ে কাজ শুরু করেছেন। অনেক ডিসির জেলা পরিবর্তন হয়েছে। পাশাপাশি দেড় শতাধিক ইউএনও সোমবার কর্মস্থলে যোগ দিয়েছেন। সূত্র জানায়, ডিসি ও ইউএনও হিসেবে মাঠে যাচ্ছেন একেবারেই নতুন কর্মকর্তারা। যারা আগে ডিসি বা ইউএনও ছিলেন না। ২৫, ২৭, ২৮ এবং ২৯ ব্যাচের কর্মকর্তারা ডিসির দায়িত্বে আছেন। ডিসিদের জেলা পরিবর্তন হয়েছে বা আগের জেলাতেই আছে এরকম কর্মকর্তার সংখ্যা মাত্র কয়েকজন। বেশির ভাগ কর্মকর্তা নতুন হওয়ায় এখন জেলার সার্বিক তথ্য সংগ্রহ করছেন। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি জেনে নিচ্ছেন। একই চিত্র ইউএনওদের ক্ষেত্রেও। পুরোনো ইউএনও যারা দায়িত্ব পালন করছেন তারা ছাড়া সবাই নতুন হিসেবে মাঠে যাচ্ছেন। নির্বাচনের আগে আগামী দুই থেকে আড়াই মাসের মধ্যে পুরো উপজেলার চিত্র জানাতে হবে। এদিকে ইউএনও হিসেবে ৩৭ ব্যাচকে মাঠে পাঠিয়েছে সরকার। এই ব্যাচের কর্মকর্তাদের বেশির ভাগের ধারণা ছিল, তাদের ইউএনও হিসেবে পদায়ন করা হবে না। নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর সিনিয়র কর্মকর্তাদের পরামর্শ নিচ্ছেন অনেকেই। উল্লেখ্য, দেশের বিভিন্ন উপজেলায় দায়িত্ব পালন করা ১৫৮ ইউএনওকে প্রত্যাহার করে মন্ত্রণালয় বিভাগ বা অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সোমবার রাতে আরও ৭৭ ইউএনওকে পদায়ন করা হয়েছে। তাদের শিগগিরই মাঠে পাঠানো হবে। একাধিক সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচন কমিশনের (ইসি) পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় জনপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিয়েই জাতীয় নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করা হয়। যদিও এবার ইসির নিজস্ব কর্মকর্তারা রিটার্নিং অফিসার হওয়ার দাবি করেছিলেন। মাঠ প্রশাসনে ডিসির জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা ও লজিস্টিক সাপোর্টিং থাকায় বরাবরই তাদের রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ দেয় ইসি। এবারের ভোটে দেশ-বিদেশের বেশি নজর থাকায় মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তারাও বেশ চিন্তিত। কেউ কেউ চাপও অনুভব করছেন।

নিজ আওতাধীন এলাকায় কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটলেই দায় ডিসি বা ইউএনওকে নিতে হয়। দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে অনেক কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করা হয়ে থাকে। এবার সে আশঙ্কা আরও বেশি। সে কারণে জেলায় সুষ্ঠু ভোট করতে নানা কার্যক্রম শুরু করেছেন ডিসিরা। ইতোমধ্যেই জেলাগুলোতে মতবি-নময়সহ স্থানীয় চ্যালেঞ্জগুলো খুঁজে বের করছেন কর্মকর্তারা। নাম প্রকাশ না করার শর্তে চট্টগ্রাম বিভাগের একটি জেলার ডিসি বলেন, পদ পাওয়া খুশির বিষয়। এবারের নির্বাচনে ভোটের অধিকারের বিষয়টি গুরুত্ব পাবে। জেলার চ্যালেঞ্জ জানা এবং করণীয় ঠিক করছি। বরিশাল বিভাগের এক ডিসি বলেন, ভোটের সময় দায়িত্বও বেশি। সরকারের গাইডলাইন মেনে কাজ করছি। সদ্য দায়িত্ব পাওয়া একাধিক ইউএনও বলেন, আগে ইউএনও ছিলাম না। ইউএনওর দায়িত্বের পাশাপাশি রিটার্নিং অফিসার হিসেবে আমার কী করণীয় সেটি অনুসরণ করব। ভোটের সময় যেহেতু ইসির অধীন থাকব; তাই তাদের নির্দেশনা মেনে চলব। কয়েকজন ইউএনও বলেন, আমরা এ সময় মাঠে আসতে চাইনি। আমাদের ধারণা ছিল, সিনিয়র যারা মাঠে দায়িত্ব পালন করছেন তাদের দিয়েই সরকার ভোট করবে। চেষ্টা করব সিনিয়রদের পরামর্শে ভালো কিছু করতে। নির্বাচনে ডিসি ইউএনওদের দায়িত্ব ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে জানতে চাইলে সাবেক সচিব ও জনপ্রশাসন বিশেষজ্ঞ এ কে এম আউয়াল মজুমদার বলেন, নির্বাচনে চ্যালেঞ্জ আছে তবে অসুবিধা হবে না। কারণ এবার প্রস্তুতিটাও ভালো থাকবে। সাবেক এই সচিব আরও বলেন, সব তত্ত্বাবধায়ক আমলেই নতুন কর্মকর্তা দেওয়া হতো। নান-াভাবে ডিসি-ইউএনও বাছাই নিয়ে নানা তথ্য শোনা যাচ্ছে। যদি ডিসি বা ইউএনও বাছাইটা সঠিক পদ্ধতিতে হয়ে থাকে তাহলে সব কাজ সামলাতে পারবে। কারণ কথায় আছে, প্রশাসনের কমকর্তারা কোনো বিষয়ে বড় বিশেষজ্ঞ নয়, তবে তারা সব কাজের কাজি। জানা গেছে, নির্বাচন পরিচালনার সব দায়িত্ব রিটার্নিং কর্মকর্তার। তার অধীনেই হয় আইনশৃঙ্খলাসহ ভোটের যাবতীয় কার্যক্রম। নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ও আচরণবিধি অনুযায়ী কাজ করেন রিটার্নিং অফিসার। ইসির তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন পরিচালনার সব কাজ তত্ত্বাবধান করবেন। আর ইসির অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন।

তারেক রহমানের ফেরা নিয়ে নানা আলোচনা

(প্রথম পাতার পর)

নিয়ে আগের মতোই নানা প্রশ্ন উঠছে এবং আলোচনা চলছে। সরকারের উপদেষ্টারা আবারও বলেছেন, নিরাপত্তা ঝুঁকি নেই। দেশে ফিরতে চাইলে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে সহযোগিতা করবে সরকার। বিএনপি বলছে, খালেদা জিয়াকে বিদেশে নেওয়ার ওপর নির্ভর করছে তারেক রহমানের ফেরা। দলের স্থায়ী কমিটির বৈঠকে নেতারা বলেন, নিরাপত্তা ঝুঁকি নিরসন করতে হবে। তারেক রহমানকে এসএসএফের নিরাপত্তা দিতে বিএনপি প্রস্তাব করতে পারে সরকারের কাছে। গুরুতর অসুস্থসাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া গত ২৩ নভেম্বর থেকে হাসপাতালে চি-কিৎসাধীন। বিএনপির পক্ষ থেকে আগেই জানানো হয়েছিল, নভেম্বরে ফিরবেন ১৭ বছর লন্ডনে স্বেচ্ছানির্বাচনে থাকা তারেক রহমান। পরে জানানো হয়, নির্বাচনের তপশিল ঘোষণার আগে-পরে ফিরতে পারেন। মায়ের অসুস্থতার কারণে তাঁর ফেরা ত্বরান্বিত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছিল।

উপদেষ্টা পরিষদের সভার সিদ্ধান্তে খালেদা জিয়াকে অতিগুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (ভিভিআইপি) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে সরকার। এভারকেয়ার হাসপাতালে খালেদা জিয়াকে নিরাপত্তা দিচ্ছে এসএসএফ। বিশেষায়িত এই বাহিনী শুধু রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। পরিবারের সদস্য হিসেবে তারেক রহমানও এসএসএফের নিরাপত্তা পাবেন কিনা এ আলোচনা চলছে রাজনৈতিক অঙ্গনে। বিএনপির চেয়ারপারসনের নিরাপত্তা উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) ফজলে এলাহী আকবর মঙ্গলবার বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, তারেক রহমান দেশে ফেরার পর তাঁর নিরাপত্তায় এসএসএফের সুবিধা চেয়ে সরকারকে প্রস্তাব দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে গত শনিবার ফেসবুক পোস্টে তারেক রহমান বলেন, 'দেশে ফেরার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ অবারিত ও একক নিয়ন্ত্রণাধীন নয়।' এ বক্তব্যের পর প্রশ্ন উঠে কী কারণে দেশে ফিরছেন না বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর সমালোচ-নায় বিএনপি নেতারা আভাস দিচ্ছেন, নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে ফিরছেন না তারেক রহমান। যদিও কোথায় কী ঝুঁকি রয়েছে, তা স্পষ্ট করেননি কেউ।

মঙ্গলবার ফেসবুক পোস্টে তারেক রহমান লিখেছেন, 'দেশবাসীর সম্মিলিত সমর্থনই জিয়া পরিবারের শক্তি ও প্রেরণার উৎস। মমতাময়ী দেশনেত্রীর দ্রুত আরোগ্যের জন্য আমরা সবাই নিরন্তর দোয়া করছি। এই কঠিন সময়ে ঐক্য, সহমর্মিতা ও সংহতির জন্য প্রতিটি মানুষের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা রইল।' খালেদা জিয়ার ছবি পোস্ট করে তারেক রহমান লিখেছেন, 'বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে সুস্থতার জন্য যেভাবে সহযোগিতা ও শুভকামনা জানানো হচ্ছে, জিয়া পরিবার ও বিএনপির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।' এদিকে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, খালেদা জিয়াকে বিদেশে নেওয়ার মতো শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের পর তারেক রহমান দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেবেন। পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকলে শিগগির দেশে ফিরবেন তিনি।

স্থায়ী কমিটিতে নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা : গত সোমবার রাতে অনুষ্ঠিত বিএনপির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম জাতীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে তারেক রহমানের ফেরা এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বৈঠক সূত্র সমকালকে জানিয়েছে, তারেক রহমানের দেশে ফেরার বিষয়ে সদস্যরা মতামত দিয়েছেন। তাড়াহুড়া কিংবা আবেগের বশে নয়, বাস্তবতার নিরিখে পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয়েছে। বৈঠকে অংশ নেওয়া নেতারা বলেছেন, দেশের প্রতিও তারেক রহমানের দায়বদ্ধতা রয়েছে। আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশে এলে এবং কোনো ক্ষতি হলে দল যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, দেশেও অরাজকতা হবে। তাই যেসব জায়গায় নিরাপত্তার প্রশ্ন এবং হুমকির শঙ্কা থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে, তা আগে নিরসন করতে হবে।

'ট্রাভেল পাস চাইলে এক দিনে দেওয়া সম্ভব' : মেয়াদ ফুরানোর পর পাসপোর্ট নেননি লন্ডনে নির্বাসিত তারেক রহমান। দেশে ফিরতে তাঁকে বাংলাদেশ বা অন্য কোনো দেশের পাসপোর্ট ব্যবহার করতে হবে। অথবা ট্রাভেল পাস নিতে হবে। সরকার আগেই জানিয়েছিল, তারেক রহমান চাইলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ট্রাভেল পাস দেওয়া হবে। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন সাংবাদিকদের প্রশ্নে বলেছেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ট্রাভেল পাস চাননি। তিনি চাইলেই ইস্যু হবে। তারেক রহমানের পাসপোর্টের বিষয়ে জানতে চাইলে উপদেষ্টা বলেন, এ বিষয়ে এবং দেশে আসা নিয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই মন্ত্রণালয়ের কাছে। খালেদা জিয়াকে বিদেশ নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে প্রস্তুতি রয়েছে সরকারের। যদি চি-কিৎসকরা অনুমোদন দেন, তবে সেই অনুযায়ী তা করা হবে হয়তো। তিনি আরও বলেন, 'তারেক রহমান দেশে আসতে চাইলে বিধিনিষেধ নেই, এক দিনে ট্রাভেল পাস দেওয়া সম্ভব।'

'নিরাপত্তার কোনো শঙ্কা নেই' : সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী সাংবাদিকদের জানান, বাংলাদেশে কারও কোনো নিরাপত্তার শঙ্কা নেই। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নিরাপত্তা ঝুঁকি নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কারও যদি বিশেষ নিরাপত্তার প্রয়োজন হয়, সেটি দেওয়ার জন্যও মন্ত্রণালয় প্রস্তুত আছে।

গুলি করে বাংলাদেশি হত্যা, বিএসএফ বলল অনিচ্ছাকৃত

ঢাকা : ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে শনিবার রাতে এক বাংলাদেশি নাগরিকের মৃত্যুর ঘটনাকে অনিচ্ছাকৃত বলে দাবি করা হয়েছে। নিহতের নাম শহিদুল ইসলাম শহিদ। তিনি চুয়াডাঙ্গা উপজেলার গয়েশপুর গ্রামের বাসিন্দা। ঘটনাটি ঘটে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ বিএসএফের মাটিয়ারী সীমান্ত চৌকি (বিওপি) এলাকায়। এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এক বিবৃতি দিয়ে জানায়, অনিচ্ছাকৃতভাবে আচমকা বন্দুকের ট্রিগারে চাপ পড়ে যায়। আর সেই গুলিতেই মৃত্যু হয় এক সন্দেহভাজন বাংলাদেশি চোরাকারবারির। যদিও গুলিটি কারও দিকে লক্ষ্য করে মারা হয়নি। তবে দুর্ভাগ্যবশত ওই অস্ত্র থেকে নিক্ষেপিত গুলি গিয়ে লাগে বাংলাদেশি চোরাকারবারির শরীরে। ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়ে ওই চোরাকারবারি।

পরে তাকে কৃষ্ণগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। বিএসএফের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, শনিবার আনুমানিক ৩টা ৫৫ মিনিট নাগাদ ৩২ ব্যাট-ালিয়নের জওয়ানরা সীমান্ত বেড়ার কাছে ৬-৭ জন ভারতীয় চোরাকারবারিকে প্লাস্টিকের বান্ডিল বহন করতে দেখে। তারা বেড়ার ওপারে এই বান্ডিলগুলো ছুড়ে মার-ছিল, যেখানে অন্যদিকের বাংলাদেশি চোরাকারবারিরা সেগুলো সংগ্রহ করছিল। জওয়ান তাদের থামতে সতর্ক করে এবং আকাশে এক রাউন্ড গুলি চালায়। কিন্তু তাতে কোনো ফল না হওয়ায় চোরাকারবারিদের আটকানোর উদ্দেশ্যে বিএসএফ জওয়ানরা তাদের দিকে এগিয়ে যায়। এ সময় বাংলাদেশি চোরাকারবারিরা বিএসএফের এক জওয়ানকে দা দিয়ে আঘাত করে। এ সময় দুই পক্ষের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়। তখনই অনিচ্ছাকৃতভাবে জওয়ানের হাতে থাকা বন্দুকের ট্রিগারে চাপ পড়ে যায়। ফলে ওই অস্ত্র থেকে নিক্ষেপিত গুলি গিয়ে লাগে বাংলাদেশি চোরাকারবারির শরীরে। গুলির শব্দ শুনে এবং তাদের দলের একজনকে পড়ে যেতে দেখে অন্য চোরাকারবারিরা আতঙ্কিত হয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনার পর বিএসএফের অন্য জওয়ানরা এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে একটি কাটার, চারটি ধারালো অস্ত্র (দা), ৯৬ বোতল ফেনসিডিল এবং দুই বোতল বিদেশি মদ উদ্ধার করে।

রিয়েল আইডি না থাকলে ৪৫ ডলার যাচাই ফি

(শেষ পাতার পর)

(টিএসএ) ঘোষণা করেছে, ২০২৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে বৈধ ও গ্রহণযোগ্য পরিচয়পত্র না দেখিয়ে বিমান ভ্রমণ করতে ইচ্ছুক সব যাত্রীকে ৪৫ ডলার ফি দিয়ে 'টিএসএ কনফার্মেশন আইডি' সংগ্রহ করতে হবে। এই সিস্টেম ব্যবহার করে বিমানবন্দরের নিরাপত্তা চেকপয়েন্টে যাত্রীর পরিচয় নিশ্চিত করা হবে।

যাত্রীরা ১০ দিনের ভ্রমণ সময়ের জন্য 'টিএসএ কনফার্মেশন আইডি' ব্যবহার করতে পারবেন। যাদের রিয়েল আইডি নেই, তাদের দ্রুত মটর ভেহিক্যাল (ডিএমভি) অফিসে গিয়ে পরিচয়পত্র আপডেট করার পরামর্শ দিয়েছে টিএসএ।

বিমানবন্দরে টিএসএ যেসব পরিচয়পত্র বা আইডি গ্রহণ করবে, সেগুলো হচ্ছে- রিয়েল আইডি-সম্মত ড্রাইভিং লাইসেন্স বা স্টেট আইডি, এনহ্যান্সড ড্রাইভার্স লাইসেন্স (ইডিএল) বা এনহ্যান্সড আইডি (ইআইডি), যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট ও পাসপোর্ট কার্ড, গ্রিনকার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ট্রাস্টেড ট্রাভেলার কার্ড, মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের আইডি, বর্ডার ক্রসিং কার্ড, স্বীকৃত ট্রাইবাল নেশনের ইস্যুকৃত গ্রহণযোগ্য ফটো আইডি, বিদেশি পাসপোর্ট, কানাডিয়ান প্রাদেশিক ড্রাইভিং লাইসেন্স, যুক্তরাষ্ট্রের মেরিনার ক্রেডেনশিয়াল, ভেটেরান হেলথ আইডেন্টিফিকেশন কার্ড। অস্থায়ী ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রহণযোগ্য নয়। গ্রহণযোগ্য পরিচয়পত্র ছাড়া সকল যাত্রী, এমনকি নন-রিয়েল আইডি স্টেট আইডি/লাইসেন্সধারীরাও বিমানবন্দরে টিএসএ চেক-ইনের সময় পরিচয় যাচাই প্রক্রিয়ায় পাঠানো হবে। এই প্রক্রিয়া বিমানবন্দরভেদে ভিন্ন হতে পারে, এবং দ্রুততার সঙ্গে অনলাইনে ফি প্রদানের ব্যবস্থা করতে বেসরকারি অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করছে টিএসএ।

রিয়েল আইডি আইনটি ২০ বছর আগে পাশ হয়। তবে আগের প্রশাসনগুলো সঠিকভাবে তা বাস্তবায়ন করেনি। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নেতৃত্বে এবং সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোয়েমের তত্ত্বাবধানে ২০২৫ সালের ৭ মে এই আইন পুরোপুরি কার্যকর হয়। বর্তমানে ৯৪ শতাংশেরও বেশি যাত্রী ইতোমধ্যেই রিয়েল আইডি বা অন্য গ্রহণযোগ্য পরিচয় ব্যবহার করেন। তবে বৈধ পরিচয় না দেখালে যাত্রীদের অতিরিক্ত অপেক্ষার মুখোমুখি হতে হবে বলে সতর্ক করেছে টিএসএ।

টিএসএ-এর উপ-প্রশাসকের দায়িত্ব পালনকারী সিনিয়র কর্মকর্তা অ্যাডাম স্টালহ বলেন, "পরিচয় যাচাই ভ্রমণ নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি আমাদের আকাশপথ ও রেলসহ অন্যান্য অভ্যন্তরীণ পরিবহন ব্যবস্থাকে সন্ত্রাসী, অপরাধী ও বেআইনি অভিবাসীদের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখে। অধিকাংশ যাত্রীই রিয়েল আইডি বা পাসপোর্টের মতো গ্রহণযোগ্য পরিচয়পত্র দেখান। তবে পরিচয় নিশ্চিত করা সকল যাত্রীর ক্ষেত্রেই অপরিহার্য। ১ ফেব্রুয়ারি থেকে যারা গ্রহণযোগ্য আইডি ছাড়া বিমানভ্রমণ করতে চাইবেন, তারা ৪৫ ডলার পরিশোধ করে পরিচয় যাচাই প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন। এই ফি নিশ্চিত করবে যাতে করদাতাদের নয় বরং যাত্রী নিজেই তার অপর্যাপ্ত পরিচয় যাচাইয়ের ব্যয় বহন করেন।

আমরা সকল যাত্রীকে রিয়েল আইডি বা অন্য গ্রহণযোগ্য আইডি সংগ্রহের অনুরোধ করছি যাতে দেরি বা ফ্লাইট মিসের ঝুঁকি এড়ানো যায়।" টিএসএ যাত্রীদের ভ্রমণের আগে অনলাইনে ফি পরিশোধ করার আহ্বান জানায়।

বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর যারা ফি পরিশোধ করেননি, তাদের জন্য চেকপয়েন্টের কাছে নির্দিষ্ট স্থানে অর্থপ্রদানের নির্দেশনা পাওয়া যাবে। বিমানবন্দরে পরিচয় যাচাই প্রক্রিয়ায় অংশ নিলে দেরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

LAW OFFICES
OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)
মজিবুর রহমান
লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্ট
- Bankruptcy
- Divorce
- Major Accident Cases
- Business, Incorporation
- Investment
- Estate, Litigation
- Landlord & Tenant Commercial
- Real Estate Closing
- Trade Disputes

Trade Dispute and Investments Involve Bangladeshi Legal Matters
718-545-2600, 917-834-9269
30-05, 30th Avenue, 2Fl, Astoria, NY 11102

এবার জ্যাকসন হাইটে
আমাদের নতুন অফিসে
আপনাকে স্বাগতম
Northwell Health
আমরা ইমিগ্রেশন সেবা প্রদান করি
• Primary Care • Annual Exam • Physical Checkup • TLC Test • Diabetes • Immigration • Cholesterol • EKG • • Spiro • PAP Smear • Pregnancy Test • Allergies • TB Test • Vaccinations • Telemedicine & all kind of Medical Services.
Diagnostic & preventive dentistry, General dentistry, Cosmetic dentistry, Teeth whitening, Fillings, Prosthodontics, Caps/crowns, metal-free bridges, full dentures and partial dentures, digital scanning, Endodontics, Root canal, Orthodontics, Invisalign, Dental implants, Periodontics, Gum disease and most kinds of Dental Services
হাসপাতালে যে কোন ডাক্তারের রোগী ভর্তি করে থাকি
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Forest Hills & New Hyde Park
ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস
ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন
CALL 917 930 1170
We accept most Insurances & Medicaid
EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC
3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
168-40 Highland Ave., Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710

আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা
জ্যামাইকার কুইন্স বুলেবার্ডে বাংলাদেশী মালিকানাধীন
KEY STAR AUTO LLC
ইউএন অটো ও সিলেট মটরস এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
★ AUTO REPAIR ★ AUTO BODY
Foreign & Domestic
* Wheel Alignment * NYS Inspection
* All Insurance Work for all kinds of Auto Repair & Body Work
অভিজ্ঞ মেকানিকস দ্বারা পরিচালিত উন্নত সেবার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
অত্যন্ত যত্ন সহকারে আধুনিক উপায়ে গাড়ীর বডি মেরামত করি
★ সবধরনের গাড়ী এবং ইন্স্যুরেন্সের কাজ করে থাকি
★ সার্ভিস এন্ড পার্টস ওয়ারেন্টি
★ সম্পূর্ণ কম্পিউটারজড মেশিনারিজ
★ বিশালকায় গ্যারেজ, পার্কিং সুবিধা
★ কাষ্টমারদের জন্য রয়েছে ওয়েটিং রুম ও নামাজের পৃথক ব্যবস্থা
★ আমরা সার্ভিস ও পার্টসের ১০০% গ্যারান্টি দিয়ে থাকি
we Accepet all Major Credit Cards
OPEN Monday to Saturda
Tel: 718-739-4030
Sham-917-686-2870
Munna-917-749-5483
139-31 Queens Blvd. Jamaica, NY 11435

সমকালীন ও লোকগানের শিল্পী
কৌশলী ইমা
যোগাযোগ
পরিচালক : সঙ্গীত একাডেমি, কানেকটিকাট (যুক্তরাষ্ট্র)
ফোন : ৮৬০-৭৯৩-১২৮৫
kousholyema@gmail.com

উডসাইড মসজিদে কোরআন সবক অনুষ্ঠান

(শেষ পাতার পর)

শুরু হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট আতাউর রহমান সেলিম, ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মহিউদ্দিন দেওয়ান, মসজিদ পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক আবুল খায়ের আজাদ, কোষাধ্যক্ষ মিঠু হামিদ, ইমাম মাওলানা হেলালউদ্দিন, ইমাম মুত্তাকি বিল্লাহ, অভিভাবক ও আমন্ত্রিত অতিথিরা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন থেকে তেলাওয়াত করে একটি ছোট শিশু। অনুষ্ঠান দুটি অংশে বিভক্ত ছিল। 'কায়দা' ও 'আমপারা' গ্রুপ। এছাড়া ছেলে ও মেয়েদের গ্রুপও আলাদাভাবে বিভক্ত ছিল। প্রথম গ্রুপে ছিল, যারা কায়দা শেষ করে আমপারা শুরু করবে এবং দ্বিতীয়টিতে যারা আমপারা শেষ করে কোরআন শুরু করবে। অনুষ্ঠানে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে ফুলের তোড়া ও পুরস্কার তুলে দেন মোহাম্মদ তোফাজ উদ্দিন। অনুষ্ঠানের শেষাংশে বক্তব্য রাখেন ইমাম হেলাল উদ্দিন। মধ্যাহ্ন ভোজ পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

বেগম জিয়ার জন্য বিএনপির দোয়া-মাহফিল

(শেষ পাতার পর)

নির্বাহী কমিটির সদস্য আবদুল লতিফ সম্রাট, যিনি দোয়া-মাহফিলের নেতৃত্ব দেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জিল্লুর রহমান ও চেয়ারপার্সনের পররাষ্ট্র সম্পর্কিত কমিটির সদস্য গোলাম ফারুক শাহীন। পুরো অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্টেট বিএনপির সভাপতি অলিউল্লাহ আতিকুর রহমান এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক সাঈদুর রহমান সাঈদ। আলোচনায় অংশ নেন সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি জসিম উদ্দিন, সিনিয়র সহ-সাধারণ আরিফুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক রইচ উদ্দিন, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, দেওয়ান কাউসার, বদরুল হক আযাদ, হুমায়ুন কবীর, আনিসুর রহমান, এমএ কাইয়ুম, দেলুয়ার হোসেন ও খাদেমুল ইসলাম রুবেল।

এদিকে বেগম খালেদা জিয়ার আরোগ্য কামনায় নিউইয়র্ক সিটি (দক্ষিণ) বিএনপির উদ্যোগে আরেকটি মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় রুজভেল্ট এভিনিউতে অবস্থিত ইসলামিক সেন্টারে। মৌলানা সদিকুর রহমানের নেতৃত্বে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করা হয়। নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বদিউল আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর হোসেন মৃধা, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জিল্লুর রহমান, গোলাম ফারুক শাহীন, স্টেট বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক রহুল আমিন নাসির, ডিউক, ফয়সাল, জিয়াউর রহমান মিশন, এ জেড জাহাঙ্গীর আলম স্বপন, কাজী মনিরুল, যুব দলের মনির হোসেন প্রমুখ।

খালেদা জিয়ার সুস্থ্যতার জন্য যুক্তরাষ্ট্র জিয়া পরিষদের দোয়া মাহফিল

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): সাবেক প্রধানমন্ত্রী, বিএনপি'র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থ্যতার জন্য বিশেষ দোয়া মাহফিল করেছে জিয়া পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র। সোমবার (১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ একটি রেষ্টুরেন্টে এই মাহফিলের আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রীয় জিয়া পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ও যুক্তরাষ্ট্র জিয়া পরিষদের আহ্বায়ক শামসুল ইসলাম মজনুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাহফিলে বিশেষ অতিথি ছিলেন টেক্সাস জিয়া পরিষদ-এর আহবায়ক আব্দুর রউফ খান নবাব, বিএনপি নেতা মার্শাল মুরাদ, কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম ও অ্যাডভোকেট সারোয়ার। খবর ইউএনএ'র।

মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালী বক্তব্য রাখেন আগামী জাতীয় নির্বাচনে বরিশালের কাটালিয়া থেকে সংসদ সদস্য প্রার্থী, কেন্দ্রীয় বিএন পির ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম জামাল। অন্যানোর মধ্য বক্তব্য রাখেন ভিপি আলমগীর খান, জাহাঙ্গীর শহীদ সারোয়ার্দী, মোহাম্মদ মানিক, এড: বদরুল হায়দার তোতা, মোহাম্মদ আদনান, হারুন রশিদ প্রমুখ। যুক্তরাষ্ট্র জিয়া পরিষদের সদস্য সচিব জাকির হাওলাদারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে মাহফিল পরিচালনা করেন প্রফেসর সাইদ আজাদ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বাংলাদেশের তিন তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে 'বাংলাদেশের গণতন্ত্রের মাতা ও দেশনেত্রী' আখ্যায়িত করে তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ এবং দেশের জন্য তাঁর অবদানের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করার পাশাপাশি তাঁর দ্রুত সুস্থ্যতা কামনা করেন। বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান সময়ে দেশ-জাতি ও দলের জন্য তাঁর মতো অভিভাবকের বড় প্রয়োজন। সবশেষে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থ্যতার জন্য বিশেষ দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করেন আল আরাফা মসজিদের খতিব ও পেশ ইমাম হাফেজ রফিকুল ইসলাম।

মর্টগেজ
নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

যুক্তরাজ্যে শরণার্থীর সংখ্যা এক বছরের ব্যবধানে ২৬% কমেছে

বাংলাদেশ ডেস্ক : জাতিসংঘের সহযোগিতায় পরিচালিত পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় যুক্তরাজ্যে আশ্রয় পাওয়া শরণার্থীর সংখ্যা এক বছরের ব্যবধানে ২৬ শতাংশ কমেছে। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে। ওই কর্মসূচির আওতায় ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যুক্তরাজ্যে ৯ হাজার ৮৭২ জন শরণার্থীকে পুনর্বাসন করা হয়েছিল। চলতি বছরের একই সময় এই সংখ্যা কমে ৭ হাজার ২৭১ জনে নেমেছে। তাঁদের প্রায় অর্ধেকই আফগান নাগরিক। যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাবানা মাহমুদ কঠোর শরণার্থীনীতির অংশ হিসেবে শিগগিরই তিনটি নতুন 'নিরাপদ ও বৈধ' পথ চালু করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। খুব স্বল্পসংখ্যক শরণার্থী এসব পথ দিয়ে যুক্তরাজ্যে প্রবেশের আবেদন করতে পারবেন।

শোক সংবাদ

বার্মিংহাম, যুক্তরাজ্য: যুক্তরাজ্য প্রবাসী মৌলভীবাজার জেলা সদরের বালিকান্দি গ্রামের অধিবাসী বার্মিংহামে বসবাসকারী কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক আলহাজ্ব গোলাম মোহাম্মদ মাহমুদ মিয়া গত ২৪ অক্টোবর রাতে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। গত ২৭ অক্টোবর সোমবার, বাদ জোহর বার্মিংহাম সেন্ট্রাল মসজি নামাজে জানাজা শেষে বার্মিংহাম কবরস্থানে তার দাফন সম্পন্ন হয়। উল্লেখ্য, জি এম মাহমুদ মিয়া কানাডা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতির দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও সিলেট ডিভিশন অব ক্যুইবেকের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি, কানাডা বাংলা স্কুলের সাবেক সভাপতি, কানাডা মৌলভীবাজার সমিতি, মৌলভীবাজার জেলা আন্দোলন, সিলেট বিভাগ বাস্তবায়ন আন্দোলন এবং মৌলভীবাজার জেলায় একটি সরকারি মেডিকেল কলেজ ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পেইন এর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের অন্যতম উপদেষ্টা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

তার ইন্তেকালে গত ২৬ নভেম্বর বার্মিংহামে নাগরিক কমিটির উদ্যোগে স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়। কোরআন থেকে তিলাওয়াত করেন ইউসুফ ও মোস্তফা তার রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন বার্মিংহাম জামে মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারের ইমাম মাওলানা সিদ্দিক আহমদ। স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব আজির উদ্দিন, ড. আব্দুল খালিক, মোহাম্মদ মকিস মনসুর, ফয়জুর রহমান চৌধুরী এমবিই, আব্দুল মালিক পারভেজ, মিসবাউর রহমান, কয়ছর আহমদ, বশির মিয়া কাদির, আব্দুল কাদির আবুল, ছয়ফুল আলম, নিজাম উদ্দিন, আকমল খান, সোহেল আহমদ চৌধুরী, সৈয়দ শিপার আহমদ, সৈয়দ শহিদ আলী, তোফায়েল আহমদ চৌধুরী, ড. জশ, এডভোকেট নজরুল, রুহুল আমিন রুহেল, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ শাফি কাদির, আব্দুর রুউফ তালুকদার, ও মোহাম্মদ মুজিব মিয়া প্রমুখ।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইসলামোফোবিয়ার আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যবস্থা নিয়েছি

(শেষ পাতার পর)

আছে। সিনেটর জিলিব্র্যান্ড গত ৩০ নভেম্বর দুপুরে জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার -জেএমসি পরিদর্শন করেন। সেন্টারটি পরিদর্শনকালে সিনেটর জিলিব্র্যান্ড জানান, আমরা মুসলিম কমিউনিটিকে অফিস, স্কুল, মসজিদকে কী কী সহায়তা দিতে পারে তা জানতে সক্রিয় ভূমিকা রাখছি। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি এখন থেকে ঘন ঘন মুসলিম কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করবেন এবং কমিউনিটির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করবেন। মসজিদ ও স্কুলের নিরাপত্তার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় তহবিল সংস্থানের আশ্বাস প্রদান করেন।

সিনেটর গিলিব্র্যান্ড তার ক্যাথলিক বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করে বলেন, তিনি তার বিশ্বাসের সঙ্গে মুসলিম বিশ্বাসের কোন বিরোধ দেখতে পান না। এসময় তিনি এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, সিটির মেয়র নির্বাচনে জোহরান মামদানিকে তিনি সমর্থন করেছেন, যদিও তা প্রকাশ্য ছিল না। তিনি সিটির জন্য ফেডারেল তহবিল ডলার সুরক্ষার প্রতি তার সমর্থন অব্যাহত রাখা এবং মামদানির প্রশাসনকে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতিও ব্যক্ত করেন। এছাড়া তিনি হাউজিং অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন কমিটির একজন সদস্য হিসেবে মামদানির সাশ্রয়ী আবাসন কর্মসূচির প্রতি তার সমর্থন অব্যাহত রাখবেন বলেও জানান।

এসময় কার্স্টেন জিলিব্র্যান্ড কমিউনিটির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন কুইন্স ও জ্যামাইকা এলাকার বিশিষ্ট মুসলিম নেতৃবৃন্দের সঙ্গে। উল্লেখ্য, সিনেটর জিলিব্র্যান্ড এর আগেও একবার জেএমসি পরিদর্শন করেন।

কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ মতবিনিময় সভায় স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরাপত্তা জোরদারের জন্য সিকিউরিটি গ্রান্ট বৃদ্ধি, হালাল ফুড প্রোগ্রামের বিস্তৃতি এবং আরও কয়েকটি জরুরি কমিউনিটির চাহিদা সম্পর্কে সিনেটরকে অবহিত করেন। সিনেটর জিলিব্র্যান্ড এসব অগ্রাধিকারের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং মুসলিম কমিউনিটির সঙ্গে অংশীদারিত্ব আরও শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতি দেন। সিনেটরের সফর জেএমসিতে এক উষ্ণ ও ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করে। কমিউনিটির সদস্যরা তাঁর আন্তরিকতা, সম্পৃক্ততা ও প্রতিশ্রুতির জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। জেএমসি ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ বলেন, এ ধরনের নিয়মিত সংলাপ নিউইয়র্কবাসীর জন্য একটি নিরাপদ ও শক্তিশালী ভবিষ্যৎ গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম কমিউনিটির পাশে দাঁড়ানো এবং নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানির সঙ্গে কাজ করে প্রিয় নিউইয়র্ক সিটিকে আরও নিরাপদ ও সাশ্রয়ী করে তোলার প্রতিশ্রুতির জন্য সিনেটরকে ধন্যবাদ জানান নেতৃবৃন্দ। বিশেষ করে হাউজিং সংক্রান্ত বিষয়ে শহরটির এখন সবচেয়ে বেশি সহায়তার প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন তারা।

সভায় সিনেটর জিলিব্র্যান্ডকে জেএমসির ইমাম তার লেখা বই 'ইব্রাহিমের সন্তান: ইহুদি ও মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ ও বিভক্তকারী বিষয়গুলো' উপহার দেওয়া হয়। পাশাপাশি জেএমসির নেতৃবৃন্দ সিনেটকে ইংরেজিতে অনুবাদ করা পবিত্র কোরআন শরিফ উপহার দেন। এসময় সিনেটর জিলিব্র্যান্ড বলেন, তিনি পবিত্র কোরআন শরিফটি পড়বেন।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- কমিউনিটি লিডার মহসীন পাটোয়ারী, বোর্ড অব ট্রাস্টি চেয়ারম্যান ডা. নাজমুল এইচ. খান জেএমসির প্রেসিডেন্ট ডা. মোহাম্মদ এম. রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আফতাব মান্নান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, অ্যালায়েন্স ফর সাউথ এশিয়ান লেবারের (অ্যাসাল) ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মাফ মিসবাহ উদ্দিন, সেন্টার ফর এনআরবি'র চেয়াপারসন শেকিল চৌধুরী প্রমুখ।

মেরী জোবাইদাকে এনড্রোর্স করলেন স্টেট সিনেটর জন ল্যু

(শেষ পাতার পর)

প্রার্থী মেরী জোবায়দাকে এনড্রোর্স করেছেন স্টেট সিনেটর জন সি ল্যু। গত ২৮ নভেম্বর এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউস্থ আলাদীন রেষ্টুরেন্টের সামনে আয়োজিত এক নির্বাচনী সমাবেশে জন ল্যু বিপুল করতালীর মাধ্যমে মেরী জোবায়দাকে এনড্রোর্স করেন। সমাবেশে জন লু তার বক্তব্যে মেরী জোবাইদাকে একজন ভালো মা ও শিক্ষক এবং অনেক গুণ সম্পন্ন একজন মানুষ হিসেবে অ্যাখিত করেন। তিনি বলেন, মেরী জোবায়দা নির্বাচিত হলে জনগণের সেবক হিসেবে এস্টোরিয়াবাসীর স্বপ্ন পূরণ করবেন। তিনি একজন গর্বিত বাংলাদেশী। আমরাও তাকে নিয়ে গর্ব করতে পারি। বাংলাদেশী কমিউনিটিকে এগিয়ে যাবার স্বপ্নে মেরী মেরী জোবাইদা এখন অনেকের কাছে আইডল।

মেরী জোবাইদা বলেন, আমরা খেটে খাওয়া মানুষ, আমাদের পরিশ্রম করে চলতে হয়। আমাদের আশা-প্রত্যাশা পূরণ করতে হলে আলবেনীতে আমাদের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। তিনি নির্বাচিত হলে এস্টোরিরাবাসীর স্বপ্ন পুরণ করবেন এবং সবার পাশে থাকবেন বলে আশ্বাস দেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, গর্বিত এই বাংলাদেশী নির্বাচিত হলে গর্বিত হবে বাংলাদেশ। মেরী জোবাইদার নির্বাচনী সমাবেশটি শুধু জনসমাগম নয়, উচ্ছাস আর আনন্দে ছিল পরিপূর্ণ। আগামী নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে বিশ্বাসী মেরী জোবাইদা ও তার সমর্থনকারীরা। এজন্য বাংলাদেশী কমিউনিটিসহ সবার সমর্থন কামনা করেন তারা।

অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের, টাইম টেলিভিশনের পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, মূলধারার রাজনীতিক সুগা রায়, ইমাম শামসী আলী, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, বাংলাদেশী আমেরিকান এডভোকেসী গ্রুপ (বাগ)-এর সভাপতি জয়নাল আবেদীন, কাজী ফৌজিয়া, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি সোহেল আহামেদ, সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন, শ্রীমঙ্গল এসোসিয়েশন অব ইউএসএ'র সভাপতি মামুনুর রশীদ শিপু, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আমিন মেহেদী, তুষার ভূইয়া, সৈয়দ আল আমিন রাসেল, মোহাম্মদ এহসানুল ইসলাম শিমুল, রুবেল আহমেদ, মোহাম্মদ আলম, আল আমীন, মনসুর আলম, আব্দুল খালিক, ফারুক আহমেদ, আজিজুর রহমান, পলি বেগম, সায়েরা আহমেদ, মাইসা রহমান ও মূলধারার রাজনীতিক মাহতাব খান সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জাহাঙ্গীর আলম।

নিউইয়র্কে ৮ অভিবাসন বিচারককে বরখাস্ত করেছে ট্রাম্প প্রশাসন

(শেষ পাতার পর)

দেশটির বিচার বিভাগ। সংশ্লিষ্ট বিচারকদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন গত মঙ্গলবার এ কথা জানিয়েছে। অনিবন্ধিত অভিবাসীদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের কট্টর অবস্থান ঘিরে অনিশ্চিয়তার মধ্যেই এ আট বিচারককে বরখাস্ত করার খবর জানা গেল।ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ইমিগ্রেশন জাজেস (এনএআইজে) জানায়, বরখাস্ত হওয়া আট বিচারকের সবাই ম্যানহাটানের ২৬ ফেডারেল প্লাজায় কর্মরত ছিলেন। এখানকার একটি আদালত অভিবাসীদের আইনি স্বীকৃতি দেওয়াসংক্রান্ত মামলাগুলোর কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

গত কয়েক মাসে মুখোশধারী ফেডারেল কর্মকর্তারা প্রায় প্রতিদিনই 'জ্যাকব কে জাভিটজফেডারেল বিল্ডিং'-এর করিডরে টহল দিয়ে আসছিলেন। শুনানি থেকে বেরিয়ে আসার পর তাঁরা অভিবাসীদের আটক করছিলেন। এমনকি বেশ কয়েকবার সংবাদমাধ্যমের সামনেই এমন ঘটনা ঘটেছে।

পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ ও অভিবাসী পরিবারগুলোকে পৃথক করে দেওয়ার ছবি বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়লে '২৬ ফেডারেল প্লাজা' যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে অভিবাসীদের ওপর ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর অবস্থানের প্রতীকী জায়গা হয়ে উঠেছে।

নিউইয়র্কের আট বিচারককে ঠিক কী কারণে বরখাস্ত করা হয়েছে, সেটা স্পষ্ট নয়। তবে নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে অভিবাসনবিষয়ক ৬০০ বিচারক রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে প্রায় ৯০ জনকে বছরজুড়ে বরখাস্ত করা হয়েছে। এ তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন এই ৮ জন। অভিবাসীদের পক্ষে কাজ করে আসা সংগঠনগুলো মনে করছে, বরখাস্ত হওয়া বিচারকদের পরিবর্তে এসব পদে এমন লোকদের নিয়োগ দেওয়া হবে, যাঁদের মনোভাব ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসননীতির সঙ্গে আরও বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রবাসীরা ৬০ দিনের বেশি থাকলে মোবাইল ফোন রেজিস্ট্রেশন করতে হবে

(শেষ পাতার পর)

বেশি থাকলেই মোবাইল ফোন রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।এতে জানানো হয়, বৈধভাবে মোবাইল ফোন আমদানির শুল্কহার কমানোর বিষয়ে এনবিআর, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং বিটিআরসির মধ্যে পহেলা ডিসেম্বর এক সভায় বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গৃহীত উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তের মধ্যে আছে প্রবাসীদের মধ্যে যাদের জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণব্যুরো (বিএমইটি) থেকে নেওয়া রেজিস্ট্রেশন কার্ড আছে, তারা ফ্রিতে মোট তিনটি ফোন সঙ্গে আনতে পারবেন। চতুর্থ ফোনের ক্ষেত্রে তাদেরকে ট্যাক্স দিতে হবে। যে সব প্রবাসীর বিএমইটি কার্ড নেই, তারা নিজের ব্যবহারের ফোনের পাশাপাশি অতিরিক্ত একটি ফোন ফ্রিতে আনতে পারবেন।

এক্ষেত্রে মোবাইল কেনার বৈধ কাগজটি নিজের সঙ্গে রাখতে হবে। ১৬ ডিসেম্বরের আগে বাজারে অবৈধভাবে আমদানি করা স্টক ফোনগুলোরমধ্যে যেগুলোর বৈধ আইএমইআই নম্বর আছে, সেগুলোকে বৈধ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবে ক্লোন ফোন ও রিফারবিশডফোনের ক্ষেত্রে এই সুবিধা দেওয়া হবে না। ১৬ ডিসেম্বর-এর আগে ব্যবহৃত সচল মোবাইল ফোন কোনোভাবেই বন্ধ হবে না।কেসিং পরিবর্তন করে পুরোনো ফোন বিক্রির ব্যবসা বন্ধ করতে বিমানবন্দর ও স্থলবন্দরগুলোয় ভারত, থাইল্যান্ড, চীন থেকে আসা ফ্লাইটগুলো শনাক্ত করা হচ্ছে এবং দ্রুতই এর বিরুদ্ধে কাস্টমস থেকে অভিযান চালানো হবে, জানানো হয়েছে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে।

সাবেক সোনালী ব্যাংক কর্মকর্তা আলেয়া খাতুনের ইন্তেকাল

(শেষ পাতার পর)

অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার এবং সোনালী ব্যাংক পিএলসি অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কল্যাণ সমিতি কেন্দ্রীয় পরিষদের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মনিউর রহমানের সহধর্মিণী বেগম আলেয়া খাতুন গত ১ ডিসেম্বর সোমবার নিউইয়র্কে ইন্তেকালে করেছেন। ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি সোনালী ব্যাংক পরিবারেরই একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল অফিসার ছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল প্রায় ৬৫ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী মনিউর রহমান, চিকিৎসক বড় মেয়ে ও মেডিক্যাল পার্সোনেল ছোট মেয়ে, বহু আত্মীয়স্বজন বন্ধু ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। আলেয়া খাতুনের নামাজে জানাজা ২ ডিসেম্বর মঙ্গলবার বাদ জোহর জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে নিউজার্সির ফাউন্টেন ল মেমোরিয়াল পার্ক অ্যাসোসিয়েশন গোরস্তানে দাফন করা হয়।

জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীদের নিয়ে গানের প্রিমিয়ার অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: গত ২৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের গ্রাফিক্স ওয়ার্ল্ডে শিব্বীর আহমেদ'র লেখা গান ও সুর সংযোজনে জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী নিয়ে রচিত 'জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী' গানের প্রিমিয়ার অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রিমিয়ারের উদ্বোধন করেন জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী সংগঠনের সভাপতি সাকিল মিয়া। অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন রিদওয়ান হক এবং আকবর হায়দার কিরন। আরো উপস্থিত ছিলেন শিশুসাহিত্যিক হুমায়ুন কবীর ঢালী, জাহিদ শরীফ, আনোয়ার উদ্দীন, নোমান, হামজা সহ আরো অনেকে। গানটিতে জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর বর্তমান সময়ের কিছু চিত্র ও চরিত্র গানের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন গানের রচয়িতা কথাসাহিত্যিক সাংবাদিক শিব্বীর আহমেদ। গানটি বর্তমানে ইউটিউবে @trishnargaan (https://www.youtube.com/@trishnargaan) পাওয়া যাচ্ছে। গানটি সরাসরি দেখার জন্য এই লিংকেযঃ tps://www.youtube.com/watch?v=UY9k5doWv8g দেখা যাবে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

বাংলাদেশি প্রফেশনালসের বর্ণাঢ্য অভিষেক

(শেষ পাতার পর)

মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং তরুণ পেশাজীবীরা একত্রিত হন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও বিভিন্ন খাতে আজ বাংলাদেশিদের উপস্থিতি দৃশ্যমান ও প্রভাব বিস্তারী। প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা, অর্থনীতি, আইন, রিয়েল এস্টেট ও মিডিয়াসহ বহু খাতে বাংলাদেশি পেশাজীবীরা এখন উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছেন।

বাংলাদেশি প্রফেশনালসের লক্ষ্য হলো পেশাজীবীদের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করা, নতুন প্রজন্মের জন্য মেন্টরশিপ বা দিকনির্দেশনার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং বাংলাদেশের ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পেশাগত ও ব্যবসায়িক সহযোগিতা বাড়ানো। অভিজ্ঞ পেশাজীবীদের সঙ্গে তরুণদের সংযোগ ঘটানো এবং বিভিন্ন শিল্পে পারস্পরিক সহযোগিতা এগিয়ে নেওয়াই এই প্ল্যাটফর্মের মূল উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, বিশেষ কৃতিত্ব অর্জনকারীদের সংবর্ধনা এবং বাংলাদেশি পেশাজীবীদের নীতি প্রণয়ন, উদ্ভাবন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে আরও বড় ভূমিকা রাখার বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন টিভি ব্যক্তিত্ব নওশীন নেহরিন মৌ। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি প্রফেশনালস-এর প্রেসিডেন্ট শেখ এনামুল কবিরের কর্মময় জীবন নিয়ে একটি ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এসময় শেখ এনামুল কবির প্রবাসে পারস্পরিক সহযোগিতা ও কমিউনিটিকে শক্তিশালী করার গুরুত্ব তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, নিউইয়র্ক ট্যাক্সি অ্যালায়েন্সের নেতা টিপু সুলতান, ইঞ্জিনিয়ার ফজলুল হক, নিউইয়র্ক সিটির স্কুলবাস পরিচালনা পর্ষদের চেয়ার শামসুল হক, মূলধারার রাজনীতিক মেরি জোবায়দা এবং টাইম টিভির সিইও আবু তাহের।

এছাড়াও বক্তব্য দেন সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেন্ট সাইদ এম আলম এবং বাংলাদেশি প্রফেশনাল ম্যাগাজিনের সম্পাদক হাসান মাহমুদ, ড. রফিকুল ইসলাম, সিনিয়র সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরণ, লায়ন আহসান হাবিব, চ্যানেল আই যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি রাশেদ আহম্মেদ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট মেহেদী আমিন প্রমুখ। বক্তারা ঐক্যের গুরুত্ব তুলে ধরে জানান, নিউইয়র্কে বাংলাদেশি পেশাজীবীদের শক্তিশালী, সম্মানজনক এবং প্রভাবশালী অবস্থান গড়ে তোলার এই যাত্রা অব্যাহত থাকবে। প্রবাসে বাংলাদেশিদের বহুমুখী কার্যক্রম তুলে ধরে আরেকটি প্রমো প্রদর্শন করা হয় অনুষ্ঠানে। শেষ পর্বে ছিল সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। এতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় শিল্পী পারভেজ সাজ্জাদ ও রন্টি দাশ।

নিউইয়র্কে ‘থ্যাঙ্কস গিভিং ফ্যামিলি ডিনার নাইট’

(শেষ পাতার পর)

এবং সাপ্তাহিক ইনকিলাব-এর ব্যবস্থাপনায় কুইন্স প্যালেস মিলনায়তনে আয়োজিত এই থ্যাঙ্কসগিভিং ফ্যামিলি ডিনার নাইট পরিণত হয়েছিল প্রবাসীদের মিলন মেলায়। সাপ্তাহিক ইনকিলাব-এর সম্পাদক জাহিদ আলম এই থ্যাঙ্কস গিভিং ডিনার নাইটের মূল আয়োজক ছিলেন। সার্বিক তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সংগঠক এজাজুল ইসলাম নাঈম।

একে অপরকে ধন্যবাদ দেয়া, একসাথে সৌজন্য বিনিময় এবং রান্না করা টার্কিসহ নানা আইটেমের ডিনার সম্পন্ন করেছেন প্রায় ৪ শতাধিক প্রবাসীরা। শারমিনা সিরাজ সোনিয়ার উপস্থাপনায় এগিয়ে চলা এই আয়োজনে সকলকে থ্যাঙ্কস গিভিংয়ের শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন শাহনেওয়াজ গ্রুপের স্বত্বাধিকারী ও বাংলাদেশ সেসাইটি, নিউ ইয়র্ক এর বেরাড অফ ট্রাষ্টির চেয়ারম্যান লায়ন শাহনেওয়াজ, বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক এর প্রেসিডেন্ট আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মহিউদ্দিন দেওয়ান, বিশিষ্ট কমিউনিটি একটিভিস্ট ও ব্যবসায়ী ফাহাদ সোলায়মান, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টার ও এম্পায় হোমকেয়ার এর নুরুল আজিম প্রমুখ। শীতের তীব্রতা থাকলেও সন্ধ্যার পর থেকেই প্রবাসীরা এ আয়োজনে কুইন্স প্যালেসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তবে অনুষ্ঠান জমে উঠেছিল রাত সাড়ে আটটার পর। উপস্থিত সকলের থ্যাঙ্কস গিভিং নাইটের আনন্দ বাড়িয়ে দিতে বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী রনো নেওয়াজ, অনিক রাজ,অংকন এ প্রেমা রহমান সংগীত পরিবেশন করেছেন। প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছেন আগতরা।

প্রসঙ্গত, যুক্তরাষ্ট্রে নভেম্বর মাসের ৪র্থ বৃহস্পতিবার থ্যাংকসগিভিং ডে উদযাপিত হয়। সে হিসেবে এবার ২৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার ধুমধামের সাথে পালিত হয়েছে থ্যাঙ্কস গিভিং উৎসব। সরকারি ছুটির দিন থাকায় পরিবার, প্রতিবেশি, বন্ধুবান্ধবসহ সকলে একত্রিত হয়ে প্রত্যেকের জীবনের প্রতিটি সাফল্যের জন্য, দেশ ও জাতির সাফল্যের জন্য সৃস্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

টার্কী রোস্ট, ক্র্যানবেরি সস, মিষ্টি আলুর ক্যান্ডি, স্টাফিং, ম্যাশড পটেটো এবং ঐতিহ্যবাহী পামকিন পাই দিয়ে বৃহস্পতিবার ‘থ্যাঙ্কস গিভিং ডে’ টি আনন্দে কাটিয়ে সকলেই প্রস্তুত থাকেন পরের দিন শুক্রবারের ব্ল্যাক ফ্রাইডে সেল এর জন্য। প্রতি বছর, আমেরিকায় থ্যাঙ্কস গিভিং ডে-র পরদিনই শুরু হয় বছরের সবচাইতে আকর্ষণীয় সেল মওসুম ক্রিসমাস সেল।

করোনার চেয়ে ভয়াবহ হতে পারে বার্ড ফ্লু মহামারী

বাংলাদেশ ডেস্ক : বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, বন্যপাখি, খামারের পোলট্রি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়া বার্ড ফ্লু ভাইরাস যদি মানুষের মধ্যে সংক্রমণ ছড়ানোর মতো অভিযোজিত হয়; তাহলে এটি কভিড মহামারীর চেয়েও ভয়াবহ পরিস্থিতি ডেকে আনতে পারে। ফ্রান্সের পাস্তুর ইনস্টিটিউটের শ্বাসতন্ত্র-সংক্রান্ত সংক্রমণ কেন্দ্রের প্রধান এমনটাই সতর্ক করেছেন। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। পাস্তুর ইনস্টিটিউটের মেডিকেল ডিরেক্টর মেরি-অ্যান রামেক্স-ভেলতি বলেন, আমাদের আশঙ্কা হলো– ভাইরাসটি মানুষের দেহে অভিযোজিত হয়ে মানুষে-মানুষে সংক্রমণ সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। এমনটা হলে সেটি মহামারী সৃষ্টিকারী ভাইরাসে পরিণত হবে। তিনি বলেন, একটি বার্ড ফ্লু মহামারী সম্ভবত বেশ গুরুতর হবে; এমনকি কভিড মহামারীর চেয়েও বেশি। উচ্চমাত্রায় সংক্রামক এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা বা বার্ড ফ্লুর কারণে গত কয়েক বছরে কোটি কোটি পাখি নিধন করা হয়েছে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

এনওয়াইপিডিতে পদোন্নতিপ্রাপ্তদের সম্মাননা প্রদান

(শেষ পাতার পর)

এনওয়াইপিডিতে সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত বাংলাদেশী সদস্যদের সম্মাননা প্রদান করে। অনুষ্ঠানে কেক কাটা, ফুল উপহার এবং প্রোক্লেমেশন প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইমাম শামসি আলী, ক্যাপ্টেন আব্বাস, সাংবাদিক হাকিকুল ইসলাম খোকন এবং কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি এনওয়াইপিডি ডেপুটি ইন্সপেক্টর কারাম চৌধুরী ও পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক এনওয়াইপিডি অবসরপ্রাপ্ত ডিটেকটিভ রাসেক মালেক। অনুষ্ঠানে জ্যামাইকা ইন্টিগ্রেটেড বাংলাদেশি অফিসার্স নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে পদোন্নতিপ্রাপ্ত এনওয়াইপিডি'র বাংলাদেশী সদস্যদের প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং কো-ফাউন্ডারসহ সংগঠনের নেতৃত্ব উপস্থিত থেকে পদোন্নতি প্রাপ্ত সদস্যদের শুভেচ্ছা জানান হয়।

পদোন্নতি উদযাপনের পাশাপাশি সংগঠনের পক্ষ থেকে ২০২৬-২০২৭ সালের বাপা এক্সিকিউটিভ বোর্ড নির্বাচনে ট্রান্সপারেন্ট অ্যান্ড ইনক্লুসিভ প্যানেলকে সমর্থন ঘোষণা করা হয়। এনওয়াই-পিডিতে কর্মরত পদোন্নতি প্রাপ্ত যাদের সম্মাননা প্রদান করা হয় তারা হচ্ছেন; সাজ্জাদুর রহমান, ফুয়াদ হোসেন, কামরুল ইসলাম, সুনিয়া বড়ুয়া, শাম্মু মিয়া, নাসরিন জে আলম, মোহাম্মদ শামসুদ্দিন, আবু আজিম,মোহাম্মদ এম রহমান, সাইফুল ইসলাম, জিএমআর রহমান, মনিরুল এম তালুকদার প্রমুখকে পদোন্নতির সাইটেশন প্রদান করা হয়।

বৃটেনে আশ্রয় প্রার্থীর তালিকায় শীর্ষে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ডেস্ক : বৃটেনে আশ্রয়প্রার্থীর তালিকায় শীর্ষ ৫-এ স্থান করে নিয়েছে বাংলাদেশ। পরিসংখ্যান বলছে- গত এক বছরে দেশটিতে আশ্রয় প্রার্থনার আবেদন জমা পড়েছে ১ লাখ ১০ হাজার ৫১টি। যা আগের বছরের তুলনায় ১৩ শতাংশ বেশি। ওই তালিকায় বাংলাদেশ ছাড়া বাকিরা হলো- পাকিস্তান, ইরিত্রিয়া, ইরান ও আফগানিস্তান। বৃটিশ ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট বলছে, প্রতি পাঁচজন আশ্রয় আবেদনকারীর মধ্যে দুই জন এই পাঁচ দেশের নাগরিক; যা মোট আবেদনকারীর ৩৯ শতাংশ। পরিসংখ্যান মতে, ২০০৪ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ২২ হাজার থেকে ৪৬ হাজার লোক বৃটেনে আশ্রয় দাবি করেছেন।

২০২১ এর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এটি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। সাম্প্রতিক বছরটি রেকর্ডে সর্বোচ্চ, যা ১৯৭৯ সালের মতো এবং ২০২১ সালের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। ইউকে বর্ডার সিস্টেম বলছে, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে আশ্রয় আবেদন সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অনেক বেড়েছে। উভয় দেশ থেকে বেশির ভাগ দাবিদার আশ্রয় দাবি করার আগে ভিসা নিয়ে বৃটেনে প্রবেশ করেছে। অভিবাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের পরে ভারতসহ এই এই নাগরিকদের ২০২২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ওয়ার্ক এবং স্টাডি ভিসার মাধ্যমে প্রবেশের একটি বড় বৃদ্ধি দেখা গেছে। গত সেপ্টেম্বরে পর্যন্ত প্রান্ত পরিসংখ্যান বলছে, আশ্রয়প্রার্থীদের ৪১ শতাংশ (৪৫ হাজার ১৮৩ জন) ছোট নৌকায় এসেছেন। ১১ শতাংশ (১২ হাজার ১৭৬ জন) অন্যান্য অনিয়মিত রুটে প্রবেশ করেছে (লরি বা শিপিং কন্টেইনারে বা প্রাসঙ্গিক ডকুমেন্টেশন ছাড়াই)। আশ্রয়প্রার্থীদের ৩৮ শতাংশ (৪১ হাজার ৪৬১ জন) এর আগে ইলেকট্রনিক ভ্রমণ অনুমোদন (ইটিএ) প্রাসঙ্গিক ডকুমেন্টেশনসহ ভিসা বা অন্যান্য ছুটিতে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করেছিল আর ১০ শতাংশ অন্যান্য রুট দিয়ে প্রবেশ করেছে। ইউকে ইমিগ্রেশন বলছে, কিছু আশ্রয়প্রার্থী বৃটেনে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গেই আশ্রয় দাবি করে, অন্যরা আশ্রয় দাবি করার কিছু সময় আগে বৃটেনে অবস্থান করে। বৈধ রুটে কিছু আগমনকারী তাদের ছুটির সময় বা শেষেও দেখা যায়, তারা তাদের নিজ দেশে ফিরে যেতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক এবং তাই বৃটেনে আশ্রয় দাবি করছেন।

বিশ্বে বুলেটহীন যুদ্ধের উত্থান!

বাংলাদেশ ডেস্ক : ক্রমবর্ধমানভাবে সংযুক্ত বিশ্বে সংঘাত সব সময় বন্দুকের শব্দের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে না। এর পরিবর্তে সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক হুমকিগুলো এখন নীরবে কাজ করে। যেমন–তথ্য চুরি করা হয়, জনমতকে কৌশলে কাজে লাগানো হয় এবং একটিও গুলি ছাড়াই জাতীয় অর্থনীতিকে ক্ষুণ্ন করা হয়। এগুলো 'অপ্রথাগত বা অগতিশীল যুদ্ধ' নামে পরিচিত। এই ধরনের যুদ্ধই বর্তমান শতাব্দীতে সংঘাতের সবচেয়ে বিপজ্জনক রূপ হয়ে উঠেছে। কারণ এটি সমাজের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দিকগুলোর ওপর আক্রমণ চালায়। আর ঝুঁকিপূর্ণ দিকগুলো হচ্ছে বিশ্বাস, তথ্য এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা। অনেক সরকার এখনো নিরাপত্তা হুমকিকে শুধু সামরিক বাহিনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলে মনে করে। অথচ তথ্যযুদ্ধ, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা এবং দুর্বল বৈশ্বিক নিয়ম-কানুন প্রমাণ করে 'বুলেটবিহীন' এ অপ্রথাগত সংঘাতের ধ্বংসাত্মক শক্তি অনেক বেশি। হালে রাজনৈতিক গতিশীলতাকে প্রভাবিত করতে তথ্যযুদ্ধ রাষ্ট্র এবং অরাষ্ট্রীয় উভয় পক্ষের দ্বারাই সর্বাধিক ব্যবহৃত অগতিশীল অস্ত্র হয়ে উঠেছে। বিভ্রান্তিকর তথ্য এবং ডিজিটাল প্রচারণা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একটি জাতিকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে। জনমতকে কাজে লাগানো এখন আর যুদ্ধকালীন অভ্যাস নয়, বরং এটি একটি দৈনন্দিন রাজনৈতিক কৌশলে পরিণত হয়েছে। যখন মানুষ আর প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া এমনকি তাদের নিজস্ব প্রতিবেশীদের ওপর বিশ্বাস রাখে না, তখন রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য গুলি করে হত্যার প্রয়োজন হয় না। কারণ রাষ্ট্রের ভেতর থেকেই বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়ে যায়। আর এটিই তথ্যযুদ্ধকে প্রচলিত সংঘাতের চেয়ে নিয়ন্ত্রণ করা অনেক বেশি কঠিন করে তোলে। কারণ শত্রু কোনো সশস্ত্র বাহিনী নয়, বরং জনসাধারণের ধারণাকে ক্রমাগত কাজে লাগায়। তথ্যযুদ্ধের পাশাপাশি অর্থনৈতিক চাপ বাস্তব এবং ব্যাপক প্রভাবসহ অগতিশীল সংঘাতের একটি হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, বাণিজ্য সীমাবদ্ধতা এবং বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খলের হস্তক্ষেপ সামরিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই নির্দিষ্ট কিছু দেশকে দুর্বল করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অনেক সরকার এই পদক্ষেপগুলোকে 'শান্তিপূর্ণ পদক্ষেপ' হিসেবে উল্লেখ করে। যদিও এর প্রভাব শারীরিক অবরোধের সমতুল্য হতে পারে। যেমনড়জ্বালানি ঘাটতি, দ্রুত খাদ্যের দাম বৃদ্ধি এবং শিল্প খাতের পতন। এই ধরনের অর্থনৈতিক সংঘাত শুধু দেশকেই হুমকির মুখে ফেলে না, বরং আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতাও তৈরি করে। কারণ অন্য দেশগুলো বাজারের ওঠানামা এবং বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। গতিশীল নয় এমন যুদ্ধের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো বৈশ্বিকব্যবস্থার পূর্বাভাস দেওয়ার অক্ষমতা। অনেক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এখনো পুরনো নিরাপত্তা যুক্তি ব্যবহার করে। যেখানে অস্ত্র, শারীরিক হতাহত এবং যাচাইযোগ্য সামরিক আগ্রাসনের ক্ষেত্রে যুদ্ধ সংঘটিত বলে বিবেচিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, গতিশীল নয় এমন সংঘাত এমন একটি স্থানে পরিচালিত হয়, যা আইনত প্রমাণ করা কঠিন। স্পষ্ট চিহ্ন না রেখেই সাইবার আক্রমণ চালানো যেতে পারে, বিভ্রান্তিকর তথ্যকে সাধারণ মতামতের ছদ্মবেশে রাখা যেতে পারে এবং অর্থনৈতিক চাপকে 'বৈধ' কূটনৈতিক নীতি হিসেবে প্যাকেজ করা যেতে পারে। ফলস্বরূপ গতিশীল নয় এমন যুদ্ধের অপরাধীরা প্রায় সব সময় বাস্তব পরিণতি ছাড়াই একটি ধূসর অঞ্চলে কাজ করে। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো দোষারোপের বিষয়টি। প্রচলিত যুদ্ধের বিপরীতে, যেখানে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় কে আক্রমণ করছে এবং কাকে আক্রমণ করা হচ্ছে, অগতিশীল সংঘাতের ক্ষেত্রে প্রায়ই স্পষ্টভাবে চিহ্নিত অপরাধী থাকে না। উদাহরণস্বরূপড়ডিজিটাল আক্রমণে, অপরাধ প্রমাণের প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়া খুবই জটিল এবং এটি বৃহৎ দেশগুলোকে তাদের কূটনৈতিক সুনামের ক্ষতি না করে গোপন অভিযান পরিচালনা করতে দেয়। আন্তর্জাতিক আইনও এই উন্নয়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে অক্ষম হয়েছে, যার ফলে অগতিশীল আগ্রাসন প্রায়ই শাস্তির জন্য গুরুতর হুমকি হিসেবে স্বীকৃত হয় না। এই পরিস্থিতি প্রমাণ করে, বিশ্বের শান্তির প্রতি একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। নিরাপত্তা আর ভৌতযুদ্ধের অনুপস্থিতি দিয়ে পরিমাপ করা যায় না, বরং একটি দেশের ডিজিটাল স্থান রক্ষা, জনসাধারণের তথ্য সুরক্ষিত রাখা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষমতা দিয়ে পরিমাপ করা যায়। অগতিশীল দ্বন্দ্ব প্রমাণ করেছে, একটি গুলি ছাড়াই সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষতি হতে পারে। সূত্র : মডার্ন ডিপ্লোমেসি

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

বিএনপি ও জামায়াতের ভোটের পার্থক্য ৪%

(প্রথম পাতার পর)

৩৩ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন যে তারা বিএনপিকে ভোট দেবেন, জামায়াতে ইসলামীকে প্রায় ২৯ শতাংশ ভোট দেবে। গত সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবরের মধ্যে ৬৩টি জেলার ৪,৯৮৫ জন উত্তরদাতা জরিপে অংশ নিয়েছেন। আইআরআই-এর সেন্টার ফর ইনসাইটস ইন সার্ভে রিসার্চও ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে ছয় শতাংশ ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টিকে, পাঁচ শতাংশ ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশকে এবং চার শতাংশ জাতীয় পার্টিকে ভোট দেবেন। ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের সেন্টার ফর ইনসাইটস ইন সার্ভে রিসার্চের পক্ষে জরিপটি পরিচালনা করেছে একটি স্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ২০২৫ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সাক্ষাৎকার নেয়া হয় সিএপিআই পদ্ধতিতে সরাসরি উপস্থিত হয়ে। জরিপে ১১ শতাংশ উত্তর দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, সাত শতাংশ বলেছেন যে তারা জানেন না এবং দুই শতাংশ বলেছেন যে তারা ভোট দেবেন না। জরিপে আরো প্রকাশিত হয়েছে যে ৪১ শতাংশ আওয়ামী লীগের নিবন্ধন স্থগিতের পক্ষে জোরালোভাবে সমর্থন করেন, যেখানে ২৮ শতাংশ কিছুটা সমর্থন করেন। বিপরীতে, ১৬ শতাংশ ভোট স্থগিতের তীব্র বিরোধিতা করেছেন এবং ১১ শতাংশ কিছুটা হলেও এর বিরোধিতা করেছেন।

আইআরআই এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, আসন্ন নির্বাচনের প্রতি উৎসাহ বেশি বলে মনে হচ্ছে। ৪,৯৮৫ জন প্রাপ্তবয়স্ক উত্তরদাতার মধ্যে ৬৬ শতাংশ বলেছেন যে তাদের ভোট দেয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি, অন্য দিকে ২৩ শতাংশ বলেছেন যে তারা কিছুটা অংশগ্রহণ করবেন। তা ছাড়া ৮০ শতাংশ আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে। একই সময়ে, ৬৭ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন যে অতীতের নির্বাচনগুলোতে কারচুপি করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবরের মধ্যে ৬৩টি জেলায় পরিচালিত সর্বশেষ জাতীয় জরিপে আরো দেখা গেছে যে ৭২ শতাংশ উত্তরদাতা বিশ্বাস করেন যে দেশের গণতন্ত্রের অবস্থা ভালো বা কিছুটা ভালো অবস্থায় আছে, যেখানে ২৬ শতাংশ বলেছেন যে এটি খারাপ বা কিছুটা খারাপ অবস্থায় আছে। ২০২৩ সালের এপ্রিলে, আরেক জরিপে ৫০ শতাংশ বলেছিলেন যে গণতন্ত্র ভালো বা কিছুটা ভালো অবস্থায় আছে, যেখানে ৪৫ শতাংশ বলেছিলেন যে এটি খারাপ বা কিছুটা খারাপ অবস্থায় আছে। রাজনৈতিক মত প্রকাশের ক্ষেত্রে, ২৯ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন যে তারা তাদের রাজনৈতিক মতামত প্রকাশে স্বাধীন বোধ করেন, যেখানে ৩৪ শতাংশ কিছুটা স্বাধীন বোধ করেন। তবে ৩৫ শতাংশ রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের সময় কিছুটা বা খুব ভয় পান বলে জানিয়েছেন। জরিপে রাজনীতিতে ধর্মের ভূমিকাও তুলে ধরা হয়েছে। উত্তরদাতাদের অর্ধেক বলেছেন যে গত এক বছরে রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। উনিশ শতাংশ বলেছেন যে এটি উল্লেখযোগ্যভাবে বা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে, যেখানে ছয় শতাংশ কোনো পরিবর্তন হয়নি বলে জানিয়েছেন। আইআরআই'র এশিয়া-প্যাসিফিকের সিনিয়র পরিচালক জোহানা কাও বলেন, বাংলাদেশীরা প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কর্মক্ষমতার প্রতি দৃঢ় সমর্থন প্রকাশ করেছেন। ৬৯ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন যে ইউনূস ভালো কাজ করছেন, অন্য দিকে ৭০ শতাংশ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে একই অনুমোদন দিয়েছেন। এটা স্পষ্ট যে বাংলাদেশীরা ড. ইউনূসের নেতৃত্বে অগ্রগতি দেখতে পাচ্ছেন, তার এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি তাদের আস্থা স্থিতিশীলতা, জবাবদিহিতা ও সংস্কারের জন্য ব্যাপক আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে। কাও আরো বলেন, বাংলাদেশীরা সংস্কার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার এবং নির্বাচন বিশ্বাসযোগ্য ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার গুরুত্ব তুলে ধরে। এই জরিপে ৪ হাজার ৯৮৫ জনের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়, যাদের বয়স ১৮ বছর বা তার বেশি। বাংলাদেশের আটটি বিভাগের ৬৪ জেলার মধ্যে ৬৩ জেলা থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। রাঙ্গামাটি জেলা থেকে কোনো নমুনা বাছাই করা হয়নি। জরিপকারীদের দাবি, এই জরিপের আস্থার পরিমাণ ৯৫ শতাংশ। তবে আরো নিশ্চয়তার ভিত্তিতে ১ দশমিক ৪ শতাংশ এদিক-সেদিক হতে পারে। জরিপ অনুসারে, একই শর্তে, অর্থাৎ আগামী সপ্তাহে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে জাতীয় নাগরিক পার্টিকে (এনসিপি) ভোট দেবেন ৬ শতাংশ ভোটার। জাতীয় পার্টিকে ভোট দেবেন ৫ শতাংশ ভোটার এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশকে ভোট দেবেন ৪ শতাংশ ভোটার। এবং অন্যান্য দলকে ভোট দেবেন ৮ শতাংশ ভোটার। বিশ্লেষকেরা বলছেন, জরিপ অনুসারে সমর্থন বিচারে প্রধান দুই দল বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে ব্যবধান কম থাকায় ছোট দলগুলো 'গেম চেঞ্জার' হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। বিশেষ করে এনসিপি, জাতীয় পার্টি ও ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে যেকোনো এক দিকে নির্বাচনী জোটের পাল্লা ভারী করে দেয়ার সুযোগ আছে। তবে ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট সিস্টেম, অর্থাৎ যে বেশি ভোট পাবে সে জিতবে পদ্ধতিতে নির্বাচন হওয়ায় অনেক সময় জনসমর্থন কাছাকাছি হলেও কোনো একটি দল নির্বাচনে বেশি আসন লাভ করতে পারে। আইআরআই জরিপে জামায়াত ও বিএনপির ভোটের পার্থক্য ৪%। চরমোনাইর ৪% যোগ করলে ভোটের পারসেন্টেজ সমান সমান হয়ে যায়। জামায়াতের সাথে আট দলের জোট কনফার্ম হলে সিনারজিক ইফেক্টে জামায়াতের ভোট বাড়বে। এনসিপি জামায়াতের সাথে গেলে জামায়াতের ভোট বাড়বে নিশ্চিত। কিন্তু এনসিপি বিএনপির সাথে গেলে এতদিন 'চাঁদাবাজ' বলা পোলাপান কি বিএনপিকে আদৌ ভোট দেবে? এনসিপির মিড লেভেল ও রুট লেভেল বিএনপিবিরোধী!

অভিবাসনপ্রত্যাশীদের আশ্রয়-সংক্রান্ত সব সিদ্ধান্ত স্থগিত

(প্রথম পাতার পর)

গুলি করার অভিযোগে গ্রেপ্তার ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আরও জোরাল করা হয়েছে। দুই সেনার একজন মারা যাওয়ায় ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ওয়াশিংটন ডিসির অ্যাটর্নি। আর ওই ঘটনার তদন্তকারীরা এখনো হামলার উদ্দেশ্য খুঁজছেন। ন্যাশনাল গার্ডের ২০ বছর বয়সী স্পেশালিস্ট সারাহ বেকস্ট্রম ও ২৪ বছর বয়সী স্টাফ সার্জেন্ট অ্যান্ড্রু উলফ গত বুধবার দুপুরে হোয়াইট হাউসের কাছে গুলিতে গুরুতর আহত হন। ট্রাম্প বৃহস্পতিবার রাতে জানান, বেকস্ট্রম মারা গেছেন। ইতিমধ্যে, অ্যাটর্নি জিনিন পিরোর কার্যালয় জানায়, অভিযুক্ত ২৯ বছর বয়সী আফগান নাগরিক রহমানউল্লাহ লাকানওয়ালের বিরুদ্ধে এখন প্রথম-ডিগ্রি হত্যার একটি ও অস্ত্রসহ হত্যাচেষ্টা সংক্রান্ত দুটি অভিযোগ আনা হয়েছে। লাকানওয়াল আফগান যুদ্ধে মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর হয়ে কাজ করেছিলেন। বেকস্ট্রম ও উলফ ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার ন্যাশনাল গার্ডের সদস্য ছিলেন। ট্রাম্পের 'অপরাধ দমন' মিশনের অংশ হিসেবে ওয়াশিংটন ডিসিতে নিয়োজিত ছিলেন তাঁরা। ট্রাম্প আরও কয়েকটি শহরে ন্যাশনাল গার্ড পাঠিয়ে গণহারে অবৈধ অভিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া করার অভিযান জোরদার করতে চাইলেও আদালতে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন।

গার্ড সদস্য হত্যার ঘটনায় আরও কঠোর অবস্থান নিতে পারেন ট্রাম্প : ট্রাম্প ওই গুলিবর্ষণের ঘটনাকে 'সন্ত্রাসী হামলা' বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, তাঁর পূর্বসুরি জো বাইডেন প্রশাসন আফগানিস্তান যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কাজ করা আফগান নাগরিকদের দেশে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে 'সমস্যা তৈরি করেছে'। ট্রাম্প আরও বলেছেন, তিনি 'দরিদ্র দেশগুলো থেকে অভিবাসন স্থায়ীভাবে বন্ধ' করতে চান এবং কয়েক মিলিয়ন মানুষকে দেশ থেকে বহিষ্কার করতে চান। ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জিনিন পিরো বলেন, প্রথম-ডিগ্রি হত্যার অভিযোগ ছাড়াও গ্রেপ্তার ব্যক্তির বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ আনা হবে। পিরো বলেন, নিহত বেকস্ট্রমের পরিবারের প্রতি তিনি সমবেদনা জানাচ্ছেন। তিনি দেশসেবার জন্য স্বেচ্ছায় দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং ওয়াশিংটনের রাস্তায় হামলার শিকার হয়ে মারা গেলেন। এই অ্যাটর্নি আরও বলেন, সন্দেহভাজন হামলাকারীর উদ্দেশ্য জানতে কর্মকর্তারা দিনরাত কাজ করছেন। ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যে (যেখানে লাকানওয়াল থাকতেন) এবং দেশের আরও কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি পরোয়ানা কার্যকর করা হচ্ছে। এদিকে ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার গভর্নর প্যাট্রিক মরিসি জানান, উলফ এখনো 'অত্যন্ত সংকটাপন্ন অবস্থায়' আছেন। আর বেকস্ট্রমের মৃত্যুতে তিনি অঙ্গরাজ্যের পতাকা অর্ধনমিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। লাকানওয়ালের সাবেক বাড়িওয়ালা ক্রিস্টিনা উইডম্যান বলেন, লাকানওয়াল ওয়াশিংটনের বেলিংহামে স্ত্রী ও পাঁচ সন্তান নিয়ে থাকতেন। জায়গাটি সিয়াটলের প্রায় ৮০ মাইল (১৩০ কিমি) উত্তরে। কর্তৃপক্ষ জানায়, লাকানওয়াল ২০২১ সালে 'অপারেশন অ্যালাইস ওয়েলকাম' কর্মসূচির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেন। জো বাইডেন প্রশাসন আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের পর ঝুঁকিতে থাকা আফগানদের পুনর্বাসনে এই কর্মসূচি চালু করেছিল। লাকানওয়াল আশ্রয়ের জন্য বাইডেনের সময় আবেদন করলেও তাঁর আশ্রয় মঞ্জুর হয় ট্রাম্প প্রশাসনের সময়। বুধবার রাতে ট্রাম্প ঘোষণা করেন, বাইডেন প্রশাসনের উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্রে আনা প্রায় ৭৬ হাজার আফগান শরণার্থীর বাছাই প্রক্রিয়া আবারও তদন্ত করা উচিত। তাঁদের বড় অংশই আগে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের দোভাষী ও অনুবাদক হিসেবে কর্মরত ব্যক্তি। এ কর্মসূচি নিয়ে ট্রাম্পসহ আরও অনেকেই অভিযোগ করেছেন যে এ ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ায় ফাঁকফোকর ছিল। তবে মানবাধিকারকর্মীরা বলছেন, যাচাই প্রক্রিয়া যথেষ্ট কঠোর ছিল এবং ওই কর্মসূচি তালেবানের সম্ভাব্য প্রতিশোধ গ্রহণের ঝুঁকিতে থাকা লোকজনের জন্য এক বড় সহায়তা।

দ্বৈত-নাগরিকত্ব পরিহার না করলে সিটিজেনশিপ হারাবে আমেরিকানরা

যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে ১ ডিসেম্বর 'দ্য এক্সক্লুসিভ সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট অব ২০২৫' নামের একটি বিল উত্থাপিত হয়েছে। ওহাইয়োর রিপাবলিকান সিনেটর বার্নি মরেনো এই বিলের প্রস্তাব দিয়েছেন।বিল অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা শুধুমাত্র মার্কিনির প্রতি অনুগত থাকবেন। অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে তারা মার্কিন নাগরিকত্ব হারাতে পারেন। বিলটি পাশ হলে, ফার্স্টলেডি মেলানিয়া ট্রাম্প, ট্রাম্পের পুত্র ব্যারন ট্রাম্পসহ অনেক দ্বৈত-নাগরিক মার্কিনিকে তাদের অন্য দেশের নাগরিকত্ব পরিহার করতে হবে।বিল উত্থাপনকারি সিনেটর বার্নি মরেনো বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হওয়াটা হচ্ছে বড় ধরনের একটি সম্মান এবং বিশেষাধিকার। আপনি যদি আমেরিকান হতে চান তাহলে একমাত্র আমেরিকার নাগরিকত্বই রাখতে হবে। আপনাকে আমেরিকার প্রতি অনুগত থাকতে হবে একান্তভাবে। তাই দ্বৈত-নাগরিকত্ব পরিহার করা উচিত।

সংবিধানের চতুর্দশতম সংশোধনী অনুযায়ী দ্বৈত-নাগরিকত্বকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব কখনো বিলুপ্ত হয় না, যদি কেউ স্বেচ্ছায় তা ত্যাগ না করেন। এই সংশোধনী আরও পোক্ত করা হয়েছে ১৯৩৯, ১৯৫২ এবং ১৯৬৭ সালে। এখানে বলা হয়, নাগরিকের সম্মতি ছাড়া তার নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া যাবে না। যথেষ্ট আইনি জটিলতার কারণে, সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী অনুযায়ী নাগরিকত্ব স্বেচ্ছায় না ত্যাগ করলে তা বিলুপ্ত হয় না। তবে বিল পাশ হলে, দ্বৈত নাগরিকদের এক বছরের মধ্যে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে আবেদন করে অন্য দেশের নাগরিকত্ব পরিহার করার তথ্য জানাতে হবে। না হলে তাদের নাগরিকত্ব বাতিল ঘোষণা করা হবে।

যুক্তরাষ্ট্র গ্রিনকার্ড-নাগরিকত্ব প্রদান বন্ধ ১৯ দেশের নাগরিকদের

বিশ্বের ১৯টি দেশ থেকে আসা অভিবাসীদের গ্রিন কার্ড, মার্কিন নাগরিকত্বের প্রক্রিয়াসহ সব ধরনের অভিবাসনসংক্রান্ত আবেদন সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। এ সিদ্ধান্তের পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা ও জননিরাপত্তাসম্পর্কিত উদ্বেগকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তালিকায় অন্তর্ভুক্ত দেশের সবই ইউরোপীয় অঞ্চলের বাইরের। এ স্থগিতাদেশ এমন ১৯টি দেশের মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যাঁদের ওপর গত জুনে আংশিক ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনের ওপর আরও কঠোর বিধিনিষেধ যুক্ত হলো। এটি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক শিবিরের একটি অগ্রাধিকারের বিষয়। নতুন নীতির বিবরণসংবলিত নথিতে সম্প্রতি ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল গার্ড সদস্যদের ওপর হওয়া হামলার ঘটনার উল্লেখ আছে। এ ঘটনায় সন্দেহভাজন হিসেবে এক আফগান নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গুলিতে ন্যাশনাল গার্ডের এক সদস্য নিহত ও আরেকজন গুরুতর আহত হন। **রয়টার্স**

সাম্প্রতিক দিনগুলোতে ট্রাম্পকে সোমালিয়ার নাগরিকদের নিয়েও আক্রমণাত্মক বক্তব্য দিতে দেখা গেছে। তাঁদের 'আবর্জনা' বলে উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, 'আমরা তাঁদের আমাদের দেশে চাই না।' গত জানুয়ারিতে দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় ফেরার পর থেকে ট্রাম্প কঠোরভাবে অভিবাসন আইন প্রয়োগের বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় শহরে ফেডারেল এজেন্ট পাঠিয়েছেন এবং দেশটির সঙ্গে মেক্সিকো সীমান্তে ভিড় করা আশ্রয়প্রার্থীদের ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর প্রশাসন প্রায়ই অভিবাসীদের বিতাড়িত করার কথা বলছে। তবে এ পর্যন্ত বৈধ অভিবাসনব্যবস্থাকে নতুনভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাদের খুব একটা তৎপরতা দেখা যায়নি। ন্যাশনাল গার্ডের ওপর হামলার পর ট্রাম্প প্রশাসন অভিবাসনের বিরুদ্ধে আরও কঠোর হওয়ার কথা বলছে। এমন পরিস্থিতির জন্য তারা সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নীতিকেও দায়ী করেছে। অভিবাসন সাময়িকভাবে স্থগিতের তালিকায় যে দেশগুলোর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে আছে আফগানিস্তান, মিয়ানমার, চাদ, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, ইকুয়েটোরিয়াল গিনি, ইরিত্রিয়া, হাইতি, ইরান, লিবিয়া, সোমালিয়া, সুদান ও ইয়েমেন। এ দেশগুলোর ওপর গত জুন মাসে সবচেয়ে কঠোর অভিবাসননিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সম্পূর্ণভাবে এসব দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯টি দেশের তালিকায় আরও রয়েছে বুরুন্ডি, কিউবা, লাওস, সিয়েরা লিওন, টোগো, তুর্কমেনিস্তান ও ভেনেজুয়েলা। এ দেশগুলোর ওপর গত জুনে আংশিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। যে আশ্রয়ের আবেদনগুলোর সিদ্ধান্ত ঝুলে আছে, সেগুলো এখন নতুন নীতির আওতায় স্থগিত বলে বিবেচিত হবে। নথিতে এমন কয়েকটি সাম্প্রতিক অপরাধের ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, যা অভিবাসীরা করেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এর মধ্যে ন্যাশনাল গার্ডের ওপর হামলার ঘটনাটিও আছে।

নিউইয়র্ক সিটির কর্মীদের সাড়ে ৩৮ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দেবে স্টারবাকস

(শেষ পাতার পর)

কর্মীদের আন্দোলনের মুখে সোমবার এ ঘোষণা দেয় প্রতিষ্ঠানটি। এর আগে এ আন্দোলনে যোগ দিয়ে সংহতি জানান নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র পদে জয়ী জোরান মামদানি ও ভারমন্টের সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স। নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাসে এটিই কর্মীদের জন্য সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ বলে জানিয়েছে সিটি হল।

তিন সপ্তাহ ধরে নিউইয়র্ক সিটিতে আন্দোলন চালিয়ে গেছেন স্টারবাকসের কর্মীরা। তাদের অভিযোগ, প্রতিষ্ঠানটি তাদের তিন শতাধিক শপে কোনো আগাম নোটিশ না দিয়েই কর্মীদের কর্মঘণ্টা কমিয়ে দিয়েছে। পাশাপাশি নিজেদের ইচ্ছেমতো কাজের সময় পরিবর্তন করে দিয়েছে, যার ফলে বিপাকে পড়েন প্রায় ১৫ হাজার কর্মী। এ আন্দোলনে সোমবার যোগ দেন সিটির মেয়র পদে জয়ী জোরান মামদানি। তিনি বলেন, নিউ ইয়র্কের প্রতিটি নাগরিকের সম্মানজনকভাবে বাঁচার অধিকার রয়েছে। নিজের স্ত্রীকে নিয়ে এ আন্দোলনে যোগ দেন স্বতন্ত্র সিনেটর ও গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী বার্নি স্যান্ডার্স। তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সিইওদের হাতে ৬০ শতাংশ সম্পদ কুক্ষিগত আছে, যে সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসতে হবে। এরপরই অবশ্য স্টারবাকসের পক্ষ থেকে সমঝোতার ঘোষণা আসে।

সমঝোতা অনুযায়ী, ক্ষতিপূরণ হিসেবে কর্মীদের সাড়ে ৩৫ মিলিয়ন এবং সিটির ডিপার্টমেন্ট অব কনজিউমার অ্যান্ড ওয়ার্কার প্রটেকশনকে তিন মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দেবে তারা। এ চুক্তি অনুযায়ী, ২০২১ সালের ৪ জুলাই থেকে ২০২৪ সালের ৭ জুলাই পর্যন্ত প্রতি ঘণ্টার জন্য কর্মীরা ৫০ ডলার করে বেতন পাবেন। মেয়র এরিক অ্যাডামসের নেতৃত্বাধীন প্রশাসন বলছে, সিটির ইতিহাসে কর্মীদের সুরক্ষায় এটি সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ঘটনা। যেসব প্রতিষ্ঠান কর্মীদের অধিকার নিয়ে অনিয়ম করছে, আগামী দিনে তাদের জন্য এটি সতর্কবার্তা।

মেয়র অ্যাডামসের মুখোমুখি মামদানি

(শেষ পাতার পর)

সম্ভব–সেটিই মূলত আলোচনায় ছিল।"যদিও অ্যাডামস প্রশাসনের নানা বিষয়ে তিনি আগে থেকেই সমালোচনামুখর ছিলেন, মামদানি বৈঠকের পর স্বীকার করেছেন যে কিছু উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে। এর মধ্যে রয়েছে শহরজুড়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কনটেইনার ব্যবহার বাড়ানো এবং আবাসন উন্নয়নে 'সিটি অব ইয়েস' পরিকল্পনা। অ্যাডামসের মুখপাত্র ফাবিয়েন লেভি বলেন, "মেয়র অ্যাডামস নিশ্চিত করতে চান, নতুন মেয়র যেন প্রথম দিন থেকেই কাজ শুরু করতে পারেন। তাই আমাদের দল সব ধরনের সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত।"

তিনি জানান, শহরের বিভিন্ন সংস্থার বর্তমান অবস্থা ও চলমান কার্যক্রম নিয়ে একটি বিস্তারিত নথিও মামদানির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডামসের প্রথম উপমেয়র র ্যান্ডি মাস্ত্রো ও চিফ অব স্টাফ কামিল জোসেফ-ভারলাক। মামদানির পক্ষ থেকে ছিলেন তার সম্ভাব্য প্রথম উপমেয়র ডিন ফুলাইহান এবং চিফ অব স্টাফ এল বিসগার্ড-চার্চ।এদিকে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নে মামদানি জানান, গ্রেসি ম্যানশনে তিনি থাকবেন কি না–সেটি এখনো ঠিক করেননি।

মুখে মুখে বার্লিনের মামদানি : নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে জিতে রীতিমতো আইকন বনে গেছেন জোহরান মামদানি! নেতৃত্বে এখন সবাই যেন তার মতো হতে চায়। এমনই একজন আলিপ আরালপ। জার্মানির ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট পার্টি ডি লিঙ্কের সদস্য তিনি। আগামী বছর অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে বার্লিন শহরের মেয়র প্রার্থী। নির্বাচনে তার অনুপ্রেরণা নবনির্বাচিত মেয়র মামদানি। প্রচারণায় তার প্রচার কৌশল কাজে লাগিয়ে এখন জনগণের মুখে মুখে বার্লিনের 'মামদানি' আলিপের নাম। সম্প্রতি ইসরাইলি দৈনিক হারেজৎ-এর প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এই তথ্য। আলিফ তুর্কি বংশোদ্ভূত। জোহরান মামদানির মতো আলিপ আরালপও বার্লিনবাসীর নিত্যদিনের সমস্যাগুলো সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। নগরীর আবাসন সংকট, চলাফেরায় বাড়তি খরচ, এমনকি, ইসরাইল-গাজা যুদ্ধও তার নির্বাচনি প্রচারণায় প্রাধান্য পাচ্ছে। আলিপ আরালপের বক্তব্য পরিষ্কার। নিউইয়র্কের মতো বিশ্বসেরা শহর যদি সমাজবাদী মেয়র নিতে পারে তাহলে বার্লিনও পারবে।

গত ৪ নভেম্বর নিউইয়র্কের মেয়র পদে জোহরান মামদানির বিজয়ের পর শুভেচ্ছা বার্তায় এই জার্মান রাজনীতিক তার ইনস্টাগ্রামে লিখেন, 'নিউইয়র্ক থেকে বার্লিন : জেগে উঠছে বামধারা।' ভিডিও বার্তায় আলিপ আরালপ বলেন, 'আপনার বিজয় আগামী বছর বার্লিনের মেয়র প্রচারণায় প্রেরণা হয়ে থাকবে।' উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের ২০ সেপ্টেম্বর বার্লিনে মেয়র নির্বাচনের কথা রয়েছে। এর আগে গত বছরও মনে হয়েছিল জার্মানিতে বামধারা বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু আলিপ আরালপের আকস্মিক আবির্ভাব রক্ষণশীল দলের মেয়র কাই ভাগনারকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। সাম্প্রতিক জরিপে দেখা যায়, জনপ্রিয়তার নিরিখে আলিপ আরালপ দ্বিতীয় অবস্থানে আছেন। প্রথম অবস্থানে আছেন কাই ভাগনার। তিনি এগিয়ে আছেন মাত্র তিন পারসেনটেজ পয়েন্ট বেশি জনপ্রিয়তা নিয়ে। ঠিক এক বছর আগেও বার্লিনে এমন চিত্র কল্পনা করা যায়নি। গত বছর নভেম্বরে জার্মানির ক্ষমতাসীন জোট যখন ভেঙে যায়, তখন দেখা গেল বার্লিনের আইনসভা থেকে বামেরা বিলুপ্ত হওয়ার পথে। গত জানুয়ারিতে চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মার্জ উগ্র-ডানপন্থি অল্টারনেটিভ ফর ডয়েচল্যান্ডের (এএফডি) সমর্থন নিয়ে কেন্দ্রীয় আইনসভায় অভিবাসনবিরোধী আইন পাশ করে। তার এমন উদ্যোগ জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এতে বাড়তি রাজনৈতিক সুবিধা পায় বামপন্থিরা। শুধু তাই নয়, গত ফেব্রুয়ারির ফেডারেল নির্বাচনে ডি লিঙ্কের পক্ষে ভোট পড়ে নয় শতাংশ। সারা দেশে দলটির নতুন সদস্য হয়েছে বেশ কয়েক হাজার। এখন বামেরা বার্লিন জয়ের স্বপ্ন দেখছে। যেমনটি দেখেছিলেন জোহরান মামদানি।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন

যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MO AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

PRINTING
সকল প্রকার প্রিন্টিং সার্ভিস

সেবা সমূহ

ব্যানার - পাসপোর্ট ফটো
সাইনবোর্ড - মগ
ক্যালেন্ডার - ওয়েব সাইট ডিজাইন
ম্যাগাজিন - লেভেল/স্টিকার্
ফ্লায়ার - আইডি কার্ড
মেনু - টি-শার্ট
পত্রিকা এড - রাবার স্ট্যাম্প
বিয়ের কার্ড - ভিজিটিং কার্ড
পোষ্টার - লেমিনেশন
ক্রেস্ট - ফোল্ডার

We are in Jackson Heights NY 11372

আমাদের অকৃত্রিম সেবা
ডিজাইন
প্রিন্টিং
বাইন্ডিং

www.bigdesignus.com

সুবিধা সমূহ
- সার্বক্ষনিক ইন্টারনেট সুবিধা
- জরুরী প্রয়োজনে রেডিমেড ডিজাইন
- কাজের সুন্দর পরিবেশ
- ফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল সুবিধা

BIG DESIGN
PROFESSIONAL

37-55, 72 Street, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-645-6904, 718-255-1158
Email: bigdesign360@gmail.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

নতুন ডিজিটাল ঠান্ডা যুদ্ধ

(৯ পাতার পর)

এখন পরিষ্কার। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেকনোলজির সাম্প্রতিক রিপোর্টে বলা হয়েছে মার্কিন হার্ডওয়্যার ছাড়াই চীনা এআই মডেলগুলো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। এর অর্থ সফটওয়্যার উদ্ভাবন, অ্যালগরিদম প্রশিক্ষণ এবং শক্তিশালী ডেটাসেটের মাধ্যমে চীন সেই ব্যবধান কমিয়ে ফেলছে, যা যুক্তরাষ্ট্র অনৈতিক ভাবে বাড়াতে চেয়েছিল। চীনের সিদ্ধান্তকে বৃহত্তর 'অ্যালগরিদমের সার্বভৌমত্ব' নীতির অংশ হিসেবেও দেখা হচ্ছে। ২০২৭ সালের মধ্যে দেশের সব কম্পিউটিং অবকাঠামোর পূর্ণাঙ্গ নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে বেইজিং। লক্ষ্য দুটি বহিরাগত চাপ থেকে নিরাপত্তা এবং আত্মনির্ভরতার প্রতীক হিসেবে নতুন করে জাতীয় শক্তির প্রদর্শন। পরিহাসের বিষয় হলো, প্রযুক্তিগত দমনমূলক নিষেধাজ্ঞা চীনকে ধীর করেনি বরং উদ্ভাবনের গতি বাড়িয়েছে। ইতিহাসে দেখা যায়, ১৯৫০-এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি নিষেধাজ্ঞা মস্কোর প্রতিরক্ষা শিল্পকে উল্টো আরও এগিয়ে দিয়েছিল। আজ সেই ইতিহাস নতুন রূপে যেন চীনে প্রতিফলিত হচ্ছে, আরোও বৃহত্তর পরিসরে। ভূ-রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও গভীর। এআই প্রযুক্তির বিশ্ব প্রতিযোগিতা এখন এমন পর্যায়ে, যেখানে পারস্পরিক নির্ভরতার বদলে আত্মনির্ভরতায় রূপান্তরিত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও চীন, উভয়ই নিজেদের ডিজিটাল অবকাঠামো আলাদা করে গড়ে তুলছে। পারস্পরিক সন্দেহ ও নিরাপত্তার জন্য তারা নিজস্ব কোড, চিপ ও অ্যালগরিদমের ভিত্তি তৈরি করছে। চীনের নতুন নির্দেশে বলা হয়েছে,৩০ শতাংশের কম নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এমন রাষ্ট্রীয় ডেটা সেন্টারগুলোতে বিদেশি চিপ স্থাপন নিষিদ্ধ। যেগুলো আগে থেকেই চালু আছে, সেগুলো অস্থায়ী ছাড় পেতে পারে। অর্থাৎ বেইজিং হঠাৎ নয়, বরং ধাপে ধাপে আত্মনির্ভরতার পথ বেছে নিচ্ছে। কারণ ব্যয়বহুল হলেও নির্ভরতার চেয়ে স্বাধীনতার মূল্যই তাদের কাছে বড়। প্রযুক্তির এই সংঘাতের সূচনা ২০২২ সালে, যখন যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে চীনের কাছে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন চিপ ও উৎপাদনযন্ত্র রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা দেয়। যার ফলে এআই গবেষণা, সামরিক সিমুলেশন কিংবা বৃহত্তর মেশিন-লার্নিং প্রকল্প সবকিছুতেই চীন বাধাগ্রস্ত হয়। কিন্তু সেই বাধাই একসময় হয়ে ওঠে বিকল্প শক্তি গড়ার অনুপ্রেরণা। হুয়াওয়ে নিষেধাজ্ঞার পর আবার উঠে দাঁড়ায় নিজস্ব এআই প্রসেসর নিয়ে। আলিবাবা বৃহত্তর ক্লাউড ডেটা প্রক্রিয়াকরণের জন্য নিজস্ব চিপ উন্মোচন করে। আরও অসংখ্য স্টার্টআপ রাষ্ট্রীয় পুঁজির সহায়তায় প্রতিযোগিতায় যুক্ত হয়। ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন চীনা সেমি-কন্ডাক্টর খাত ধীরে ধীরে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে, তা হলো - স্বাধীনতা। চীনের নেতৃত্ব এই পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিকে শুধু প্রযুক্তিগত রূপান্তর হিসেবে দেখে না; এটি তাদের কাছে জাতীয় পুনর্জাগরণের অংশ। চীনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে এই প্রযুক্তিগত স্বাধীনতাকে তুলনা করা হচ্ছে তাদের প্রাচীন কিং রাজবংশের 'স্বনির্ভরতার আন্দোলন'-এর সঙ্গে, যে সময় প্রযুক্তিতে দক্ষতাই ছিল সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখার প্রতীক। চীনের এই পথচলায় সে আর একা নয়। রাশিয়াও প্রযুক্তিগত আত্মনির্ভরতার পথে হাঁটছে। মস্কোর সাম্প্রতিক কৌশলগত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় (পসেইডন বা বোরেভেস্টনিক) সম্পূর্ণ দেশীয় যন্ত্রাংশে নির্মিত হয়েছে। ইউরেশিয়ার বিভিন্ন দেশে একই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমা প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণকে পাশ কাটিয়ে নিজস্ব পথ তৈরি করা।

ওয়াশিংটনের কাছে এই বিকল্প ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া অর্থনৈতিক ক্ষতি ও কৌশলগত সতর্কবার্তা দুটোই। যুক্তরাষ্ট্র আর মনে করার কোন কারণ নেই যে উচ্চতর প্রযুক্তিতে তার আধিপত্য চিরস্থায়ী। একই সঙ্গে আমেরিকা নিজেও নির্ভরতা সংকটে ভুগছে। বিশেষ করে 'রেয়ার আর্থ' প্রক্রিয়াজাতে, যেখানে চীনই এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদিত স্মার্টফোন থেকে যুদ্ধবিমানড়পর্যন্ত কিছুর মূল উপাদানই এই খনিজ পদার্থ। ২০২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রকে ৮০ % রেয়ার আর্থের আমদানি চীন থেকে করতে হয়েছে। আগামী প্রতিযোগিতা কে কত চিপ বিক্রি হচ্ছে তা নয়, বরং কে নিয়ন্ত্রণ করবে ভবিষ্যতের ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার স্থাপত্য, সেটিই মুখ্য প্রশ্ন। চীনের 'অ্যালগরিদমের সার্বভৌমত্ব' ধারণাটি সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে আমেরিকার দীর্ঘদিনের সফটওয়্যার ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবস্থাপনার শক্তিকে। এটি এক স্বতন্ত্রের লড়াই: একপাশে সিলিকন ভ্যালির উন্মুক্ত উদ্ভাবনের মডেল, অন্যপাশে বেইজিংয়ের রাষ্ট্রীয় নির্দেশনায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা। তবে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝেও, উভয় পক্ষই তাদের মানসিকতায় একই সুরে সুর মিলাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র নিজের প্রযুক্তি শিল্পকে চীনা হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করতে চাইছে, আর চীনও ঠিক একই কাজ করতে চাইছে উল্টো দিক থেকে। বিশ্ব প্রযুক্তিগত ভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ছে, যেখানে প্রত্যেকে গড়ে তুলছে অদৃশ্য দেয়ালড়আক্ষরিক ও কৌশলগত উভয় অর্থেই। বেইজিংয়ের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত তাই কেবল একটি নীতিগত ঘোষণা নয় বরং এক যুগান্তকারী সংকেত। চীন আর প্রযুক্তির আমদানিকারক নয়; তারা এখন মান নির্ধারণের ক্ষমতাসম্পন্ন বৈশ্বিক উদ্ভাবক। মার্কিন চিপের উপর নির্ভরতা ছিন্ন করে চীন এমন একটি অধ্যায় শেষ করেছে, যেখানে তাদের ডিজিটাল ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হতো অন্যের ক্ষমতায়। এই নতুন স্বাধীনতা প্রতিযোগিতায় নাকি সংঘর্ষে রূপ নেবে, সেটা সময়ই বলে দিবে। তবে একথা নিশ্চিত: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রতিযোগিতা এখন আর প্রবেশাধিকারের বিষয় নয়, এটি এখন স্বায়ত্তশাসনের বিষয়। আর দশকের পর দশক এই প্রথমবারের মতো, ওয়াশিংটনকে এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হতে হয়েছে যে কিনা শুধু প্রতিযোগিতাই করতে শিখেনি, বরং নিজস্ব সিলিকনের উপর ভরসা করেই প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

লেখক : রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বিশ্বনেতাদের উত্থান, পতন ও পরিণতি

(১০ পাতার পর)

বেনিটো হুয়ারেজের নেতৃত্বে রিপাবলিকান শাসন পুনর্বহাল হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে শক্তিশালী সংস্কার হয়। মেক্সিকোতে বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী হয় এবং প্রজাতন্ত্র ভিত্তি পায়।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ড় মৃত্যুদণ্ড নয়, নির্বাসনেই শেষ ক্যারিয়ার : ফরাসি বিপ্লবের বিশৃঙ্খলার মধ্যে সামরিক প্রতিভা হিসাবে উঠে আসা নেপোলিয়ন ইউরোপ জুড়ে ফরাসি প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্য নিয়ে একের পর এক যুদ্ধ চালান। কিন্তু রাশিয়া অভিযানের ব্যর্থতা ও ইউরোপীয় জোটের প্রতিরোধে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েন। তাকে ১৮১৪ সালে এলবা দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়। সাময়িকভাবে ১৮১৫ সালে ক্ষমতায় ফিরে এলেও ওয়াটারলুর যুদ্ধে চূড়ান্ত পরাজয়ের পর ব্রিটিশরা তাকে সেন্ট হেলেনায় নির্বাসনে পাঠায়। ১৮১৬ সালে তার অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেওয়া হলেও তা কার্যকর হয়নি। সেন্ট হেলেনার বন্দিত্বেই ১৮২১ সালে মারা যান তিনি। নেপোলিয়নের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ফরাসি সামরিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার একটি যুগের সমাপ্তি ঘটে। তবে তার উত্তরাধিকার টিকে থাকে, যা ইউরোপীয় আইন, শাসন ও সামরিক কৌশলকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

সান ইয়াত-সেন ড় মৃত্যুদণ্ডের সাজা এড়িয়ে বিপ্লবের নায়ক : আধুনিক চীনের জনকখ্যাত সান ইয়াত-সেন পশ্চিমা শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে কিং সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাকে ১৮৯৫ সালের ব্যর্থ গুয়াংজু বিদ্রোহের পর নির্বাসনে যেতে হয় এবং অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। লন্ডনে ১৮৯৬ সালে অপহরণের পর আন্তর্জাতিক চাপের মুখে মুক্তি পান সান। এরপর তিনি বিশ্বব্যাপী সমর্থন আদায়ে যুক্ত থাকেন এবং ১৯১১ সালের বিপ্লবে কিং রাজবংশ পতন হলে চীন প্রজাতন্ত্রের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হন। মৃত্যুদণ্ডের হুমকি তার নেতৃত্বকে থামাতে পারেনি। বরং তাকে আধুনিক চীনা জাতীয়তাবাদের স্থপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি ঘোষণার পরও বেঁচে থাকা জাতির রাজনৈতিক রূপান্তরকে অনেকটাই প্রভাবিত করেছে।

ইয়াসির আরাফাত ড় মৃত্যুদণ্ডের রায় পেরিয়ে নোবেল বিজয় : ফিলিস্তিনি জাতীয়তাবাদের প্রতীক ইয়াসির আরাফাতকে ১৯৭০-এর দশকে জর্ডানের সঙ্গে সংঘাতের কারণে অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়। তবে সাজা থাকা সত্ত্বেও আরাফাত নির্বাসন থেকে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন বা পিএলও-এর নেতৃত্ব দেন এবং ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক কূটনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। ১৯৯০-এর দশকে অসলো চুক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। মৃত্যুদণ্ডের রায় রাজনৈতিকভাবে তাকে আরো শক্তিশালী করে। তার উত্তরাধিকার রয়ে গেছে দীর্ঘ সংঘাত, সমালোচনা ও বিভক্তির জটিল আবহে। নোবেল পুরস্কার তার কূটনৈতিক সাফল্যকে স্বীকৃতি দিলেও বিতর্ক চলেছে কয়েক দশকের সংঘাত, দুর্নীতির অভিযোগ আর ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রত্ব নিয়ে চলমান বিরোধ ঘিরে।

বেনিতো মুসোলিনি ড় ফ্যাসিবাদী শাসনের রক্তাক্ত পতন : ইতালির ফ্যাসিবাদী নেতা বেনিতো মুসোলিনিকে এমন একজন ইউরোপীয় স্বৈরশাসক হিসেবে দেখা হয় যার উচ্চাকাঙ্ক্ষা শেষ পর্যন্ত সহিংস পতনের দিকে গড়িয়েছে। বিরোধীদের দমন, সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ এবং নাৎসি জার্মানির সঙ্গে জোট তার শাসনকে চরম প্রতাপশালী করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইতালির বিপর্যয়ের পর পালানোর সময় বেনিতো মুসোলিনিকে ধরা হয়। সংক্ষিপ্ত বিচারের পর ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে তার মৃতদেহ মিলানে জনসমক্ষে ঝুলিয়ে রাখা হয়। মুসোলিনির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ইতালি ফ্যাসিবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করে। দেশটিতে ১৯৪৬ সালে গণভোটে রাজতন্ত্র বিলুপ্ত করে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

নিকোলাই ও এলেনা চাউশেস্কু ড় গণঅভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পরিণতি : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নিকোলাই চাউশেস্কু রোমানিয়ায় প্রভাব তৈরি করেন। মস্কোর বিরোধিতা করে ১৯৬৫ সালে চেকোস্লোভাকিয়ায় ওয়ারশ চুক্তি আক্রমণের নিন্দা এবং স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি প্রচারের জন্য দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হন নিকোলাই চাউশেস্কু। তবে, এই প্রাথমিক জনপ্রিয়তার আড়ালে ছিল দমনমূলক শাসনব্যবস্থা। দশকের পর দশক দমনমূলক শাসন চালানো রোমানিয়ার নেতা চাউশেস্কু ও তার স্ত্রী এলেনা ১৯৮৯ সালের বিপ্লবে ক্ষমতাচ্যুত হন। সামরিক ট্রাইব্যুনাল তাদের গণহত্যা, দুর্নীতি ও রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত করে বড়দিনে ২৫শে ডিসেম্বর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে। এই মৃত্যুদণ্ডে রোমানিয়ায় তাৎক্ষণিক পরিস্থিতি ছিল বিশৃঙ্খলা, বিভ্রান্তি, এবং অনিশ্চয়তা। তবে দেশটি সেই বিশৃঙ্খল উত্তরণকাল পাড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে গণতন্ত্রের পথে এগোয়। যদিও পুরোনো শাসনের ভয়াবহতা জনমনে স্থায়ী দাগ রেখে যায়।

সাদ্দাম হোসেন ড় একনায়কত্বের অবসান ও বিভক্ত ইরাক : ইরাকের বাথ পার্টি থেকে উঠে আসা সাদ্দাম হোসেন দমনপীড়ন, সামরিক অভিযান ও ভয়ভীতি ভিত্তিক শাসনের মাধ্যমে ক্ষমতা পোক্ত করেন। ইরান-ইরাক যুদ্ধ, কুয়েত আক্রমণ, জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা এবং অভ্যন্তরীণ দমনড় তার শাসনকালকে আন্তর্জাতিকভাবে বিতর্কিত করে তোলে। ২০০৩ সালে মার্কিন আগ্রাসনের পর তাকে ধরা হয়। দুজাইল হত্যাকাণ্ডে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে ২০০৬ সালে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। সাদ্দামের পতনের পর ইরাকে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়ে। ক্ষমতার শূন্যতার সুযোগে আল-কায়েদা ও পরবর্তীতে আইএস-এর উত্থান ঘটে। গণতান্ত্রিক কাঠামো গঠিত হলেও দেশটি দীর্ঘমেয়াদে বিচ্ছিন্নতা, সংঘাত ও অনিশ্চয়তার মধ্যেই রয়ে যায়।

জুলফিকার আলী ভুট্টো ড়দক্ষিণ এশিয়ার তীব্র বিতর্কিত মৃত্যুদণ্ড : ক্যারিশম্যাটিক নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের রাজনীতিকে নতুন রূপ দিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর, ভুট্টো পাকিস্তানের অবশিষ্ট অংশ নেতৃত্বের দায়িত্ব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু সামরিক শাসক জিয়াউল হকের সঙ্গে সংঘাতে তার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বিপর্যস্ত হয়। হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে বিতর্কিত বিচার প্রক্রিয়ায় ভুট্টোকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিকভাবে এই বিচারের ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। ক্ষমার জন্য আবেদন সত্ত্বেও, ভুট্টোকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং ১৯৭৯ সালের এপ্রিলে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। ভুট্টোর মৃত্যুদণ্ড পাকিস্তানে রাজনৈতিক মেরুকরণকে গভীর করে। তার পরিবার এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) আজও তাকে শহীদ নেতা হিসেবে তুলে ধরে; অন্যদিকে সমালোচকেরা তার বিচারকে 'দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি' বলেও দেখেন। ভুট্টো-পরবর্তী পাকিস্তান সামরিক-বেসামরিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে দীর্ঘ অস্থিরতার ভেতর দিয়ে এগিয়েছে। দেখে গেছে, ইতিহাসের আদালত কখনোই শেষ কথা বলে না। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হলেও কোনো কোনো শাসকের রাজনৈতিক যাত্রার ইতি টেনেছে, আবার কারো মৃত্যুর পরই তাদের প্রভাব আরো বিস্তৃত হয়েছে। রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, বিপ্লব কিংবা একনায়কতন্ত্রড় ক্ষমতার গল্পের শেষ অধ্যায়ে বহু নেতাই চরম শাস্তির মুখোমুখি হয়েছেন। কিন্তু তারপর যে রাজনৈতিক ঢেউ তৈরি হয়েছে, তা অনেক ক্ষেত্রেই জাতির গতিপথ পাল্টে দিয়েছে দীর্ঘমেয়াদে।

বিবিসি বাংলা

দুই পৃথিবী

(১১ পাতার পর)

বাস্তব বুঝি এমনই হয়। আসলে আমরা যদি এই পৃথিবীর চারিদিকে লক্ষ্য করে দেখি তাহলে দেখতে পাই যুগ যুগ ধরে নানাভারে, নানান্তরে, নানাছলে পৃথিবীটা একটা আশাহীন বিসৃঙ্খলায় পরিনিত হয়েছে। নাসেরের বেলায়ও তাই হলো। মনের দুঃখে নাসের তার জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে অন্য এক শহরের ইস্কুলের চাকরি নিয়ে চলে গেল। সে ইস্কুলেরই এক সহকর্মীকে বিয়ে করে আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো সংসার জীবন শুরু করলো।

সময় কারো সাথে ছলনা করেনা। নীরবে সে নদীর জলের মত বয়ে যায়। কার জীবনে কি ঘটলো তা নিয়ে তার কোন মাথা ব্যথা নাই। যথা সময়ে মুরাদের তিনটি সন্তান জন্মালো। প্রথমে দুটি মেয়ে এবং পরে ছেলেটি। এদিকে নাসেরের এক ছেলে এবং এক মেয়ে। প্রকৃত সংসারী হিসাবে নাসের এবং তার স্ত্রী তাদের দুই সন্তানকে বেশ ভালো ভাবেই মানুষ করেছে। মেয়েটি মাস্টার্স ডিগ্রি শেষ করে একটা বেসরকারী কলেজে লেকচারার আর ছেলেটি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে পরীক্ষা দিয়ে পুলিশ সার্ভিসে নিয়োগ পেয়েছে। বর্তমানে সে নারায়ণগঞ্জ শহরের বড়কর্তা। নাসেরের ছেলে বাবার মতই ভদ্র, অমায়িক এবং সৎ প্রকৃতি হয়েছে। পুলিশের বড় কর্তা হয়েও ঘুষ এবং নানা কুকাজ থেকে নিজেকে সংযত রেখেছে। একদিন বিশ্বস্তসূত্রে তার অফিসে খবর এলো যে, তাদের শহর থেকে একটু দূরে এক ভন্ড পীর সাহেব নিজেকে ধর্মীয় পন্ডিত দাবী করে কয়েক হাজার লোককে তার

শিষ্য বানিয়ে সেখানে অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। ভক্তরা পীর সাহেবকে অন্ধের মত ভক্তি করে এবং বিশ্বাস করে তাদের পীর সাহেব স্বর্গীয় আদর্শে দিক্ষীত হয়ে নানারকম অদভুত কান্ড অলৌকিক ভাবে ঘটাতে পারে। তাছাড়া সে গুজব ছড়িয়ে বলে বেড়ায় সে সর্বশক্তিমান বিধাতার কাছ থেকে বার্তা নিয়ে এসেছে মানুষের কল্যাণের জন্য এবং জীবনের যে কোন জটিলতা থেকে তাদেরকে মুক্তি দেয়ার ক্ষমতা রাখে। পরে এও জানা গেল পীর সাহেব তার আশ্রমে ভক্তদের বিশেষ করে যুবতী মেয়েদের সাথে নানা ছল - চাতুরী বিস্তার করে তাদেরকে অনুচিত কাজে প্রলুব্ধ করে। পীর সাহেবের আশ্রমের অপরাধজনিত খবরাখবর আরো প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে উঠলো যখন চারজন যুবতী থানায় যেয়ে

এই মর্মে অভিযোগ করলো যে, ওই পাষণ্ড এবং পৈচাশিক পীর তাদেরকে মাসের পর মাস নানাছলে শারীরিক এবং মানসিক ভাবে অসুস্থতা করে তুলে। সময় সময় তাদেরকে আশ্রমের অন্ধকার কুঠিরে নিয়ে তাদের সমস্ত শরীরে হাতড়ায় এবং ধর্ষণ করে। অন্য এক যুবতী অভিযোগ করে যে নানা প্রলোভন দেখিয়ে ওই ভন্ড পীর তাকে এক আবাসিক হোটেলে নিয়ে ধর্ষণ করে। এ সমস্ত নানা অভিযোগ শুনার পর একদিন সেই তথাকথিত পীরকে বন্দী করে থানায় নিয়ে আসা হলো। ঘটনাচক্রে জানা গেল ওই আসামী পীর মুরাদের ছেলে। ছেলের এই সমস্ত অপকর্ম সম্বন্দে

মুরাদ ওয়াকিবহাল ছিল। তাকে অনেক বুঝিও ছিল এ সমস্ত কুকাজ থেকে বিরত থাকতে। কিন্তু তার কথা গ্রাহ্য করে নাই। তবুও মুরাদ ছেলের বন্ধী হওয়ার সংবাদ শুনে থানায় হাজির। হাজার হোক ছেলে তো বটে! তার এই দুর্দিনে পাশে এসে দাঁড়ালো।

থানায় যেয়ে মুরাদ জানতে পারলো, থানার বড় কর্তা তার এক কালের বন্ধু নাসেরের ছেলে। মনে অনেক ভরসা হলো। নানা জায়গায় অনুসন্ধান করার পর নাসেরের খোঁজ পাওয়া গেল। মুরাদ ছেলেকে হাজত থেকে মুক্ত করার জন্য নাসেরের সাহায্য চাইলো। নাসের ভদ্র কিন্তু দৃঢ়তার সাথে বললো, " এখানে আমার ছেলের করণীয় কিছুই নেই, ওটা এখন কোর্ট -কাচারীর ব্যাপার। " তারপর একটু কৃত্রিম হেসে জানালো, " তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, তুমি আমাকে একদিন বলেছিলো, ' এ পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে তা সৃষ্টি কর্তার নির্দেশই ঘটে ', তোমার ছেলের জীবনে যা কিছু ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে সেটাকে তোমার মেনে নেয়াটাকেই আমি শ্রেয় মনে করি। আর হাঁ, কখনও তোমার ছেলের সুপারিশের জন্য আমার কাছে আসবেনা, কথাটি যেন ভালো করে মনে থাকে। মুরাদ যে ভরসায় নাসেরের কাছে এসেছিলো তা এক মুহূর্তে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সেই সাথে মনে পড়লো , একদিন নাসেরকে সে এমনি করেই আঘাত দিয়েছিলো আজ তার উচিত জবাব পেয়ে গেল।

বিএনপিতে যোগ দিলেন রেজা কিবরিয়া

ঢাকা : বিএনপিতে যোগ দিলেন সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়ার ছেলে রেজা কিবরিয়া। সোমবার (১ ডিসেম্বর) গুলশানে বিএনপির চেয়ারপার্সনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগ দেন তিনি। যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ। রেজা কিবরিয়া হবিগঞ্জ-১ আসন থেকে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করতে চান।

বিএনপির আগামী সংসদ নির্বাচনে জন্য ২২৭ আসনের প্রার্থী ঘোষণা করেছে। সেখানে হবিগঞ্জ-১ আসনটি ফাঁকা রেখেছে। ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রেজা কিবরিয়া বিএনপির জোটসঙ্গী জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে একই আসনে বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকেই নির্বাচন করেছিলেন। ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আগে রেজা কিবরিয়া গণফোরামে যোগদান করে পরে দলটির সাধারণ সম্পাদক হন। পরে তাকে কেন্দ্র করে দলটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এরপর তিনি ডাকসুর ভিপি নুরুল হক নুরের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদ গঠন করেন। সেখানে আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু সেখানে তাকে কেন্দ্র করে দলটিও দুই ভাগে বিভক্ত হয়। পরে বিভক্ত দল আমজনতার দলের প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে রেজা কিবরিয়া।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ভেতর-বাহির

(৪ পাতার পর)

লজ্জা ব্যক্তির নয়, সমষ্টির; এবং সমষ্টি যেহেতু চলে নেতৃত্বের পরিচালনায়, লজ্জাটা তাই শেষ বিচারে নেতৃত্বের। একাত্তরে নীরব ধিক্কার ধ্বনিটি ছিল আসলে ওই নেতৃত্বের বিরুদ্ধেই। প্রধান নেতাকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পাকিস্তানে, অন্য নেতারা চলে গেছেন ভারতে। অনেকে যুদ্ধ করতে যাননি, গেছেন আশ্রয়ের খোঁজে। এবং সবাইকেই নির্ভর করতে হয়েছে ভারতের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ওপর। শুরুতে আন্দোলন ছিল স্বায়ত্তশাসনের জন্য, পরে দাবি উঠেছে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের; তারপরে স্বাধীনতার। এই রূপান্তর নেতৃত্বের পরিকল্পনায় ঘটেনি, ঘটেছে ঘটনাপ্রবাহে। ওই প্রবাহে দুটি বিপরীত স্রোত ছিল। একটি হলো ক্ষমতা হস্তান্তরে পাঞ্জাবি সেনাপতিদের অসম্মতি, অপরটি হলো আপসের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গবাসীর অনড় অবস্থান। দুই স্রোতের সংঘাতে ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়েছিল। যার ভুক্তভোগী হয়েছে সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রত্যেকেড়কোনো না কোনোভাবে। কেউই নিরাপদে ছিল না। মীরজাফরেরা ছিল, ভালোভাবেই ছিল; কিন্তু তারাও যে নিশ্চিত ছিল, তা নয়।

ব্যর্থতা নেতৃত্বেরই। যদি কর্তব্য ও প্রস্তুতির নির্দেশ পাওয়া যেত, তাহলে যুদ্ধের প্রকৃতিটা দাঁড়াত সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। শুরুতেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যেত। কারণ, হানাদাররা ক্যান্টনমেন্টগুলোতে আটকা পড়ে যেত। তারা ভাতে মরত, পানিতে মরত, মরত অস্ত্রাঘাতেও। কেন্দ্রীয় নির্দেশ ছাড়াও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিদ্রোহ ঘটেছে। ঘটেছে প্রতিটি ক্যান্টনমেন্টে এবং প্রস্তুতিহীন অবস্থাতেই প্রাথমিকভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাঙালি সেনারা অবাঙালিদের কোণঠাসা করে ফেলেছিল। সংঘবদ্ধ পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সেটা ঘটলে হানাদারদের পরিকল্পনা বিনষ্ট হয়ে যেত অনায়াসে।

মুক্তিযুদ্ধের সরল গল্পের বাইরের গল্প

(৬ পাতার পর)

আওয়ামী লীগার ভারতের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে থাকেন, তার অর্থ এই নয় যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ইন্দিরাকে তাদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানিয়েছে। যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক সমাধান এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির কথা বলেন, তখন আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠি। পাকিস্তানের জনগণ তাদের দেশের পবিত্র ভূমির প্রতিটি ইঞ্চি রক্ষা করতে সম্পূর্ণ তৈরি। পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য ভারতের বিরুদ্ধে অবিলম্বে জিহাদ ঘোষণা করা উচিত। দাঁত ভাঙা জবাব না দেওয়া হলে ভারত কখনোই উসকানিমূলক তৎপরতা থেকে বিরত হবে না।'

মুক্তিযুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান পুলিশের অনেক সদস্য কর্মস্থল ছেড়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। ঢাকার সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ ২২ জন 'পলাতক' পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সামরিক আইনের আওতায় অভিযোগ আনে। তাঁদের ৭ ডিসেম্বর সকাল আটটার মধ্যে ঢাকার এমপি হোস্টেলে অবস্থিত ৬ নম্বর সেক্টরের উপসামরিক আইন প্রশাসকের সামনে হাজির হতে বলা হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন সারদা পুলিশ একাডেমির প্রিন্সিপাল আবদুল খালেক, ভাইস প্রিন্সিপাল শৈলেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পুলিশ সুপার বজলুর রহমান।

রাওয়ালপিন্ডি থেকে এএফপি পরিবেশিত এক খবরে বলা হয়, ভারতীয় বাহিনী ১ ডিসেম্বর কুষ্টিয়া জেলার দর্শনা এবং সিলেট জেলার শমসেরনগরে হামলা চালিয়েছে। দুটি হামলাই পর্যুদস্ত করা হয়েছে।

গোটা বিশ্ব জেনে যায়, পাকিস্তান আর ভারতের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাচ্ছে। ওয়াশিংটন থেকে রয়টার্স জানায়, যুক্তরাষ্ট্র ভারতে অস্ত্রের চালানের লাইসেন্স স্থগিত করেছে। ভারতীয় বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ করার জন্য সীমান্ত অতিক্রম করায় এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান ২৫ মার্চ রাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তাঁকে (পশ্চিম) পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। কারাগারের ভেতরেই তাঁর বিচারের জন্য বসে বিশেষ সামরিক আদালত। ১ ডিসেম্বর রাওয়ালপিন্ডি থেকে পিপি পরিবেশিত এক খবরে জনৈক সরকারি মুখপাত্রকে উদ্ধৃত করে বলা হয়, বিলুপ্ত আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার এখনো শেষ হয়নি।

এদিকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নাটকীয় পালাবদল চলছিল। প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঘোষণা দিয়েছিলেন, তিনি শিগগিরই একটি বেসামরিক সরকার গঠন করবেন। এ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। দুজন এমপিসহ পাকিস্তান পিপলস পার্টির পাঁচজন সদস্য জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানান। তাঁরা বলেন, জামায়াতের আমির মাওলানা মওদুদী পাকিস্তান সৃষ্টির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। জামায়াতের প্রচারপত্রেই এর প্রমাণ আছে।

মহিউদ্দিন আহমদ, লেখক ও গবেষক।

ডিসেম্বর যে অঙ্গীকারের কথা মনে করিয়ে দেয়

(৬ পাতার পর)

এটি একটি ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ অনুভূতি, এর গভীরতা আছে, বিরাটত্ব আছে। দেশপ্রেম এবং দেশের প্রতি অঙ্গীকার একজন মানুষের দিনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধারণ ও লালন করার বিষয়। এটি সারা বছর জারি রাখার পথ ও পদ্ধতিও আছে।

স্থান, কাল ও পাত্রভেদে দেশপ্রেমের উপস্থাপন এবং তা থেকে প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা ভিন্নতর হতে পারে। একজন শিশু এবং একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির কাছে এর উপস্থাপন পদ্ধতি যেমন ভিন্ন হবে, ঠিক তেমনি দুজনের কাছ থেকে প্রাপ্ত আউটপুটও ভিন্নতর হবে। আমাদের কেউ বুদ্ধিবৃত্তিক আবার কেউ কায়িক শ্রমের সঙ্গে জড়িত, কেউ সম্পদশালী, কেউ আবার কোনোমতে দিন গুজরান করছে। ভালো কাজ, ভালো উদ্যোগ, সৎ চিন্তা-সবকিছুর মধ্যে দেশপ্রেম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিরাজমান। প্রতিদিনের নৈমিত্তিক কাজের মধ্যে দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটাতে হবে। বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে নিজের কাজগুলো সম্পন্ন করলেই দেশের প্রতি অঙ্গীকার সমুন্নত হবে।

বৈধভাবে দেশের প্রত্যেক মানুষের সার্বিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনই হলো দেশ উন্নয়নের সহজ ব্যাখ্যা। প্রত্যেক মানুষের অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন হওয়ার অর্থ দেশের সব মানুষের উন্নয়ন, আর সব মানুষকে নিয়েই তো আমাদের দেশ। একজন মানুষ যদি বৈধভাবে নিজের ও তার ওপর নির্ভরশীলদের উন্নয়নের চেষ্টা করেন, তাহলে তো দেশেরও উন্নয়ন হয়। আর দেশ উন্নয়নের জন্য সব উদ্যোগ, প্রচেষ্টা ও কাজ তো আমার দেশপ্রেমের বাই-প্রোডাক্ট বা উপজাত। তাই বৈধ পথে কেউ যদি কেবল নিজের উন্নয়ন ঘটানোর চেষ্টায়ও রত থাকেন, তবে প্রকারান্তরে তা দেশপ্রেমেরই অংশ।

দেশপ্রেমের বিষয়টি সহজ-সরল ভাষায় সবার বোঝার মতো করে উপস্থাপন করতে হবে। যার জন্য যেটুকু প্রযোজ্য, শুধু ওটুকুই তার সামনে তুলে ধরতে হবে। স্কুলের প্রাথমিক পর্যায়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরুর আগে প্রতিদিন 'দেশের সেবায় সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত রাখব' মর্মে শপথবাক্য পাঠ করানো হয়। তখন কিন্তু বেশির ভাগ শিশুই এর অর্থ বুঝতে পারে না; যারা একটু বুদ্ধিমান, তারা মনে মনে ভাবে, দেশসেবার মতো বয়স তাদের হয়নি। কিন্তু ওই বয়সের শিশুর কাছেও দেশ-জাতির প্রত্যাশা আছে। দেশ উন্নয়নে ওই শিশুটিকেও শামিল করতে হবে, তার ভেতরেও দেশপ্রেমের বীজ বপন করতে হবে। তার কাছে দেশপ্রেমের প্রথম পাঠ হবে-সে তার বাবা-মা, অভিভাবক, শিক্ষকদের সম্মান করবে। স্কুলে যেতে আলসেমি করবে না, ঠিকভাবে লেখাপড়া করবে। একটি শিশুর মনে এ কথাটুকু গেঁথে দেওয়া গেলেই যথেষ্ট, এটাই হবে তার দেশপ্রেমের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

খেটে খাওয়া মানুষদের কারও কারও মধ্যে সন্তানকে স্কুলে না পাঠানোর একটা প্রবণতা লক্ষ করা যায়। অনেকেই স্ত্রী-সন্তানের ভরণপোষণ করে না, নেশায় আসক্ত হয়ে স্ত্রীকে অযথা মারধর করে। ওই মানুষটির মধ্যেও দেশের জন্য ভালো কিছু করার আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে। কিন্তু তাকে কখনোই বোঝানো হয়নি যে, তার জন্য দেশপ্রেম হলো নেশার আসক্তি থেকে বের হয়ে আসা, স্ত্রী-সন্তানকে ভালোবাসা, তাদের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করা ও সন্তানকে স্কুলে পাঠানো।

মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে বা রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ভিখারিরা যখন হাত পাতে, তখন তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়াটা সমাজের সামর্থ্যবানদের জন্য অনিবার্য দায়িত্ব হয়ে পড়ে। স্বনির্ভর জাতি গঠন আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম অঙ্গীকার। তাদের ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বের করে স্বাবলম্বী হিসাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব যে সামর্থ্যবানদের অঙ্গীকারে স্থান পাওয়া দরকার ছিল, তা কিন্তু বুঝিয়ে দেওয়া হয়নি।

আমরা প্রতিদিন অন্য দেশের টিভি চ্যানেলগুলো রুটিনমাফিক উপভোগ করছি। শাশুড়ি-বউ, ভাবি-ননদ দ্বন্দ্ব, পরকীয়ায় ভরপুর নাটক, সিরিয়ালগুলো আমাদের মূল্যবোধ, ঐতিহ্য-আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে যায় না। বাজার প্রতিযোগিতার দোহাই দিয়ে আমরা এ বিষয়গুলোতে আর কতকাল মৌন থাকব? মৌনতা একটু দীর্ঘ হলে কিন্তু সম্মতির পর্যায়ে পড়ে যায়।

বিশ্ব এখন 'গ্লোবাল ভিলেজে' পরিণত হয়েছে। আমরা হয়তো চেষ্টা করেও অনেক কিছু আটকাতে পারব না, যা ধীরে ধীরে ঢুকে পড়বে; কিন্তু তাই বলে 'বানের লাহান' দু'কূল ছাপিয়ে সবকিছু গ্রাস করবে, তা তো হতে পারে না। মনে রাখতে হবে, অন্যের স্বাধীনতা আমার নাকের ডগা পর্যন্ত, তার বেশি নয়। আমাদের গর্ব করার বন্ধনগুলো আলগা হয়ে যাবে, তা মেনে নেওয়া যায় না। দেশের সচেতন সুধীমহল বিষয়টি ভেবে দেখলে আমাদের মূল্যবোধকে সম্মান করা হবে বলে বিশ্বাস করি।

বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ যেসব কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত, সেসব কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করার মাধ্যমেই দেশের প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধকে এগিয়ে নেওয়া যায়। একজন সন্ত্রাসী, দুর্নীতিবাজ, ঋণখেলাপি, সরকারি ভূমি দখলকারী, কালোবাজারি, মাদক ব্যবসায়ী, খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণকারী বা এদের যারা পৃষ্ঠপোষক, তারা যদি ওইসব কর্মকাণ্ড থেকে ফিরে আসে, তবে সেটাই হবে দেশের প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

২০১৬ সালে শুরু হওয়া জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট যেমন-দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, দুর্নীতিমুক্ত দেশগড়া, সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য অভীষ্ট অর্জনের কাজগুলো সততা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এ কাজগুলোর মধ্যে নিহিত আছে দেশের প্রতি ভালোবাসা।

বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ধর্মীয় সম্প্রীতির ক্ষেত্রে অনন্য নজির স্থাপন করেছে। এটি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অঙ্গীকার ও দেশপ্রেমের প্রকাশ। সব ধর্মমতের মানুষের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের শ্রেষ্ঠ পীঠস্থানের মর্যাদাকে সবসময় সমুন্নত রাখতে হবে।

বছরখানেক আগের কথা। রিকশায় বাসায় ফিরছি, যানজটের কারণে ১০ মিনিটের পথ পার হতে প্রায় ২০-২৫ মিনিট লেগে গেল। রিকশাচালকের বয়স একটু বেশি মনে হওয়ায় তার নাম ও বয়স জিজ্ঞেস করলাম। ৭০-৭২ বছরের আবদুল বারেক মিয়ার সঙ্গে ওই সময়ের মধ্যেই অনেক কথা হলো। তাকে বললাম, এটা তো বিজয়ের মাস, জানেন কি? উত্তরে বললেন-জানি। দেশকে নিয়ে আপনার ভাবনা কী? 'সারাদিন খাইট্যা মরি। দেশকে নিয়ে ভাবার সময় সুযোগ কোথায় পাব?' বললাম, এই বয়সে এত কঠিন কাজ করছেন, ছেলেমেয়েরা দেখে না? 'জী না, আমি আর আমার স্ত্রী ভালোই আছি।' বললাম, আপনি যে এই বয়সে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে নিজেদের অন্নের সংস্থান করে চলছেন, অন্যের গলগ্রহ বা অনুগ্রহের পাত্র না হয়ে থরথর কাঁপা হাতকে কর্মীর হাতে পরিণত করেছেন, এর থেকে বড় দেশসেবা ও দেশপ্রেম আর কী হতে পারে! লাখো সালাম আপনাকে, পরম শ্রদ্ধেয় আবদুল বারেক মিয়া।

সালাহ্উদ্দিন নাগরী : সরকারি চাকরিজীবী ও কলাম লেখক।

রাষ্ট্র কেন সুবিধাবঞ্চিত নাগরিকদের পাশে দাঁড়াতে পারে না

(৮ পাতার পর)

আয়, পরিবারের সদস্যসংখ্যা, বাসস্থানের অবস্থাড়সবকিছু। এরপর মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে আমরা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারগুলোকে চিহ্নিত করতে পারি। তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম করতে পারি। কিন্তু সেটা করতে হলে প্রথমে আমাদের মানসিকতা পাল্টাতে হবে। বুঝতে হবে যে প্রযুক্তি শুধু ফেসবুক চালানো বা ই-কমার্স করার জন্য নয়, এটা রাষ্ট্র চালানোর জন্যও দরকার। এভাবে আর কত দিন চলবে? আমরা কি তাহলে কখনো শিখব না? প্রতিবছর আগুন লাগবে, আমরা টিভিতে দেখব, দুই দিন আলোচনা হবে, তারপর আবার চুপ। কিন্তু সেই মূল প্রশ্নটা থাকবেড় রাষ্ট্র কেন তার সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত নাগরিকদের পাশে দাঁড়াতে পারে না? এ প্রশ্নই আমাদের শেখা উচিত। কারণ, যত দিন না শেখার মনোভাব আসে, তত দিন প্রতিবার বস্তির আগুন নিভবে আপাতত। কিন্তু সমস্যার আগুন নিভবে না।

রকিবুল হাসান, টেলিকম, অটোমেশন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাবিষয়ক 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় মানবিক রাষ্ট্র' বইয়ের লেখক।

ট্রাম্পের ব্যবস্থা ভাঙার রাজনীতির আড়ালে কী

(৯ পাতার পর)

কংগ্রেসের অনুমোদন বা যাচাই ছাড়াই ইলন মাস্ককে ফেডারেল সরকারের মধ্যে এক নজিরবিহীন 'শুদ্ধি অভিযান' চালানোর সুযোগ দেওয়া হয়। তাঁর কাজ আইনসম্মত কি না, তা প্রায় গুরুত্বই পায়নি। কমিউনিস্ট শাসনের মতো এখানেও দলের নেতা ছাড়া আর কোনো নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র ছিল না।

অবশ্য অনানুষ্ঠানিক ও আইনের বাইরে চলে সরাসরি নেতার কাছে জবাবদিহি করার এমন একটি মডেলের ছোটখাটো আমেরিকান দৃষ্টান্ত আছে। যেমন ১৯৮০-এর দশকের 'ইরান-কন্ট্রা' কেলেঙ্কারি।

তখন রিগ্যান প্রশাসন সরকার ও কংগ্রেসকে পাশ কাটিয়ে কয়েকজন বিশ্বাসভাজন কর্মকর্তাকে দিয়ে ইরানের কাছে অস্ত্র বিক্রি করিয়েছিল। সেই অর্থ দিয়ে নিকারাগুয়ার কন্ট্রা বিদ্রোহীদের অর্থায়ন করা হয়, যা কিনা কংগ্রেস আগেই নিষিদ্ধ করেছিল। তবে ইরান-কন্ট্রার সঙ্গে ডিওজিইর একটি বড় পার্থক্য আছে। ইরান-কন্ট্রা ফাঁস হওয়ার পর কংগ্রেস এবং উভয় রাজনৈতিক দল সেটির নিন্দা করেছিল এবং অন্তত কিছু মানুষকে জবাবদিহির মুখে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু আজ রিপাবলিকান-নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেস বা সুপ্রিম কোর্টড়কেউই ডিওজিই বন্ধ করার চেষ্টা করেননি। এ ব্যবস্থায় স্বার্থসংঘাতের নিয়মকানুন যেন হাস্যকর বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এর নিজের পদকে 'দুধেল গাই' হিসেবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ট্রাম্প কোনো গোপনীয়তাই রাখেননি। আর তিনি এটা করতে পারছেন এক পরীক্ষিত সোভিয়েত কৌশলে। সেই কৌশল হলো অযোগ্য ও অনভিজ্ঞ লোকদের বড় পদে বসানো, যাতে তাঁরা পুরোপুরি তাঁর ওপর নির্ভরশীল থাকেন। তাঁর মন্ত্রিসভার প্রায় হাস্যকর অপেশাদারি সদস্যদের রাজনৈতিকভাবে 'পুতুলে' পরিণত করেছে। এক অনুগত, কিন্তু পুরোপুরি জড়িত একটি দলকে নিয়ে (যা প্রথম মেয়াদে সব সময় তাঁর ছিল না) ট্রাম্প ধারাবাহিকভাবে দুর্নীতি ও বিদেশি প্রভাব নজরদারি করা এবং তা ঠেকানোর নিয়ম কার্যকর করা সরকারি দপ্তরগুলো ভেঙে দিচ্ছেন।

ট্রাম্প পরিবারের ক্রিপ্টো কারেন্সির প্রতি আগ্রহ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে একদিকে যেমন ব্যক্তিগত সম্পদ বাড়ানোর সুযোগ আছে, অন্যদিকে তেমনি পুরো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে দুর্বল বা অস্থিতিশীল করার সুযোগও তৈরি হচ্ছে।

বাস্তবতা হলো ক্রিপ্টো কারেন্সি অনেক ক্ষেত্রেই মানি লন্ডারিং ও আইন এড়িয়ে অর্থ লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই লেনদেনগুলো বেশির ভাগ সময় গোপন থাকে। কে এসব এক্সচেঞ্জ চালায়, কোথায় চালায় বা কারা ব্যবহার করছেড়এগুলো অনেক সময় নিয়ন্ত্রক সংস্থাও জানে না। 'ট্রাম্প ডলার' নামের কয়েনের দাম যেভাবে হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যায়, এর পেছনে কারা কাজ করছে, তা স্পষ্ট নয়।

সব মিলিয়ে ট্রাম্প ও তাঁর ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীর এই অস্বচ্ছ আর্থিক কর্মকাণ্ডই একসময় পুরো ব্যবস্থার জন্য ভয়াবহ ঝুঁকি হয়ে উঠতে পারে। তাঁর প্রথম মেয়াদেই যুক্তরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি অনেকটা অস্থির হয়ে পড়েছিল। এখন মনে হচ্ছে, তিনি শুধু রাজনীতিই নয়–গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও নিয়মভিত্তিক বৈশ্বিক ব্যবস্থাকেই দুর্বল করে দিতে চাইছেন। সোভিয়েত যুগের নেতারা হলে হয়তো তাঁর এই কৌশল দেখে অবাক হওয়ার পাশাপাশি মুগ্ধও হতেন।

জেনিন আর ওয়েডেল, জর্জ মেসন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কার স্কুল অব পলিসি অ্যান্ড গভর্নমেন্টের সামাজিক নৃবিজ্ঞানী।

প্রতিটি নবজাতকের জন্য ১০০০ ডলার

(প্রথম পাতার পর)

একটি ফেডারেল প্রোগ্রাম চালু করছেন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। নতুন আইনের আওতায়, বাবা মা তাদের শিশুর নামে একটি 'ট্রাম্প অ্যাকাউন্ট' খুললে সরকার তাদেরকে ১,০০০ ডলার দেবে। এই অর্থ শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করা হবে এবং শিশু ১৮ বছর পূর্ণ হলে তা তুলতে পারবে। এনডিটিভি জানায়, এই ১,০০০ ডলারের বোনাস শুধুমাত্র ট্রাম্প প্রশাসনের সময়ে জন্ম নেওয়া শিশুদের জন্য প্রযোজ্য। ট্রাম্প অ্যাকাউন্ট কী? : ট্রাম্প অ্যাকাউন্ট হলো সঞ্চয়ের একটি নতুন পরিকল্পনা, যা ট্রাম্পের কর ও ব্যয় আইন অনুযায়ী তৈরি হয়েছে। এর লক্ষ্য হলো অ্যামেরিকার প্রতিটি শিশুকে জন্মের শুরুতেই আর্থিক সুবিধা দেওয়া। এই অ্যাকাউন্টে থাকা টাকা শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করা হবে, যাতে সময়ের সঙ্গে তা বাড়তে পারে।

কে ট্রাম্প অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে? : ১৮ বছরের নিচের যেসব শিশুদের সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার আছে তারা অ্যাকাউন্টের জন্য যোগ্য। ১ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৮ড়এই সময়ের মধ্যে জন্ম নেওয়া নবজাতকরা অ্যাকাউন্ট খুললে সরকার তাদের জন্য ১,০০০ ডলার জমা দেবে। বড় বয়সের শিশুরাও অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে, তবে তারা ১,০০০ ডলারের বোনাস পাবে না।

ট্রাম্প অ্যাকাউন্ট কীভাবে কাজ করবে? : অ্যাকাউন্টটি বাবামা বা অভিভাবক খুলবেন ও পরিচালনা করবেন। বেসরকারি ব্যাংক ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানগুলো এই অর্থকে কম খরচের অ্যামেরিকান স্টক ইনডেক্স ফান্ডে বিনিয়োগ করবে। বাবামা বছরে সর্বোচ্চ ২৫০০ ডলার পর্যন্ত কর ছাড়সহ এই অ্যাকাউন্টে জমা দিতে পারবেন। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু, নিয়োগকর্তা ও স্থানীয় সরকার বছরে সর্বোচ্চ ৫০০০ ডলার পর্যন্ত জমা দিতে পারে। তবে দাতব্য প্রতিষ্ঠান বা কিছু সরকারি সংস্থার ক্ষেত্রে জমার কোনো সীমা নেই।

কখন শিশুরা এই টাকা তুলতে পারবে? : শিশু ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পর অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ তুলতে পারবে। অর্থ তুললে কর দিতে হবে, এবং কিছু ক্ষেত্রে জরিমানাও হতে পারেড়যেমন অবসরকালীন অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলার মতো নিয়ম। তবে কিছু বিশেষ ক্ষেত্রেড়যেমন উচ্চশিক্ষা বা প্রথম বাড়ি কেনা, জরিমানা মাফ হতে পারে।

Trump Account-এর সীমাবদ্ধতা : এই অ্যাকাউন্ট তাৎক্ষণিক প্রয়োজন যেমন খাবার, শিশু দেখাশোনা বা স্বাস্থ্যসেবার খরচে সাহায্য করবে না। কিছু অভিবাসী পরিবারের শিশুরা হয়তো এই ১০০০ ডলারের প্রাথমিক বোনাস পাবে না। অ্যাকাউন্টে আনুষ্ঠানিকভাবে টাকা জমা দেওয়ার সুযোগ শুরু হবে ৪ জুলাই ২০২৬ থেকে। এর আগে বাবা-মা আইআরএস ফর্ম ৪৫৪৭ ব্যবহার করে সাইন-আপ প্রক্রিয়া শুরু করতে পারবেন।

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় ১৭৫ স্ট্রিট ও হিলসাইড এভিনিউ ও মসজিদের কাছে ১৭৩-১৮ ৮৯ এভিনিউয়ে দুই বেডরুম, দুই ফুল বাথরুম, সুপরিসর লিভিং ও ডাইনিং স্পেসসহ একটি বাসা ভাড়া হবে। ভাড়া নিতে হলে ভালো ক্রেডিট স্কোর থাকা আবশ্যক। ফোন করুন বা টেক্সট পাঠান: ৫১৬-৬৩৭-৭২৪৭
বি-২৬-২৮

One bed Apt to share

Luxury lifestyle professional man is looking for someone to share a whole one-bedroom apartment in Jackson Heights. Highly educated, professional, hygienic, non-smoker, nonalcoholic only. Please Text: 917. 810. 1866.

বাসা ভাড়া

১১৭-১০ জ্যামাইকা হিলসাইড মারটিল লেফার্স এর চৌরাস্তা এবং 'J' ট্রেনের সন্নিকটে ২ বেডরুম, কিচেন বাথসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬
বি-২৫-২৭

বাসা ভাড়া

হিলসাইড ১৮০ স্ট্রিটে প্রথম তলায় ৩ বেডরুম, ২ ফুল বাথরুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেন ভাড়া হবে। ইউটিলিটি বিলসহ ভাড়া ৩৫০০ ডলার। এক ব্লকের দূরত্বে স্কুল, গ্রোসারি, মসজিদ, সাবওয়ে স্টেশন, বাস স্টপ। যোগাযোগ : **347-553-5432**।

Apt for Rent

4 Bedroom 2 Full bathroom Living Room Kitchen. Located 167st between Hillside and Highland Avenue Jamaica. Rent $4200 Please contact-**646-785-6676**

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার এফ ট্রেন সংলগ্ন ১৪৪ স্ট্রিট ও হিলসাইড এভিনিউতে ২ জনের জন্য একটি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৪৪২-১৬৮৪। বি#২১-২৩

সেমি বেইসমেন্ট ভাড়া

নিউহাইড পার্কের ব্রাউন প্রেস ও হিলসাইড এভিন্যুতে ১ বেডরুম, ১লিভিং রুম, আলাদা বাথরুম, সেন্ট্রাল হিটিং এবং এসি সহ বাসা ভাড়া দেয়া হবে। হিলসাইড ইসলামিক সেন্টার, কুইন্স ও লং আইল্যান্ডের বাস স্টেশন, সুপার মার্কেট কাছাকাছি। ২জন কর্মজীবী লোক বা দম্পতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। যোগাযোগঃ **৯১৭-৩২৪-০৬১২**। বি-২০-২২।

বাসা ভাড়া

পহেলা ডিসেম্বর থেকে ৮৫-৯৪, ১৪৮ স্ট্রিট, ৮৬ এভিনিউতে তিন রুমের একটি বেসমেন্ট ফ্যামেলির জন্য ভাড়া দেওয়া হবে। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। ফোন : **917-438-8273**।

House for Rent

1. Astoria 2 bd, 1bath, train N. W.
2. 2 bd, 1bath, living, 165th Street 104th Avenue.
3. 1bd, 1 bath, living 1st floor, Liberty Ave. 2nd floor, Bismillah Grocery, use A train.
4. Bronx: 2bd, 1bath, living, close throgs Neck Bridge, Quincy Ave.
5. Bellrose: 3bd, 2bath.
6. Semi Basement 3 bd. 1 bath, 3 block from Jackson Heights. $2100 70st Between Roosvelt & 41 Ave.
7. 2 Room, Attic, 1bath, 2nd floor. $2250
8. 3bd, 2bath, 2nd Floor
9. 2bd, 1bath, living.

Basement 2bd, 1bath, living. 210th Street & 89th Ave.

10. 5bd, 2 bath, living, dining. 166-18, 120th Ave.
11. Basement, 2 bd, 1bath, close Hillside Ave.
12. Basement, 2room, 1bath, 139th st & 86th Road.
13. Basement 2bd, 1bath, Farmaers Blvd and Hollis Ave.
14. 2bd, 1bath, living, 62nd Street, 89th Ave.
15. 3bd, 1bath, living 193-17, 90th Ave.
16. Semi Basement 1bd, 1bath, living 169th Street. Hillsde Ave.
17. Semi Basement, East Elmhurst: 3Bd, 1bath.
19. Bronx: 3bd, 1bath, living, close 1 and 4 train.
20. 1bd, 1bath, living, walking basement, 1stfloor, 195thStreet & Jamaica Ave. $1300+electricty+gas.
21. 3 bd, 1bath, living, 165-05, 85th Ave.
22. Elmhurst: 3bd, 1bath, living, 2nd floor.
23. 1bd, 1bath, living, 1st floor, Hollis, 2people
24. Basement: 2bd, 1bath, livign Dining, Queens village.
25. Queens Village: 2bd, 1bath, living, dining, 86-06, 212th place.
26. 2bd, 1bath, living, 172nd St. & 93rd Ave.
27. 3bd, 1bath, living, 139-11, 90th Ave.

1bd, 1bath, living 139-11, 90Ave. 2nd floor, $2200 including.

28. 2bd, 1bath, living, Sutphine Blvd & 97th Ave. 2nd floor. $2600 including.
29. 4bd. 2bath, living, dining. 172nd Street & 108th Ave.2nd floor. $3500.
30. 2bd, 1bath, living, 143rd St. & 90th Ave.
31. 3bd bath, living, dining, 1st floor. $3000 including.

32.3bd, 1bath, living, dining, 2nd floor. $3000+bill.

32. 4bd, 2bath, living, dining, parking, 164-02, 108th Ave.
33. 4bd, 1.5 bath, living, dining, 2nd floor & 3rd floor, 2 Apartment,$3500+bill. 84-34 Medley St.
34. 2bd, 1bath, living, 88-62, 180th Street
35. 1bd, 1bath, living, Hillside Ave. & Francis Lewis Blvd. 131rd.
36. 3bd, 2 bath, living, dining, 2nd floor, 182 St & 90 Ave.
37. 3bd, 1bath living 2500+bill. 4th floor.92-16, 175th Street..
38.3 bd 2 bath, living, dining 90-14 180th St. $3500 Including.
39. 3 bd, 1 bath, living, dining 40-44 180th St., 1St floor, $3300 including.
40. 2bd 1bath, living, 88-62, 180th St. $2400+ bill.
41.3 bd, 2bath, living, dining 109-57.209th Place. $2800+ bill.
42. 3 bd, 1 bath, living, dining 139-09 90th Ave. ist, floor, $2800+ bill.
43. 1bd,1bath, living, dining, 2nd floor, $2000+ bill
44. Jackson Heights: 3 bd 1bath, 71st & 34 th Ave.
45. 1bd, 1bath, living. 89-36 205th St.
47. 2bd, 1 bath, living, 8455 Peasons Blvd.
48. 1bd, 1bath, living, 194-55 Murdock Ave. 2nd floor.
49. 4 bd, 2 bath, living, dining, 3rd floor, 172nd St & 93rd Ave.
50. 1bd, 1bath, living, 169 st & 90th Ave.
51. 2bd, 1bath, living, 170 th st., 93rd me. 1st floor.
14. 3bd 1bath, living, 136st & hillside Ave.
15. Atic. 1bd, 1bath, living, 85-98 persons Blvd.
16.1bd, 1 bath, living, 88-23 171st St.

Mohammad Salim Reza, Realtor
929-393-7331

BG PROPERTIES
বিজি প্রপার্টিজ

বসুন্ধরা, ঢাকা, বাংলাদেশ। ম্যানেজার: এ আর তানভির। গ্রাহক সেবায় সততা, নিষ্ঠা ও ন্যায্য মূল্যে প্লট, ফ্ল্যাট ক্রয় বিক্রয় করে আসছি। ফোন: 0170 666 6671, 0171 126 5398 (বাংলাদেশ) এবং 347-339-3629 (যুক্তরাষ্ট্র) ইমেইল: bgpropertiesbd@gmail.com বি-১৬-১৯

এস্টোরিয়া কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজী। এখানো সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো ও সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। যোগাযোগ: ইমাম হাফেজ মুক্তাকী বিল্লাহ। ফোন: **347-536-8545;**
ইমেইল: **muttakibillah2014@gmail.com** বি-১৬-১৮

রুম ভাড়া

রুমভাড়া

কুইন্স ভিলেজে একটি বাড়ির অ্যাটিকে ১টি রুম ডিসেম্বর মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। বাথরুম ও কিচেন শেয়ারড। শুধুমাত্র কর্মজীবী মহিলা বা নারী শিক্ষার্থীদের জন্য। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৪৬-৪০৮০ বি-২৫-২৭

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা ১৬৯ সাবওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে একটি রুম ১লা নভেম্বর থেকে ইউটিলিটি-সহ ভাড়া দেওয়া হবে। বাথরুম অ্যাটাচড, কিচেন শেয়ার। স্বামী-স্ত্রীর অগ্রাধিকার। যোগাযোগ: **646-246-1153** বি-১৫-১৭

রুম ভাড়া আবশ্যক

জ্যামাইকা হিলসাইড 'এফ' ট্রেনের কাছে জানুয়ারি ২০২৬ থেকে ইউটিলিসহ ১৪০০ ডলার ভাড়ার মধ্যে একটি সিঙ্গেল রুম অথবা ২৬০০ ডলার ভাড়ার মধ্যে ২ বেডরুমের একটি বাসা আবশ্যক। কোনো পরিবারের সঙ্গে অ্যাপার্টমেন্টে শেয়ারিং রুম হলেও চলবে। যোগাযোগ: ৯২৯-৭৫৬-৯৭৭৮
বি-২৬-২৮

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইডের কাছে ১৬৮ প্লেসে প্রাইভেট হাউজে একটি রুম একজন কর্মজীবী ছেলে/মেয়ের কাছে আগামী অক্টোবর থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 347-264-2511, 347-553-1618 বি-১৪-১৬

আবশ্যক

অফিস সহকারী আবশ্যক

মহিলা অথবা পুরুষ সেলস এর (With Car) জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগ : **718-440-9988, 917-355-3676**

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy - Home Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office)
NYSCEINc@GMAIL.COM

ঢাকায় প্লট বিক্রয়

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পার্শ্বে ১৯৬৯ সনে খরিদকৃত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার-মেডিকেল ক্লিনিক ও শপিং সেন্টার নির্মাণের উপযোগী দেয়াল ঘেরা সাড়ে ৮ কাঠার একটি প্লট বিক্রয় হবে। যোগাযোগঃ মোহাম্মদ খাঁন।
ফোন: **718-786-5168, Email: nazrul208165@gmail.com** ।
বি-২৩- ।

আবশ্যক

শেফ আবশ্যক

কুইন্সের একটি স্বনামধন্য পার্টি হল ও রেস্টুরেন্টের জন্য জরুরি ভিত্তিতে কাজ জানা একজন শেফ আবশ্যক।
যোগাযোগ
(917) 362-1336

একটি ছেলের দেখাশোনার জন্য আবশ্যক

কুইন্স এলাকায় একটি বন্ধুসুলভ অটিস্টিক ছেলের জন্যে Respite কাজের মানুষ প্রয়োজন। যোগাযোগ: 718-291-7723. বি-৪৭-৪৯

WANTED : Looking for a respite worker in Queens area for very friendly child with autism.
Interested persons are requested to contact **718 291 7723.**

ব্যাবসায়িক পার্টনার আবশ্যক

ফার্মে মুরগি বা ছাগল পালনের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন ব্যবসায়িক পার্টনার আবশ্যক। পার্টনারকে অবশ্যই ফার্মে থেকে মুরগি বা ছাগল পালতে হবে। আগ্রহী হলে যোগাযোগ করুন:
(212) 392-5797

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

কাজী অফিস
নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত কাজী
ইমিগ্রেশন ও সিটির ল' মুতাবিক ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয় এবং সাক্ষীর ব্যবস্থা করা হয়। সব সময় খোলা ইংরেজী অথবা বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা হয়
Cell: 347-527-6438
ইমাম জুবাইর রাশিদ
ইমাম ও খতিব, পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ
1203 Virginia Ave, Bronx, NY 10472
Email:abuljubayer@gmail.com

গাজীপুরে জমি বিক্রয়

গাজীপুর সিটি করপোরেশন শিল্প জোন হাতিয়ার খিলপাড়া মাদ্রাসার উল্টো দিকে ৫৪ (চুয়ান্ন) শতাংশ নিষ্কন্টক জমি বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : **01781095167**

Open House For Sale

New Jamaica two family house 8 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 5000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 5 bedrooms, 2 bath rooms, finished basement. 4000 Sq. feet lot. **Please call Shahadat-917-593-9311**

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

Saturday & Sunday 3-4pm
or call to see anytime.
Shahadat: 917-593-9311

NINZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker

আরবী পড়াতে চাই

আপনার সন্তানকে যদি ছহীহ শুদ্ধভাবে (কোরআন) আরবী শিক্ষা দিতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন]
হাফেজ মওলানা শামসুল আলম
৯২৯-২৪২-৪৬৯২

কোর-আন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলেই পড়তে পারবেন।
যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮ বি-১৮-২১

কোরআন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলের পড়তে পারবেন। দূরের স্টুডেন্টগণকে অনলাইনে পড়ানো হয়। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮।

পাত্র চাই

আমেরিকায় জন্ম এবং বড় হওয়া ফর্সা, সুন্দর মেয়ের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিস্ট, আইটি প্রফেশনাল পাত্র আবশ্যক। পাত্রী Bachelor in Business Administration in Computer Information এ পড়াশোনা করেছে। যোগাযোগ: 347-523-0027
বি-২৫-২৭

প্লট বিক্রয়

চট্টগ্রাম সিডিএ'র 'কল্পলোক' আবাসিক জি-ব্লক, ২.৫ কাঠা প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে। যোগাযোগ: **347-335-9887**
বি-১৪-১৬

বাড়ী ক্রয় এ ইচ্ছুক

বাফেলো ইউনিভার্সিটির নর্থ ক্যাম্পাস নিকটসংলগ্ন আবাসিক এলাকায় বাড়ী কিনিতে ইচ্ছুক।
যোগাযোগ করুন
আহসান
৩৪৭-২১০-২৩৩৪

বাড়ি বিক্রয়, বাসা ভাড়া

Short Sale এর জ্যামইকা, এস্টোরিয়ায় ২ ফ্যামেলি, ১ ফ্যামেলি বাড়ি বিক্রয় হবে। এছাড়া ৩ বেডরুম, ২ বেডরুম, ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। সব ধরণের সেকশন-৮, Fheps প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। যোগাযোগ : **৯১৭-৫৯৩-৯৩১১**

বসুন্ধরায় জমি বিক্রয়

ঢাকার বসুন্ধরায় বারিধারা প্রকল্পে এফ ব্লকে ৪ কাঠা জমি বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: নাসের।
ফোন: ৯০১-৩৪০-৬৮৬২; ইমেইল: **naserllc@yahoo.com**
বি-২৪-২৭

শিক্ষক আবশ্যক

উডসাইড মাদানী মসজিদের মক্তব (ইসলামি স্কুল) এর জন্য একজন শিক্ষক আবশ্যক।
যোগাযোগ:
917-428-9818, 646-578-7802,
917-623-2231, 347-469-8270

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজনের জন্য সেরা মেডিকেয়ার প্ল্যান খুঁজে পেতে সাহায্য করি। ■ HEALTHFIRST
■ WELLCARE ■ HUMANA ■ AETNA ■ UNITED
মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:
মোহাম্মদ তুহিন (718)310-0413
Lic. Insurance Agent
nymedicare@aol.com

পাত্রী চাই

আমেরিকায় জন্ম নেওয়া ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চতার পাত্র বিবাহের জন্য কনে খুঁজছেন। পাত্রের বয়স ২৮ বছর, সাইবার সিকিউরিটিতে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং বর্তমানে কর্মরত। তিনি ৫ ফুট থেকে ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চতার, ফর্সা ও সুন্দর কনে খুঁজছেন, যার বয়স ২৪ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিস্ট, ফাইন্যান্স, আইন বা কম্পিউটার সায়েন্সে শিক্ষিত কনেদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যোগাযোগ **215-791-1291**

পাত্র আবশ্যক

স্বপরিবারে New York এ বসবাসরত বাঙালি মুসলিম পরিবারে বেড়ে উঠা Accounting এ Graduate ভদ্র, মার্জিত, নামাযী ২৮ বছর বয়সী Senior Associate Head Fund (SS & C technologies) কর্মরত পাত্রীর জন্য নিউইয়র্কে কর্মরত শিক্ষিত নামাযী পাত্র চাই। শুধুমাত্র পাত্র অথবা পাত্রের অভিভাবক যোগাযোগ করুন।
ফোন ঃ **631-552-9502**

CIVIL SERVICE – GOV JOBS!
ARE YOU IN JOB SEARCH?

Try a civil service job with federal/state/city gov; You may work from any locations in the US. We help for job applications and interview preparation.

Contact : K M Tarek FCA
email: kmtarekfca@gmail.com; Phone: 571-234-9648
Queens, NY-11432

বি-১৫-১৭

ইলেকট্রিক্যাল কাজ করি

সবধরনের ইলেকট্রিক্যাল কাজ এবং ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার মেরামত, পুরো বাড়ির ইলেকট্রিক্যাল কাজ দক্ষতার সাথে করে থাকি।
যোগাযোগ: মো. ওয়ালিউল্লাহ
ফোন: 929-636-6816

Health Career Training & Licensing
EKG- Phlebotomy - Home Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office)
NYSCEINc@GMAIL.COM

Sagar Restaurant
CHINESE
168-25B, Hillside Ave., Jamaica, NY-11432
Tel: **718-298-5696, 718-657-2855**
www.sagarfood.com

Jamaica Branch
87-47 Homelawn Street
(169 Street & Hillside Ave.)
Jamaica, NY-11432
Tel: **718-657-3333, 718-657-3334**
www.sagarchinese.com

Bellerose Branch
252-05 Union Tpke
Bellerose, NY-11426
Tel: **718-343-4444, 718-343-4448**
www.sagarchinese.com

ক্যাটারিং স্পেশালিষ্ট

Catering Special

Popular Package $13
Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Sweets, Salad.

Premium Package $15
Vegetable Pakora, Chicken Roll, Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Dessert (Sweets/Dodhi) Borhani, Salad.

Sagar Box Package $6
Polao Rice, Chicken Roast, Shami Kabab, Laddu.

Wedding Package $28
Mixed Grill, Vegetable Roll, Crispy Fish, Polao Rice (Kalajeera), Karai Goat, Beef Rezala or Chicken Makhni, Chicken Roast, Mixed Vegetable, Naan, Chana Dal, Borhani, Raita, Chatni, Desi Style Salad, Desi Style Rasmalai, Any Sweets

হিলসাইড এভিনিউর পাশেই ১৬৮ স্ট্রিট ও লিবার্টিতে
L. ALLADIN LIVE POULTRY MARKET

100% HALAL

গরু, খাসি, ভেড়া, হাঁস-মোরগী, টার্কি হালালভাবে জবাই করে তাজা মাংস বিক্রি করা হয়।

কোরবানির অর্ডার নেয়া হয়

Live Goat $5.99/lb

- 3 Red Fowl for $15
- Buy 10 white chicken get 1 Free
- Wednesday Buy 9 Fowl get 1 Free

গুণগতমান ও সেরা সেবা পেতে আজই আসুন

এল. আলাদিন লাইভ পোল্ট্রি মার্কেট

Hours of operation → Mon-Sat 7:00 am-6 pm
Sun-7:00 am-3 pm

Phone : 718-526-1422, Toll Free: 1-877-526-1422

168-25 Liberty Ave, Jamaica, NY 11433

BLOOMBERG CONSTRUCTION CO. INC.
37-15 73rd St, Jackson Heights, NY 11372
(718) 478-7000 ; (347) 652-9500
Call Mohammad for Free Estimate INSURED & WORK PERMIT

- Brick Pointing
- Water Proofing
- Lintel Replacement
- Parapet Wall Replacement
- All Kind of Cement Work
- Painting
- Plastering
- Carpenter
- Tiles, Wood Floor
- Sidewalk/Driveway

Electric Plumbing

অনুবাদ ইন্টারপ্রেটেশন ও কম্পোজ

বাংলা থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় সাবলীল অনুবাদ, ইমিগ্রেশন অফিসসহ অন্যান্য সরকারি অফিসে ইন্টারপ্রেটেশন নির্ভুল বাংলা ও ইংরেজি কম্পোজের জন্য যোগাযোগ করুন।

News Net
85-59, 168st, Jamaica, NY 11432
Tel: 347-355-0731, Fax: 718-206-2579

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান?

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক স্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান?
তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
আমরা আপনাকে হেলথ্ফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ্ কেয়ারসহ অন্যান্য ইন্সুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ
বাংলাদেশ সেন্টার , 917-547-6832
Bangladesh Center inc

বি-২০-২২

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

- INCOME TAX & BUSINESS TAX
- IMMIGRATION HELP
- INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
- NOTARY AND MUCH MORE
- IRS ACCEPTANCE AGENT
- IRS E-FILE PROVIDER

ABDUR RASHID
B.S.S (Honors). M.S.S (Economics)
DHAKA UNIVERSITY

Cell: 718-736-4095
E-mail: rashidtax2@gmail.com

168-25 Hillside Avenue, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্ট-এর উপরে)

Hillside Multi Services Inc.

হিলসাইড মাল্টি সার্ভিসেস ইন্‌ক

IRS e-file

Income Tax & Accounting
Immigration Help
Travel-Notary

Mohammed M. Alam
M.com (Managment), L.L.B
Notary Public

Tel: 718-480-3313
Cell: 917-600-4937

167-11 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

SHAHADAT HASAN
Licensed Realtor

House Sell

New Queens Village two family house 6 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 4000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 6 badrooms, 5 bath rooms, finishad basement. 4000 Sq. feet lot.
Please call Shahadat-917-593-9311

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment.
Please call 917-593-9311

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

WINZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker

ফারহানা
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বাণিজ্য প্রতিনিধি

আমরা একটি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান,
যারা বাংলাদেশের বাজারের জন্য নির্ভরযোগ্য ও যোগ্য আমদানিকারক ও সরবরাহকারীদের খুঁজি।
যোগাযোগ:
+1 (281) 912-7812
greenlife5001@gmail.com
অবস্থান: যুক্তরাষ্ট্র

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

উডসাইড কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজী। এখানে সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয়।
যোগাযোগ: ইমাম হেলাল আহমেদ।
ফোনঃ ৩৪৭-৭৬১-৭৩৯৮।
ইমেইল:Helal.woodside@gmail.com বি-২৯-৪১।

মুসলিম কাজী অফিস

* তাজবীদ ও হিফজুল কুর'আন ক্লাস
* বয়স্কদের কুর'আন শিখানো হয়
* কাজী, নিউইয়র্ক সিটি রেজিস্টার
* ফিনারেল সার্ভিস, হজ্ব ও উমরাহ্ গ্রুপ
* শনি-রবিবার মোক্তব, সামার ক্লাস

American Muslim Center Inc.
৮৯-১৪, ১৫০ স্ট্রিট জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২
৭১৮-৮৬৪-৭৭২৯, ৩৪৭-৫৭৫-১১১০

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

চারদিকের ভালোবাসা, সৌন্দর্য আর বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে যাই : প্রিয়াংকা

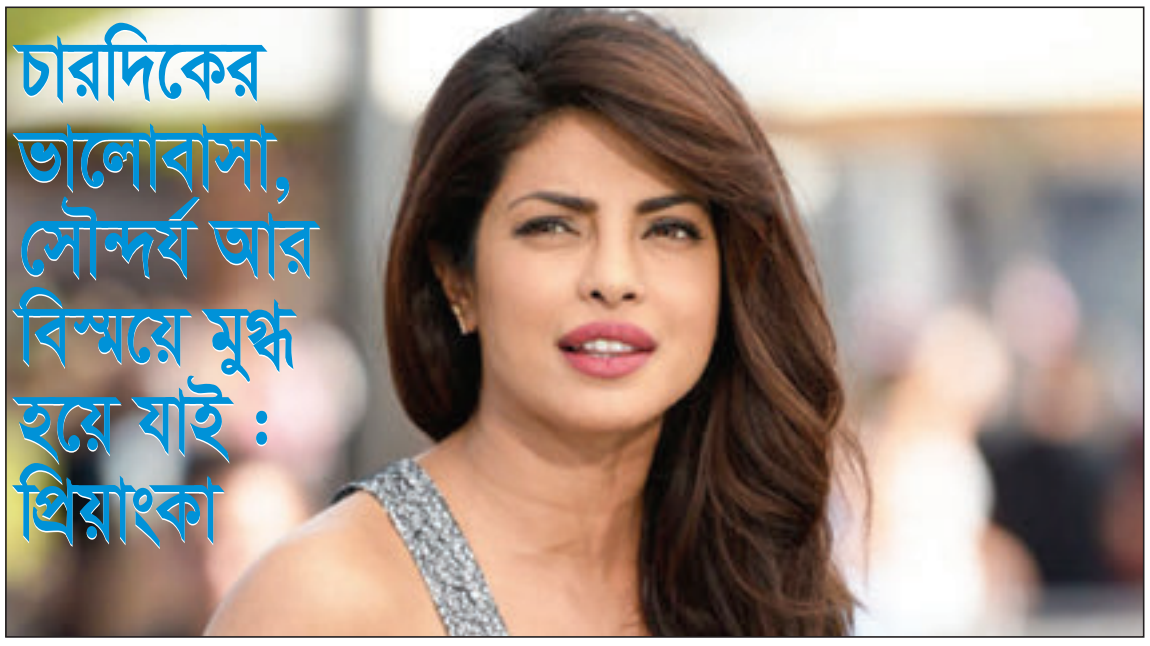

বিনোদন ডেস্ক : বলিউড অভিনেত্রী প্রিয়াংকা চোপড়া কাজের ব্যস্ততা থেকে বিরতি নিয়ে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন। সম্প্রতি লস অ্যাঞ্জেলেসে নিজের বাড়িতে নিক জোনাস ও মেয়ে মালতি মেরিকে নিয়ে থ্যাংকসগিভিং উদযাপনের কিছু ঝলক সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করে নিয়েছেন অভিনেত্রী। রোববার (৩০ নভেম্বর) সামাজিক মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে কিছু ছবি পোস্ট দিয়েছেন প্রিয়াংকা চোপড়া। সেখানে দেখা গেছে, অভিনেত্রী, স্বামী নিক জোনাস ও মেয়ে মালতি একসঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন। কিছু ছবিতে দেখা যায় মালতিকে বন্ধুদের সঙ্গে খেলছে। অভিনেত্রী একটি ছোট ভিডিও শেয়ার করেন, যেখানে মালতির মুখ দেখানো হয়নি, তবে তার মিষ্টি গলার গান শোনানো হয়েছে।

আরেক ক্লিপে মালতিকে চক দিয়ে মেঝেতে নিজের নাম লিখতে দেখা যায়। এক ছবিতে ছোট্ট মালতি উৎসাহ নিয়ে হুইপড ক্রিমও তৈরি করছে। আবার কোথাও দীর্ঘ টেবিলে পরিবার-বন্ধুদের সঙ্গে থ্যাংকসগিভিং ডিনারে ব্যস্ত সবাই। খেলাধুলার মজাও বাদ যায়নি পরিবারের সঙ্গে ডার্টস খেলতে খেলতেই বুল'স আই হিট করে আনন্দে নেচে ওঠেন প্রিয়াংকা। প্রিয়াংকার শেয়ার করা ছবি মুহূর্তেই সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে পড়ে। এ নিয়ে নেটিজেনদের মাঝে আলোচনার ঝড় ওঠে। সামাজিক মাধ্যমে ছবি শেয়ার করে একটি আবেগঘন পোস্ট দিয়েছেন প্রিয়াংকা চোপড়া। তিনি লিখেছেন, অল্প সময়ের জন্য বাড়ি ফিরেছি। কখনো কখনো চারপাশের ভালোবাসা, সৌন্দর্য আর বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে যাই। এই থ্যাংকসগিভিংয়ে আমি কৃতজ্ঞ স্বাস্থ্য, আনন্দ, একসঙ্গে থাকা এবং জীবনের ছোট ছোট সহজ আনন্দের জন্য।

তিনি বলেন, পরিবার, বন্ধু, টিমড় সবাইকে ধন্যবাদ জানাই, যারা এই পাগলাটে যাত্রাকে সহজ করে তোলে। অনেক দিন পর বাড়ি ফিরে অনুভব করছিড় প্রিয় মানুষের মাঝে থাকার আনন্দের মতো আর কিছু নেই। উল্লেখ্য, প্রিয়াংকা চোপড়া খুব শিগগির ভারতীয় সিনেমায় ফিরছেন। দক্ষিণী পরিচালক এসএস রাজামৌলির 'বারানসি' সিনেমায় দেখা যাবে তাকে। এতে তার বিপরীতে আছেন দক্ষিণী অভিনেতা মহেশ বাবু। আরও থাকবেন প্রিথ্বীরাজ সুকুমারন। সিনেমাটি ২০২৭ সালে মুক্তি পাবে। এ ছাড়া প্রিয়াংকার হাতে রয়েছে অ্যাকশন ড্রামা 'দ্য ব্লাফ', যেখানে সহশিল্পী হিসেবে আছেন কার্ল আর্বান, ইসমাইল ক্রুজ কর্ডোভা, সাফিয়া ওকলি-গ্রিন ও তেমুয়েরা মরিসন। ২০২৬ সালে মুক্তি পাবে সেই সিনেমা। এর পাশাপাশি রুশো ব্রাদার্স ব্যাকড 'সিটাডেল' সিরিজের নতুন পর্বও প্রিয়াংকার ঝুলিতে রয়েছে।

ফিরছেন অপু বিশ্বাস

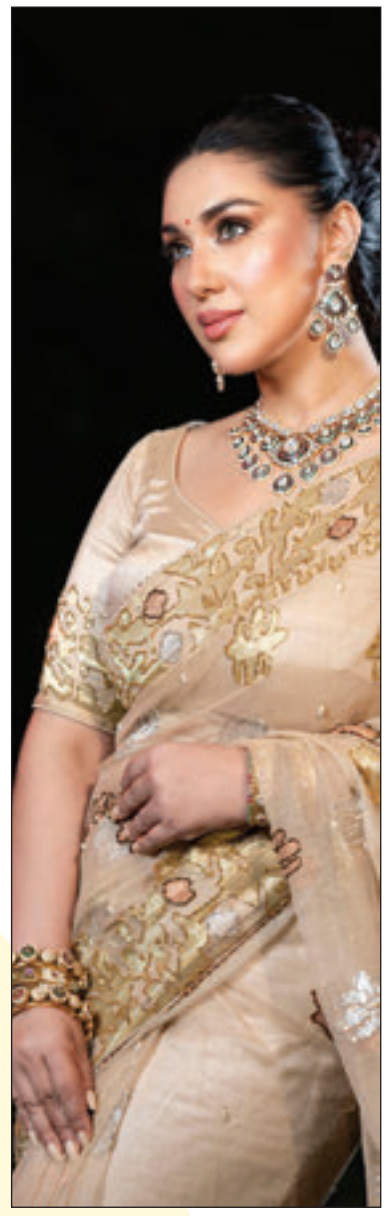

বিনোদন ডেস্ক : অনেক দিন ধরেই বড় পর্দায় নেই জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাস। সবশেষ 'লাল শাড়ি' ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। এরপর ব্যবসা ও অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন অপু। শুধু তাই নয়, এরইমধ্যে ওজন কমিয়ে নিজেকে অনেকটাই বদলে ফেলেছেন তিনি। নিয়েছেন নতুন লুক। এদিকে, নতুন খবর হলো- দু'টি সিনেমায় আদর আজাদের সঙ্গে জুটি বেঁধে হাজির হচ্ছেন অপু। যদিও এ বিষয়ে এখনই মুখ খুলতে নারাজ তিনি। মূলত জুটিবদ্ধ হওয়ার গুঞ্জন জোরালো হয় কোরিওগ্রাফার মাহফুজ কাদরীর ফেসবুক পোস্ট থেকে।

একটি ছবিতে দেখা যায় অপু বিশ্বাস, আদর আজাদ এবং নির্মাতা বন্ধন বিশ্বাসকে। যদিও মাহফুজ কাদরী জানান, ছবিটি শুধুই একটি ইভেন্টের মুহূর্ত। তবুও ভক্ত ও চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টদের ধারণা, একাধিক সিনেমাতে একসঙ্গে কাজ করতে যাচ্ছেন অপু ও আদর। একটি সিনেমা পরিচালনা করবেন চলচ্চিত্র পরিচালক বন্ধন বিশ্বাস। আগামী মাস থেকে এর কাজ শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। অপু বিশ্বাস বলেন, কাজে ফেরার জন্য আমি প্রস্তুত। নতুন সিনেমার কাজ শুরু হবে। তবে, কার সঙ্গে কিংবা কার কাজ দিয়ে ফিরছি- এ নিয়ে আপাতত কথা বলতে পারছি না। অচিরেই প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে। এর আগে, আদর আজাদ বুবলীর সঙ্গে জুটি বেঁধে প্রায় হাফ ডজন সিনেমায় কাজ করেছেন। মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলোতে তাদের জুটি বেশ প্রশংসিতও হয়েছে।

নতুন চমক নিয়ে টেইলর সুইফট

বিনোদন ডেস্ক : গায়ক-গীতিকার টেইলর অ্যালিসন সুইফট একজন বিখ্যাত গান রচনা, শৈল্পিক উদ্ভাবন ও পপ সংস্কৃতির অন্যতম প্রভাবশালী সংগীতশিল্পী। তিনি সর্বকালের সর্বোচ্চ আয়কারী লাইভ মিউজিক শিল্পী। 'ইরাস ট্যুর : দ্য অ্যান্ড অব অ্যান এরা' হলো একটি ছয় পর্বের ডকুমেন্টারি সিরিজ, যা সংগীতশিল্পী টেইলর সুইফটের 'ইরাস ট্যুর'-এর পেছনের দৃশ্য, ব্যক্তিগত মুহূর্ত এবং অন্যান্য শিল্পীর সঙ্গে বিশেষ পারফরম্যান্স তুলে ধরা হয়েছে। এই সিরিজটি এখন উরংহবু+-এ স্ট্রিম করার জন্য উপলব্ধ। এতে ট্রাভিস কেলসি, সাবরিনা কার্পেন্টার এবং অন্যান্য শিল্পীর সাক্ষাৎকারও রয়েছে। ২৮ নভেম্বর রাতে তার নতুন টিজার প্রকাশের পর থেকেই সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে আলোচনায় নতুন এ তথ্যচিত্র সিরিজ। তথ্যচিত্রটি তৈরি হয়েছে মূলত তার বহুল আলোচিত ইরাস ট্যুর কেন্দ্র করে।

সামাজিক মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে নতুন এ টিজার শেয়ার করে ৩৫ বছর বয়সি গ্র্যামিজয়ী শিল্পী ইরাস ট্যুরের কিছু অপ্রকাশিত ফুটেজও প্রকাশ করেছেন তিনি। তথ্যচিত্রের নতুন টিজারে ভক্তদের উদ্দেশে সুইফট বলেন, অনেক সময় ধরে এই ট্যুরের শেষের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম আমরা, আর আজকে আমরা আপনাদের জন্য শেষ শো করতে যাচ্ছি। সবকিছুর জন্য কৃতজ্ঞতা। আমি কতটা রোমাঞ্চিত বোঝাতে পারব না। এ তথ্যচিত্রে থাকবে অপ্রকাশিত বিভিন্ন ফুটেজ ও ট্যুরের কয়েকটি ম্যাশআপ গান। এ ছাড়া দীর্ঘ এই সংগীত সফরে মঞ্চের বাইরে সুইফটের দীর্ঘ প্রস্তুতির গল্পও থাকবে এ তথ্যচিত্রে। এই ট্যুরের সময়ই ট্র্যাভিস কেলসির প্রেমে পড়েছিলেন সুইফট; থাকবে তাদের সম্পর্কের গল্পও।

সুইফট বলেন, একটা ট্যুরের জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতি নিতে হয়। এটা আপনাকে শারীরিক ও মানসিক বড় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে। দুনিয়ার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে সফরের না-বলা অনেক গল্পই ভক্তরা জানতে পারবেন। আগামী ১২ ডিসেম্বর তথ্যচিত্রটির প্রথম দুই পর্ব ওটিটি প্লাটফর্ম ডিজনি প্লাসে মুক্তি পাবে। উল্লেখ্য, টেইলর সুইফট বহু গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড ভেঙেছেন। যার মধ্যে রয়েছে সর্বোচ্চ আয়কারী মিউজিক ট্যুর এবং গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডে সর্বাধিকবার 'অ্যালবাম অব দ্য ইয়ার' জেতা প্রথম শিল্পী হওয়া (চারবার)।

কেন প্রকাশ্যে কেঁদেছিলেন অক্ষয়?

বিনোদন ডেস্ক : বলিউডের আকাশছোঁয়া তারকা হওয়ার বহু আগে অক্ষয় কুমারের জীবন এক নির্মম বাস্তবতার পরীক্ষায় পড়েছিল। ব্যর্থ ছবির জেরে চারপাশে ভেসে আসত অবজ্ঞার ঝড়ঃপ্রযোজক-পরিচালকেরা তাকে 'জঞ্জাল' বলে ঠেলে দিতেন কোণঠাসা অন্ধকারে। পরিচালক সুনীল দর্শনের এক অকপট সাক্ষাৎকারে উঠে আসে সেই ক্ষতবিক্ষত সময়ের গল্পড় অতুলনীয় পরিশ্রমী অভিনেতা অপমান সইতে সইতে একদিন প্রকাশ্যেই ভেঙে পড়েন, চোখের জল আর শক্ত মুখোশ ঢেকে রাখতে পারেননি তিনি। ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি পরিচালক সুনীল দর্শন এক সাক্ষাৎকারে অক্ষয় কুমারের শুরুর দিকের সংগ্রাম নিয়ে কথা বলেন। ১৯৯৯ সালের ছবি 'জানোয়ার'-এর শুটিংয়ের সময়ের স্মৃতিচারণ করে সুনীল জানান, অক্ষয়ের জীবনে সেই সময়টা ছিল ভয়ংকর। একের পর এক ছবি ফ্লপ করায় তিনি চারদিকে প্রত্যাখ্যাত হচ্ছিলেন। সুনীল বলেন, 'এই সময়টায় অক্ষয়ের জীবনে ভয়ঙ্কর একটা সময় চলছিল। সব জায়গায় ধাক্কা খাচ্ছিল ও। ওকে বারবার রিজেক্ট করা হচ্ছিল, উপহাস করা হচ্ছিল। আজ ইন্ডাস্ট্রিতে যারা বড় নাম, সেই বড় বড় পরিচালক-প্রযোজকেরা তখন বলতেন– অক্ষয় মানে জঞ্জাল!' তিনি আরও জানান, সে সময় অক্ষয়ের জনপ্রিয় ছবি 'ধারকান'-এর কাজ থেমে গিয়েছিল এবং 'হেরা ফেরি' ছবির শুটিংও পেছানো হয়েছিল। তবে এই নির্মাতাদের নাম প্রকাশ করেননি সুনীল দর্শন। সুনীল দর্শন একটি হৃদয়বিদারক ঘটনার কথা তুলে ধরে বলেন, 'অপমান সহ্য করতে না পেরে অক্ষয় তার অফিসে এসে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন, তার একটি নতুন ছবি মুক্তি পাচ্ছে, অথচ পুরো শহরে সেই ছবির একটিও পোস্টার লাগেনি। যখন তিনি ছবির প্রযোজকের কাছে এ বিষয়ে জানতে চান, তখন প্রযোজক তার সঙ্গে অত্যন্ত রূঢ় আচরণ করেন এবং এমন সব কটু কথা বলেন যা অক্ষয়কে মানসিকভাবে ভেঙে দেয়।'

অক্ষয়ের এমন মনোবল ভাঙা অবস্থায় সুনীল দর্শন সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি অভিনেতাকে সমর্থন করবেন। ঝুঁকি নিয়ে তিনি সেই সময় মুম্বাইয়ের সবচেয়ে দামি স্থান জুহু সার্কেল-এ 'জানোয়ার' ছবির বিশাল বিলবোর্ড লাগানোর ব্যবস্থা করেন, যেখানে শুধু অক্ষয়ের ছবি ছিল।

পারসা ইভানা : আপন ভুবনে অনন্য

বিনোদন ডেস্ক : চেনা মুখ পারসা ইভানা- মডেলিং দিয়ে যাত্রা শুরু, পরে অভিনয়ে নিজস্ব জায়গা তৈরি করেছেন। তবে সাম্প্রতিক সময়ে তাকে পর্দায় নিয়মিত দেখা যায় না। এর কারণ ব্যস্ততা নয়, বরং নিজেকে নতুন করে জানার ও শেখার আকাঙ্ক্ষা। কিছুদিন আগে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে এসেছেন তিনি। সেখানে অবস্থানকালে সময়কে স্রেফ বিনোদনে সীমাবদ্ধ না রেখে যুক্ত করেছেন শেখার অভিজ্ঞতা। ইভানা যুক্তরাষ্ট্রে ভর্তি হন জনপ্রিয় অভিনয় বিদ্যালয় 'দ্য ফ্রিম্যান স্টুডিও'-তে একটি শর্ট কোর্সে। পাশাপাশি নাচের প্রতি ঝোঁক থেকেই ব্রডওয়ের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান 'স্টেপস অন ব্রডওয়ে'-তে সম্পন্ন করেন একটি নাচের কোর্স। তার ভাষায়, 'মানুষের শেখার তো শেষ নেই। শিল্পীর তো আরওই নয়। মৃত্যুদিন পর্যন্ত শেখার ক্ষুধা মেটে না।' তিনি বলেন, 'আমি আসলে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে মনে হলো, যেহেতু সময় আছে, কিছু শেখা যাক। ওই ভাবনা থেকেই দুই কোর্সে ভর্তি হই। এখন মনে হয়, ঠিকই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। অনেক কিছু ভেতর থেকে বদলে গেছে।' নাচের প্রতি তার প্রেম নতুন নয়। তাই কোর্স শেষ করতে করতেই কিছু স্টেজ শোতেও অংশ নিয়েছেন তিনি। 'সময়টা শুধু উপভোগ করিনি, নিজেকে গুছিয়েছি, সমৃদ্ধ করেছি', যোগ করেন ইভানা।

অভিনয়ের কোর্সটি তাকে সবচেয়ে বেশি বদলে দিয়েছে। শৃঙ্খলা, দেহভঙ্গি, অনুভূতির প্রকাশ– সবকিছুতে নতুন উপলব্ধি তৈরি হয়েছে। শিক্ষকের এক পরামর্শ তার মনে গেঁথে আছে, 'নিজের মতো থাকো। অন্য কারও মতো হতে যেও না।' ইভানা মনে করেন, এই কথাটি বুঝে কাজ করতে পারলে শিল্পী হিসেবে বেড়ে ওঠা আরও সুন্দর হয়। যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরার পর কিছুটা সময় নিজেকে বিশ্রাম দিয়েছেন তিনি। ইতোমধ্যে কয়েকটি ফটোশুট করেছেন, কিন্তু বড় কোনো প্রজেক্টে যুক্ত হননি। কিছু কাজ নিয়ে কথা চলছে। ইভানা বলেন, 'এবার এমন কিছু করতে চাই, যেটা আমাকে নতুন করে শুরু করার সুযোগ করে দেবে।' জনপ্রিয় সিরিজ ব্যাচেলর পয়েন্টে তার অনুপস্থিতি নিয়ে ভক্তদের কৌতূহল রয়েছে। এ বিষয়ে ইভানা বলেন, 'চতুর্থ সিজনে আমার চরিত্র যেমনভাবে শেষ হয়েছিল, পরিচালক চাইলে সেখান থেকে ফেরানো সম্ভব। এখনও এ নিয়ে বিস্তারিত কথা হয়নি। তবে আমাকে না দেখালেও চরিত্রটির উল্লেখ, ছবি– এসব থাকছে। এটাও ভালো লাগার।' স্বাধীন ধারায় কাজ করতে চান ইভানা। তাই শুধু অন্যরা করছে বলে সিনেমায় নামতে চান না। আবার ফেরার ইচ্ছাও অস্বীকার করেন না। 'গল্প আর চরিত্র যদি মনে ধরে, সেটা সিনেমা, ইউটিউব বা ওটিটি– যে মাধ্যমেই হোক, কাজ করব,' বললেন তিনি।

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক

Captain Mahfuzul Haque

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চ্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যয়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা পিকআপ করি থাকি

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

1217 Liberty Avenue, Brooklyn, NY 11208

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH
Thursday
04 December 2025
বৃহস্পতিবার
০৪ ডিসেম্বর ২০২৫

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন
বাসা ভাড়া, চাকরি, ক্রয়-বিক্রয়, পাত্র-পাত্রী
ব্রাউজ করুন
web : www.weeklybangladeshusa.com
Tel: 718-523-6299, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

বক্তব্য রাখছেন সিনেটর জিলিব্র্যান্ড। পাশে জেএমসির কর্মকর্তাবৃন্দ।

জেএমসিতে সিনেটর জিলিব্র্যান্ড

মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইসলামোফোবিয়ার আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যবস্থা নিয়েছি

বাংলাদেশ রিপোর্ট : নিউইয়র্ক থেকে নির্বাচিত যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের প্রভাবশালী সিনেটর কার্স্টেন জিলিব্র্যান্ড বলেছেন, মুসলমানরা যুক্তরাষ্ট্রের সুনাগরিক। তাদের বিরুদ্ধে ইসলামোফোবিয়ার আক্রমণ প্রতিরোধে আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি এবং আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক দৃঢ় করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত *(বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)*

খালেদা জিয়ার এক হাত ধরে আছে মৃত্যু, অন্য হাত ধরে আছে কোটি জনতা

কাজী জহিরুল ইসলাম : জীবন এবং মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছেন বেগম খালেদা জিয়া। মৃত্যু তার এক হাত ধরে আছে, অন্য হাত ধরে রেখেছে দেশের কোটি কোটি মানুষ। দল মত নির্বিশেষে দেশের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের এক *(বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)*

সাবেক সোনালী ব্যাংক কর্মকর্তা আলেয়া খাতুনের ইন্তেকাল

নিউইয়র্ক: সোনালী ব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তা ও সোনালী এক্সচেঞ্জ, জ্যামাইকা শাখা, নিউইয়র্কে কর্তব্যরত সোনালী ব্যাংক পরিবারের *(বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)*

প্রবাসীরা ৬০ দিনের বেশি থাকলে মোবাইল ফোন রেজিস্ট্রেশন করতে হবে

বাংলাদেশ ডেস্ক : প্রবাসীরা বাংলাদেশে ছুটি কাটানোর সময় ৬০ দিন পর্যন্ত স্মার্টফোন রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই ব্যবহার করতে পারবেন, তবে ৬০ দিনের *(বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)*

নিউইয়র্কে ৮ অভিবাসন বিচারককে বরখাস্ত করেছে ট্রাম্প প্রশাসন

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে আটজন অভিবাসনবিষয়ক বিচারককে বরখাস্ত করেছে *(বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)*

বেগম জিয়ার জন্য বিএনপির দোয়া-মাহফিল

নিউইয়র্ক : বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তির জন্য নিউইয়র্কে বিএনপির উদ্যোগে পৃথক দুটি স্থানে বিশেষ দোয়া-মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩০ নভেম্বর রোববার এই দোয়া-মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
জ্যাকসন হাইটসে নবান্ন পার্ট হলে নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির দোয়া ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির *(বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)*

রিয়েল আইডি না থাকলে ৪৫ ডলার যাচাই ফি

বাংলাদেশ ডেস্ক : রিয়েল আইডি না থাকলে একজন বিমান যাত্রীকে ৪৫ ডলার ফি দিতে হবে। আর এই ফি নেওয়া হবে যাত্রীর পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার জন্য। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে এটি কার্যকর হবে। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রান্সপোর্টেশন সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন *(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)*

মেয়র অ্যাডামসের মুখোমুখি মামদানি

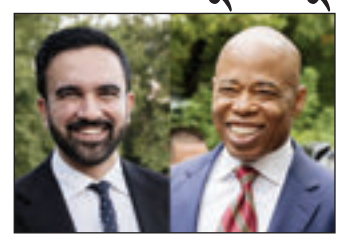

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউ-ইয়র্ক সিটির মেয়র মেয়র এরিক অ্যাডামসের সঙ্গে দেখা করেছেন নবনির্বাচিত মেয়ল জোহরান মামদানি। এরমধ্য দিয়ে সিটি নির্বাচনে জয়ের পর প্রথমবার নগরপিতা অ্যাডামসের মুখোমুখি হলেন তার মেয়র। ২ ডিসেম্বর মঙ্গলবার গ্রেসি ম্যানশনে অনুষ্ঠিত প্রায় এক ঘণ্টার বৈঠকটি 'সৌহার্দ্যপূর্ণ' পরিবেশেই হয়েছে বলে জানিয়েছেন মামদানি। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "আলোচনাটা ভালো হয়েছে। শহরের মানুষের সেবা নিশ্চিত করতে কীভাবে একটি মসৃণ ক্ষমতা হস্তান্তর *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

বাংলাদেশি প্রফেশনালসের বর্ণাঢ্য অভিষেক

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি পেশাজীবীদের একটি অভিন্ন প্ল্যাটফর্মে আনার লক্ষ্যে গঠিত সংগঠন বাংলাদেশি প্রফেশনালস-এর অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে গত ২৯ নভেম্বর শনিবার উডসাইডের গুলশান টেরেসে বর্ণাঢ্য এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ছড়িয়ে থাকা বাংলাদেশি উদ্যোক্তা, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, একাডেমিক, *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

নিউইয়র্কে 'থ্যাঙ্কস গিভিং ফ্যামিলি ডিনার নাইট'

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কে আনন্দঘন পরিবেশে গত ২৬ নভেম্বর বুধবার সন্ধ্যায় পালিত হয়েছে 'থ্যাঙ্কসগিভিং ফ্যামিলি ডিনার নাইট'। নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

এনওয়াইপিডিতে পদোন্নতিপ্রাপ্তদের সম্মাননা প্রদান

বাপসনিউজঃ গত ২৫ নভেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জ্যামাইকার হিলসাইডে স্টার কাবাব রেস্টুরেন্টে জ্যামাইকা ইন্টিগ্রেটেড বাংলাদেশি অফিসার্স নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে *(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)*

উডসাইড মসজিদে কোরআন সবক অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ রিপোর্ট: উডসাইড বায়তুল জান্নাহ মসজিদে সম্পন্ন হলো শিশুদের কোরআন সবক অনুষ্ঠান। গত ২৯ নভেম্বর বেলা ১১টায় মসজিদ পরিচালনা কমিটির প্রধান মোহাম্মদ তোফাজ উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও হাফেজ মুত্তাকি বিল্লাহর পরিচালনায় মসজিদ ভবনে অনুষ্ঠান *(বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)*

প্রেসিডেন্ট ডা. নাজমুল সেক্রেটারি দেলোয়ার

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের নতুন কমিটি

বাংলাদেশ রিপোর্ট: নিউইয়র্কে বাংলাদেশী মুসলিম কমিউনিটির সর্ববৃহৎ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার -জেএমসি। প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য প্রতি দু'বছর অন্তর একটি কার্যনির্বাহী কমিটি ও ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়ে থাকে। ২০২৬-২০২৭ বর্ষের জন্য গঠিত *(বাকি অংশ ৩২ পাতায়)*

মেরী জোবাইদাকে এনড্রোর্স করলেন স্টেট সিনেটর জন ল্যু

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক্ট ৩৯-এর আগামী নির্বাচনে *(বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)*

নিউইয়র্ক সিটির কর্মীদের সাড়ে ৩৮ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দেবে স্টারবাকস

বাংলাদেশ ডেস্ক: শেষ পর্যন্ত সাড়ে ৩৮ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দিয়ে সমঝোতা করতে বাধ্য হয়েছে দেশের সবচেয়ে বড় কফিশপ কোম্পানি স্টারবাকস। *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

হেলথ্ ইন্স্যুরেন্স/মেডিকেড
৬৫ এবং তদোর্ধ্ব বয়সের ভাই-বোনদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স, মেডিকেড এবং অন্যান্য বেনিফিটের জন্য পরামর্শ এবং সহায়তা করা হয়।
যোগাযোগ করুন–
মোহাম্মদ কামাল হোসেন সরকার
ফোন : 718-316-0399
নিউইয়র্ক স্টেট হেলথ ইন্স্যুরেন্স লাইসেন্সধারী এজেন্ট।

BISMILLAH
HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
নিউইয়র্ক শরীয়াহ বোর্ড অনুমোদিত SBNY
বিশাল মূল্যহ্রাস
১০টি কালার (ব্রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ২টি (কালার চিকেন) ফ্রি
(অথবা ২টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (ব্রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
We accept all major credit cards
৩টি হার্ড চিকেন $17.99
We accept EBT/Foodstamp
37-15 55th St. Woodside, NY-11377 718.205-7200
ফ্রি ডেলিভারী
এখানে বাংলাদেশের সব ধরণের মাছ পাওয়া যায়

স্টার্লিং SP ফার্মেসী
আপনি অপেক্ষায় থাকতে প্রেসক্রিপশন পুরণের নিশ্চয়তা
ফ্রি ডিলিভারি ও হোমডিলিভারী
ফ্রি অ্যাসাসমেন্ট
ই-প্রেসক্রিপশন
বয়স্কদের জন্য ১০% ছাড় প্রতিদিন
ফ্রি ব্লাড প্রেসার, সুগার ও ওজন চেকআপ
ফ্রি ভিটামিন
ফ্রি বিল পেমেন্ট ব্যবস্থা
সার্জিক্যাল সাপ্লাই
2098 Starling Ave. Bronx, NY 10462, Tel:718-684-6880

Highland Medical Care, PLLC
NAZMUL H. KHAN, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
ফ্রি ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Tel: 718-262-8991 Fax: 718-262-8992

Moinul Islam
(Licensed Real Estate Agent)
917-535-4131
Office: 718-392-5635
Email: MOINUL4@GMAIL.COM
Mega Homes Realty
Commercial and Residential Real Estate Firm

মান্নান ডিসকাউন্ট স্টোর
এন্ড হাউজহোল্ড সেন্টার
37-14, 37rd Street, Jackson Heights, NY 11372 Tel: 718-426-3542

Shafi Chowdhury
Consultant
Cell: 646-403-6500
HILLSIDE ACCOUNTING SERVICES INC.
Tax, Travel, Payroll & Immigration
167-13 Hillside Ave. 2A, Jamaica NY 11432
Cell: 646-403-6500, Fax: 917-775-7357
E-mail: hillsideaccounting@gmail.com
e-file